উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 28

Experience 2 Years of
Unmatched Residential Academics

Bandhan School Of Business(BSB)
(AICTE APPROVED)
Santiniketan

BANDHAN SCHOOL OF BUSINESS × SANTINIKETAN ×
An Initiative of Bandhan

Post Graduate Diploma In:
- Banking and Finance Management
- Business Management
- Business Analytics

For Admissions: 7044447753 | 8981339639 | 8981339638

Creating business leaders in a conducive learning environment!

Scan Here to Apply

এবার ফেসবুকে

পাত্র-পাত্রী, শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Uttarbangasambadofficial

তথ্য ভাণ্ডার থাকছে ওয়েবসাইটে

ভিজিট করুন uttarbangasambad.com

বিশদে জানতে বা বিজ্ঞাপন দিতে
মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে

রেপো রেট-সিআরআর কমার সুফল পাবে ডেট মিউচুয়াল ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

জুনের ঋণনীতিতে এক ধাক্কায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। চলতি বছরে এই নিয়ে মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমে রেপো রেট বর্তমানে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৩.০ শতাংশ করা হয়েছে। রেপো রেট এবং সিআরআর কমায় এর সুফল পেতে পারে ডেট ফান্ড।

সিআরআর কমায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতিতে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার নগদের জোগান হবে। বাড়তি নগদ ১০ বছরের বেঞ্চমার্ক ইল্ড ধীরে ধীরে কমাতে পারে। বর্তমানে ১০ বছরের ইল্ড ৬.৫ শতাংশের আশপাশে রয়েছে। যা ভবিষ্যতে কমে ৬ শতাংশের আশপাশে নেমে আসতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের ডেট ফান্ডে রিটার্ন বাড়বে। বিশেষত ৩ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত মেয়াদের ফান্ডে রিটার্ন আরও আকর্ষণীয় হবে।

অন্যদিকে রেপো রেট কমাও বড় প্রভাব ফেলবে ডেট ফান্ডে—(১) বর্তমান বাজার চলতি বন্ড যেটি বেশি সুদের হারের সময় ইস্যু করা হয়েছিল সেই বন্ডের চাহিদা বাড়বে। (২) নতুন বন্ডের তুলনায় পুরোনো বন্ডের রিটার্ন বেশি হবে। (৩) রেপো রেট কমায় ডেট ফান্ডের ন্যাভ বাড়বে। (৪) সুদের হার কমলে স্বল্প মেয়াদের তুলনায় দীর্ঘ মেয়াদের ডেট ফান্ডের ন্যাভ বৃদ্ধির হার বেশি হয়।

একটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দীর্ঘ মেয়াদি ডেট ফান্ডের তহবিল মূলত লগ্নি করা হয় দীর্ঘ মেয়াদের বন্ডে। ধরা যাক, ওই তহবিল ১০ বছরের জন্য ৬.৫ শতাংশ সুদের বন্ডে লগ্নি করা হয়েছে। সুদের হার কমলেও ওই বন্ড থেকে ৬.৫ শতাংশ হারেই সুদ পাওয়া যাবে। তাই ন্যাভ বাড়বে ওই ডেট ফান্ডের। এবার দেখে নেওয়া যাক ডেট ফান্ডের খুঁটিনাটি।

ডেট ফান্ড কী?

এই ফান্ডের অর্থ মূলত স্থায়ী এবং নিরাপদ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা। যেমন- সরকারি বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, পিএসইউ বন্ড, কমার্শিয়াল পেপার, বিভিন্ন সরকারি সিকিউরিটি ইত্যাদি। এই ধরনের বন্ড বা ঋণপত্রে লগ্নিতে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে। তাই ডেট ফান্ডে লগ্নির রিটার্ন অনেকাংশেই নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত থাকে।

ডেট ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

মেয়াদ

ডেট ফান্ড মূলত স্বল্প মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদের হয়। ওভারনাইট ডেট ফান্ডের মেয়াদ মাত্র এক সপ্তাহ হয়। আবার মাঝারি মেয়াদের ডেট ফান্ডের সময়সীমা ৩ থেকে ৫ বছর। দীর্ঘমেয়াদের ফান্ডের মেয়াদ ৭ বছরেরও বেশি হয়।

ঝুঁকি

ঋণ থেকে লাভ তখনই হয় যখন ঋণ সময়মতো ফেরত পাওয়া যায়। কোনও কারণে বন্ড এবং মানি মার্কেটের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সময়মতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হতেই পারে। তাই ঝুঁকি থেকেই যায়। বাজারচলতি বিভিন্ন বন্ডকে রেটিং দেয় মূল্যায়ন সংস্থাগুলি। এই রেটিং দেখে ঝুঁকি অনুমান করা যায়। রেটিং যত ভালো হবে, তার ঝুঁকি তত কম হবে।

আয়কর

আপনি যদি কোনও ডেট ফান্ডে তিন বছর পর্যন্ত লগ্নি করেন তবে তা শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেন হিসেবে ধরা হবে এবং সেই হিসেবে কর দিতে হবে। বিনিয়োগের সময় এর বেশি হলে ধরা হবে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন।

ডেট ফান্ডের প্রকারভেদ

বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং মেয়াদের নিরিখে বাজারে একাধিক ডেট ফান্ড রয়েছে-

- **লিকুইড ফান্ড :** এই ফান্ড সর্বোচ্চ ৯১ দিনের মেয়াদে বিভিন্ন মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে। যে কোনও সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় এতে বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়। স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য এই ফান্ড অন্যতম সেরা।
- **মানি মার্কেট ফান্ড :** সর্বোচ্চ ১ বছরের মেয়াদে বিভিন্ন মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। স্বল্পমেয়াদে কম ঝুঁকির বিনিয়োগের জন্য এই ফান্ড ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।
- **ডায়নামিক বন্ড ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ ৩ থেকে ৫ বছর। বিভিন্ন মেয়াদের ডেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।
- **কর্পোরেট বন্ড ফান্ড :** এই ফান্ড তাদের মোট সম্পদের ৮০ শতাংশ সর্বোচ্চ রেটিংয়ের কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করে।
- **ব্যাংকিং এবং পিএসইউ ফান্ড :** এই ফান্ড মোট সম্পদের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস (পিএসইউ) এবং ব্যাংকের ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে।
- **গিল্ট ফান্ড :** বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি সিকিউরিটিজে মোট সম্পদের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি থাকে না। তবে ঋণের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি বেশি থাকে।
- **ফ্লোটার ফান্ড :** এই ফান্ড তাদের মোট সম্পদের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ ফ্লোটিং রেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে। ঋণের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি এখানে সর্বনিম্ন।
- **ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড :** সর্বোচ্চ রেটিং নয় এমন কর্পোরেট বন্ডে মোট সম্পদের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। এখানে ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি তাই বেশি হয়। তবে রিটার্নও বেশি পাওয়া যায়।
- **ওভারনাইট ফান্ড :** একদিন মেয়াদের ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। ঋণ এবং ঋণের হারের ঝুঁকি এখানে একেবারেই নগণ্য।
- **আল্ট্রাশর্ট ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস। সেভাবেই মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেট সিকিউরিটিজে এই ফান্ড বিনিয়োগ করে।
- **লো ডিউরেশন ফান্ড :** ৬-১২ মাসের মেয়াদে মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।
- **শর্ট ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ হয় ১-৩ বছর।
- **মিডিয়াম ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ হয় ৩-৪ বছর।
- **মিডিয়াম টু লং ডিউরেশন ফান্ড :** ৪-৭ বছরের মেয়াদে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।
- **লং ডিউরেশন ফান্ড :** ৭ বছরেরও বেশি মেয়াদে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

২০২৫-এর সেরা কয়েকটি ডেট ফান্ড

ফান্ড	রিটার্ন (বছরে)
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মিডিয়াম টার্ম	১৪.৫৮ শতাংশ
মতিলাল অসওয়াল ৫ ইয়ার জি সেক	১২.১৩ শতাংশ
ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩২	১১.৮০ শতাংশ
অ্যাক্সিস ক্রিসিল আইবিএক্স	১১.৫৫ শতাংশ
ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩৩	১১.৪৫ শতাংশ
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল কনস্ট্যান্ট ম্যাচুরিটি গিফট ফান্ড	১১.২৮ শতাংশ
কোটাক নিফটি এসডিএল জুলাই ২০৩৩	১১.২৬ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজতেই বিশ্বজুড়ে ধস নামল শেয়ার বাজারে। সেই ধাক্কা লেগেছে এদেশের শেয়ার বাজারেও। চলতি সপ্তাহের ৫ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১০৭০.৩৯ পয়েন্ট নেমে ৮১১১৮.৬০ পয়েন্ট এবং নিফটি ২৮৪.৪৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৭১৮.৬০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বড় থেকে ছোট সব ধরনের শেয়ারে বড় পতন হয়েছে। পরিস্থিতির এখনই কোনও বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় আগামী সপ্তাহেও এই পতনের ধারা চলতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। সংশোধনের এই সুযোগে গুছিয়ে নিতে হবে পোর্টফোলিও। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। গুণগত মানের ভালো শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা করতে হবে।

রেপো রেট এবং সিআরআর কমায় চাঙ্গা হয়েছিল শেয়ার বাজার। কয়েক দিনের মধ্যেই ফের অস্থির হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এর নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরানের ওপর ইজরায়েলের হামলা। শুক্রবার ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের শীর্ষস্তরের কয়েকজন সেনাকর্তাও। ইরানও পালটা প্রত্যাঘাত করেছে। এই সংঘাত এখনই থামার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আগামী দিনে সংঘাত তীব্র হলে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এর পাশাপাশি ইরান-ইজরায়েল সংঘাত অশোধিত তেলের সরবরাহে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। যার আশঙ্কায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ তেল আমদানিকারী দেশ। তাই দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে এই সংঘাত।

এর পাশাপাশি শুল্কযুদ্ধ তো আছেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা এখনও চলছে। আমেরিকা-চিন শুল্কচুক্তি চূড়ান্ত হলেও তা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত আগামী দিনে শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামে পতনও। শুক্রবার ফের এক ডলারের বিনিময়মূল্য ৮৬ টাকা পেরিয়েছে। শেয়ার বাজারের অনিশ্চয়তায় লগ্নিকারীরা এখন নিরাপদ লগ্নি সোনার দিকে ঝুঁকছেন। ফলে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনার দাম।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। তারপর যুদ্ধ না থামলেও ধীরে ধীরে সেই প্রভাব কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এবারও যুদ্ধের তীব্রতা কমলে ফের স্থিতিশীল হবে শেয়ার বাজার। তাই আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পরিকল্পনা এবং ধৈর্য নিয়ে শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের এগিয়ে যেতে হবে।

অন্যদিকে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনার দাম। আগামীদিনে অস্থির হতে পারে সোনার দামও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **গোদরেজ প্রপার্টিজ :** বর্তমান মূল্য-২৪০২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪০২/১৯০০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৩০০-২৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭২৩৪৪, টার্গেট-৩০০০।
- **টাটা ইনভেস্ট কর্প :** বর্তমান মূল্য-৬৭৯৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮০৭৪/৫১৪৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬৬০০-৬৭৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৩৭৪, টার্গেট-৭৮৫০।
- **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৬২৪.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৫৮/৪৭৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৪১৬৫, টার্গেট-৭৩৫।
- **এলআইসি হাউজিং :** বর্তমান মূল্য-৬০০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৭/৪৮৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৮৫-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩০০৩, টার্গেট-৭২০।
- **সানটেক রিয়েলিটি :** বর্তমান মূল্য-৪৪৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯৯/৩৪৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪১০-৪৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৫২, টার্গেট-৬২০।
- **মাহিন্দ্রা ইপিসি :** বর্তমান মূল্য-১৩৯.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬০/৯৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৩৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৮, টার্গেট-১৭০।
- **কেআরএন হিট এক্সচেঞ্জার :** বর্তমান মূল্য-৭১৯.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০১২/৪০২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬৮০-৭১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৭৪, টার্গেট-৯৩৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : পলিক্যাব

● **সেক্টর :** কেবলস ● **বর্তমান মূল্য :** ৬০৩০ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৫৫৫/৭৬০৫ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৯০৭২৯ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৫৭১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৫৮ ● **ইপিএস :** ১৩৪.২৬ ● **পিই :** ৪৪.৯২ ● **পিবি :** ১০.৫৬ ● **আরওসিই :** ২৯.৭ ● **আরওই :** ২১.৪ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭২৫০

একনজরে

- পলিক্যাব কেবল তৈরিতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম সংস্থা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য, সোলার ইনভার্টার সহ একাধিক পণ্য তৈরি করে।
- সংস্থার আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে কেবল থেকে। ৭ শতাংশ ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য থেকে এবং ৮ শতাংশ আসে ইপিসি ব্যবসা থেকে।
- পলিক্যাবের ৪৩০০-এরও বেশি ডিলার এবং ২ লক্ষেরও বেশি রিটেল আউটলেট নেটওয়ার্ক রয়েছে।
- বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে পলিক্যাবের ব্যবসা আছে।

- পলিক্যাবের ২৮টি কারখানা, ৩৪টি ওয়্যারহাউস এবং ১৫টি অফিস রয়েছে।
- ফাস্ট মুভিং ইলেক্ট্রিক্যাল গুডস (এফএমইজি) ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবসা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।
- পলিক্যাবের ঋণ একেবারেই নগণ্য।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০.৯ শতাংশ সিএজিআরে বিগত ৫ বছরে মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- আগামী ৫ বছরে ৬০০০-৮০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে পলিক্যাব।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে পলিক্যাবের মুনাফা ৩৩.৩৪ শতাংশ বেড়ে ৯৪৭.৪৪ কোটি এবং আয় ২৪.৯৩ শতাংশ বেড়ে ৬৯৮৫.৮০ কোটি টাকা হয়েছে।
- প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৬৩.০৪ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১০.৯৫ শতাংশ এবং ১১.১১ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ফের যুদ্ধের ভ্রূকুটি শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

একেই কি বলে বিধি বাম? ভারতের পক্ষে যখন প্রায় সমস্ত কিছু সদর্থক বলে ধরা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় নতুন করে ভূরাজনৈতিক গোলযোগ, ভারতীয় অর্থনীতিকে কি একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে? সদ্য প্রকাশিত সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি মাত্র ২.৮২ শতাংশ (মে মাসের জন্য) যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর পর সবচেয়ে কম। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কনজাম্পশন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমা, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৬৫ ডলারের মধ্যে থাকা-- এই সবকিছুই ভারতের অর্থনীতির পক্ষে খুব ভালো কিছু ইঙ্গিত করছিল।

ইজরায়েলের ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা, ইরানের প্রতিশোধের হুমকি, এই সবকিছুর জেরে শুক্রবার বিশ্বের সমস্ত শেয়ার বাজারে পতন আসে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম একসময় ১৩.৫ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পায়। শেষ তথ্য পাওয়া অবধি ডব্লিউটিআই ক্রুড ৭২.৯৮ ডলার, ব্রেন্ট ক্রুড ৭৪.২৩ ডলার, মারবান ক্রুড ৭৩.৫২ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছিল। ক্রুড অয়েল ট্রেড করছিল ৬২৯৮ টাকা প্রতি ব্যারেল(১৮ জুন এক্সপায়ারি)। ভয়ানক মহার্ঘ হয়ে উঠেছে সোনাও। ১৩ জুন বিকেল অবধি কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম চলছিল ১,০১,৮৮০ টাকা প্রতি দশ গ্রাম। একদিনেই প্রায় ১.৮ শতাংশের বেশি উত্থান।

ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আমদানি করা হয় বিদেশ থেকে। মূলত মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়া থেকে। ইরান যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়লে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেল সরবরাহ এবং বিভিন্ন সাপ্লাই চেন। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে মূল্যবৃদ্ধি আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে।

বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে পতন

শুক্রবার এশিয়া এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ইনডাইসেসগুলি পতন দেখে। নিক্কেই ২২৫ (-০.৯০ শতাংশ), হ্যাংসেং (-০.৬ শতাংশ), তাইওয়ান (-০.৯৭ শতাংশ), কসপি (-০.৮৮ শতাংশ), জাকার্তা (০.৫৩ শতাংশ), সাংহাই (-০.৭৬ শতাংশ) প্রভৃতি। ইউরোপীয় ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ফুটসি (-০.৩৯ শতাংশ), ক্যাক (-১.০৫ শতাংশ) এবং ড্যাক (-১.০৯ শতাংশ)। আমেরিকার ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ডাউজোন্স (-১.৭৯ শতাংশ), এস অ্যান্ড পি (-১.১৩ শতাংশ) এবং ন্যাসড্যাক (-১.৩০ শতাংশ)।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে কিছুটা আইটি এবং হেল্থকেয়ার বাদ দিলে প্রায় সমস্ত সেক্টরেই পতন এসেছে। শুক্রবার নিফটি ১৬৯ পয়েন্ট (-০.৬৮ শতাংশ) পতন দেখে। সেনসেক্স পতন দেখে ৫৭৩ পয়েন্ট (-০.৭ শতাংশ) পতন দেখে। নিফটি ব্যাংক (-০.৯৯ শতাংশ) এবং বিএসই এফএমসিজি (-০.৯৪ শতাংশ) পতন দেখে। এমনিতেই যে সেক্টরগুলি সরাসরি জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরশীল সেই কোম্পানিগুলিতে পতন এসেছে। বিভিন্ন অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি, পেন্টস, টায়ার, এভিয়েশন কোম্পানিগুলি শুক্রবার পতন দেখে। পেন্টস সেক্টরের মধ্যে ইন্ডিগো পেন্টস ২.১৫ শতাংশ, কানসাই ন্যারোল্যাক ২.৯২ শতাংশ, গ্রাসিম ০.৮৭ শতাংশ পতন দেখে। অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরের মধ্যে বিপিসিএল ১.৯০ শতাংশ, এইচপিসিএল ২.৪১ শতাংশ, ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস ২.১২ শতাংশ, আইওসি ১.৭৮ শতাংশ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ০.৮৩ শতাংশ পতন দেখে। অ্যাপোলো টায়ার্স (-১.১৩ শতাংশ), জেকে টায়ার (-২.১৪ শতাংশ) প্রভৃতি টায়ার কোম্পানিগুলি পতন দেখে। এভিয়েশন সেক্টরের মধ্যে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন (-৪.০৩ শতাংশ), জেট এয়ারওয়েজ (-৫ শতাংশ) এবং স্পাইস জেট (-১.৯৫ শতাংশ) পতন দেখে।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে অ্যাসট্রাজেনেকা, ক্যামলিন ফাইন, ক্যারিসিল, ফোর্স মোটরস, জেকে সিমেন্ট, মানাপ্পুরম ফিন্যান্স, মাইন্ডপ্লেস রেইট, মুথুথ ফিন্যান্স, নারায়ণ হৃদয়ালয়, নাজারা টেক প্রভৃতি। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি সর্বাধিক পতন দেখে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল আইআরইডিএ (-৪.৭২ শতাংশ), কানারা ব্যাংক (-৩.৬১ শতাংশ), পিএনবি হাউসিং ফিন্যান্স (-৩.০৮ শতাংশ), অ্যাঞ্জেল ওয়ান (-৩.০৭ শতাংশ), এনএমডিসি (-২.৮৩ শতাংশ), ইউনিয়ন ব্যাংক (-২.৮৩ শতাংশ), আদানি পোর্টস (-২.৮২ শতাংশ), আদানি গ্রিন এনার্জি (-২.৫৯ শতাংশ), এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ (-২.৪১ শতাংশ) প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

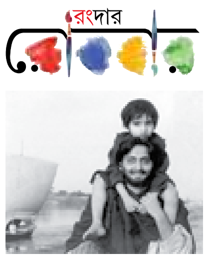

আজ পিতৃদিবস। মাতৃদিবস নিয়ে যেমন হইচই হয়, সেরকম আলোচনা হয় না পিতৃদিবস নিয়ে। বাবাদের কথা তুলে আনা হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরাণেও 'সিঙ্গল ফাদার'রা ছিলেন। অন্য ভাষার সাহিত্যেও দাপট দেখিয়েছেন বাবারা। বাবাদের নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ।

বাবা

▸▸ ১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

জঞ্জাল কিনছে সুইডেন

পথেঘাটে জঞ্জালের পাহাড় দেখলে আমরা নাক সিটকোই। মনে মনে বলি, 'ছিছি এত্তা জঞ্জাল'। কিন্তু পাশে কোনও সুইডেনের নাগরিক থাকলে তিনি বলে উঠতেন, 'আহা এত্ত জঞ্জাল'! ▸▸ ৮

মৃত বেড়ে ২৭৯

এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই এখনও মৃতদেহ পাননি। দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭৯। ▸▸ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩২°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

ভাঙা পড়বে মাইকেলের বাড়ি!

প্রমাণের গেরোয় কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যের তালিকা থেকে মুছে যেতে পারে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর খিদিরপুরের পৈতৃক বাড়িটি। বর্তমান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙাও পড়তে পারে। ▸▸ ৭

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 28

লুটেরাদের খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি

শনিবার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে নদী পেরিয়ে দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলেছেন পুলিশ ও বনকর্মীরা। শুক্রবার ময়নাগুড়িতে এই এটিএম-এই হামলা হয়।

৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে অধরা

নিউজ ব্যুরো

১৪ জুন : শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারের কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পালানোর সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে গজলডোবার কাছে গেটবাজার এলাকা দিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। জঙ্গলে পালানোর সময় অপারেশনে ব্যবহৃত সাদা রংয়ের একটি চারচাকা গাড়ি ফেলে রেখে যায় তারা। ওই গাড়িতে ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর থেকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলজুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ, শিলিগুড়ি পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ দল। ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শুক্রবার রাত আড়াইটা থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ ও বন দপ্তর। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপথ বলেন, 'শুক্রবার রাত থেকে আমরা অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছি। এর বাইরে একাধিক এলাকায় দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু হয়েছে।' অপরাধের ধরন দেখে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ, দুষ্কৃতীদের দলটি বিহারের। এই ধরনের অপারেশন তারা এর আগেও করেছে। না হলে তাদের পক্ষে এত কম সময়ে এটিএম কেটে টাকা বের করা সম্ভব হত না।

ময়নাগুড়ি ও ক্রান্তি ব্লকের সংযোগস্থলে বৌলবাড়ি বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টার রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক পালের জায়গা ভাড়া নিয়ে বেশ কয়েকবছর ধরে এটিএম কাউন্টারটি চালু রয়েছে। অলোকের কথা অনুযায়ী, শুক্রবার রাত পৌনে একটা নাগাদ ওই এটিএম-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার দপ্তর থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে। ফোনে তাকে জানানো হয় এটিএম কেউ ভাঙার চেষ্টা করছে বলে তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখতে পেয়েছেন। ওই সংস্থা থেকে অলোককে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়। অলোক তাঁর মামা প্রতাপ পালকে বাড়ি থেকে ডেকে এটিএম কাউন্টারের সামনে আসার আগেই দুর্বৃত্তরা গ্যাস কাটার দিয়ে দুটি এটিএম কেটে সেখানে থাকা টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। বিষয়টি দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ময়নাগুড়ি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশবাহিনী।

এরপর বারোর পাতায়

সন্দেহ পুলিশের

- প্রাথমিক সন্দেহ বিহারের গ্যাংটি এ ধরনের অপরাধে সিদ্ধহস্ত
- গ্যাস কাটার দিয়ে দুটি এটিএম কাটে দুষ্কৃতীরা
- অপারেশন শুরুর আগে এটিএমের সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল করে দেওয়া হয়
- অপারেশনে ব্যবহার করা গাড়িতে অসমের নম্বর প্লেট লাগানো

ড্রোন উড়িয়ে অভিযান

রাহুল মজুমদার

গজলডোবা, ১৪ জুন : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের থেকে সতর্কবার্তা পেয়ে আগে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। জলপাইগুড়ি পুলিশ অনুমান করেছিল, বিহারের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা। তাই ময়নাগুড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা পালানোর পরই নিউ জলপাইগুড়ি, ভোরের আলো ও ভক্তিনগর থানার পুলিশকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছিল। এই তিনটি থানা এলাকা দিয়েই বিহারের দিকে পালাতে পারে অভিযুক্তরা। সতর্কবার্তা পেয়েই নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। আর এতেই আটকে যায় দুষ্কৃতীরা। গাড়ি নিয়ে পালাতে না পেরে প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা।

দুষ্কৃতীদের খোঁজে শনিবার সকালেই স্পেশাল টিম গঠন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এবং বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের বনকর্মীদের নিয়ে ওই দল গঠিত হয়। সঙ্গে রাখা হয় বনবস্তিবাসীদেরও। শুক্রবার রাত থেকে বন দপ্তর এবং পুলিশ জঙ্গলে তল্লাশি চালালেও শনিবার সকালে টিম তৈরি করে জোড়া হয়েছে স্থানীয় বনবস্তিবাসীদের। তদন্তকারীরা মনে করছেন, বনবস্তিবাসীরা থাকলে জঙ্গলের রাস্তায় তল্লাশি অভিযানে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ঘটনাস্থলে এদিন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ ছাড়াও ছিলেন ভোরের আলো থানার ওসি সন্দীপ দত্ত, গজলডোবা ফাঁড়ির ওসি হীরু সরকার সহ পদস্থ পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষ, বন দপ্তর, পুলিশ, বনবস্তিবাসী সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি। ড্রোনও ওড়ানো হচ্ছে।' জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'চার থেকে পাঁচজনের একটি দুষ্কৃতীর দল গাড়ি ফেলে জঙ্গলে ঢুকেছে। আমরা বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথ তল্লাশি চালাচ্ছি।'

রাজগঞ্জ থানার পুলিশের তাড়া খেয়ে গজলডোবার দিকে ঢুকে গিয়েছিল দুষ্কৃতী দলটি। গেটবাজারের কাছে এসে গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশের সামনে পড়ে যাওয়ায় জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলে যায় তারা। সামনে জঙ্গল আর পেছনে পুলিশ দেখে গাড়ি ফেলেই তারা বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে ঢুকে পড়ে। রাত আড়াইটা নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে রাতেই জঙ্গলে অপারেশন শুরু হয়। পাহারা বসানো হয় গজলডোবা থেকে ক্যানাল রোড ধরে ফুলবাড়ি পর্যন্ত। এই রুটে সমস্ত মোড়ে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী রাখা হয়।

কিন্তু রাতভর তল্লাশিতে সাফল্য আসেনি। দিনের আলো ফুটতেই তড়িঘড়ি বনবস্তিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তদন্তকারীরা। গ্রামে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং দলে তাঁদের বাছাই করা কয়েকজনকে শামিল করা হয়।

এরপর বারোর পাতায়

ব্যর্থ 'গর্বের' আয়রন ডোম

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৪ জুন : শক্তিধর ইজরায়েলকেই চ্যালেঞ্জ ইরানের। আকাশপথে হামলা ঠেকাতে ইজরায়েলের লৌহপ্রাচীরের মতো বহুচর্চিত 'আয়রন ডোম' ঠেকাতে পারল না ইরানের আক্রমণ। তেহরানের মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'কাসিম বশির' আছড়ে পড়ল ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের দক্ষিণ প্রান্ত। যেখানে রয়েছে ইজরায়েল সেনার সদর দপ্তর। মাত্র ৬৫ মিনিটে তেল আভিভে সিংহভাগ হামলা হয়। তাতে অন্তত তিনজন নিহত ও ৭৮ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল পর্যন্ত ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে শতাধিক ড্রোন ও ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে আয়াতোল্লা খোমেইনির দেশ।

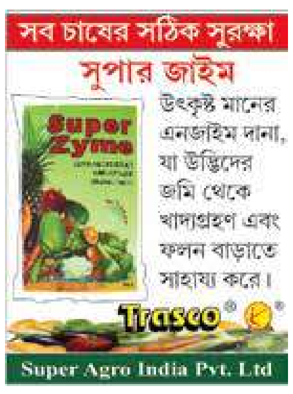

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা

শুক্রবার গভীর রাতে ওই হামলার অভিঘাত এমন ছিল যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইজরায়েলের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়। তেল আভিভে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হুকাবিকে পাঁচবার নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় হুকাবির পোস্টে হামলার তীব্রতা স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, 'ইজরায়েলে এই রাতটা খুব কঠিন ছিল।'

যদিও সেই আঘাতের পর প্রত্যাঘাত করতে দেরি করেনি ইজরায়েল। নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামলা না থামালে তেহরান জ্বলবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে পালটা সতর্ক করে বলা হয়েছে, ইজরায়েলকে একদিনের জন্যও শান্তিতে ঘুমোতে দেওয়া হবে না। এই হামলাকে একদিনের ঘটনা বুঝলে ভুল করবে তেল আভিভ।

ইজরায়েলে জবাবি হামলা চালানোর পর ইরান অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করছে, এই যুদ্ধ আমেরিকা বা পশ্চিমী দেশগুলির বিরুদ্ধে নয়। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এবং পশ্চিমী দেশগুলি সতর্ক করায় তেহরান এই ঘোষণা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনা যাই হোক, ইজরায়েল যেমন শুক্রবার ভোররাতে ইরানের সমস্ত নিরাপত্তা ভেদ করে পারমাণবিক কেন্দ্রে আঘাত করেছিল, তেহরান তেমনই তেল আভিভের বহু গর্বের আয়রন ডোমকে এড়িয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সফল হল।

এরপর বারোর পাতায়

নদীর ধারে দেহ মিলল চিকিৎসাধীন রোগীর

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ জুন : মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ভর্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক রোগী উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। শনিবার বিকেলে চেল নদী থেকে ওই রোগীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কতর্ব্যে গাফিলতির অভিযোগ জোরালো হয়েছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বুধুয়া ওরাওঁ (৪৭) নামে ওই রোগী ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগুড়ি চা বাগানের নামজা লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাগানে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানকার শ্রমিকরা সুপারকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে রাতে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। হাসপাতালের সামনে জাতীয় সড়ক অববোধ করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

হাসপাতালের সুপার সুধীর কুমার বলেন, 'ওই রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন বলে শনিবার সকালে আমরা জানতে পারি। এরপর আমরা পুলিশে খবর দিই। এই ঘটনায় কারও গাফিলতি আছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হবে।' সবই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে আইসি জানিয়েছেন।

রোগীর মৃত্যুতে ইমার্জেন্সির সামনে ভিড় চা বাগানের বাসিন্দাদের

সড়ক অবরোধ

- মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রোগীর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই খোঁজ মিলছিল না
- শনিবার ক্রান্তি ফাঁড়ির অন্তর্গত নলবাড়ি এলাকায় চেল নদীর চরে ওই রোগীর মৃতদেহ উদ্ধার
- সুপারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ বেতগুড়ি চা বাগানের শ্রমিকদের

নিম্ন রক্তচাপজনিত সমস্যা নিয়ে ছেলে সুজন বুধুয়াকে গত বুধবার সকালে হাসপাতালের মেল ওয়ার্ডে ভর্তি করান। সন্ধ্যায় টিফিন দিতে এসেও তিনি বাবাকে সুস্থ দেখেছিলেন। রাতে সুজনের মা বেশ কিছু সময় ওয়ার্ডের বাইরে বসে ছিলেন। ওই ওয়ার্ডে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। পরে তিনি বাড়ি চলে যান। পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ সুজন হাসপাতালে এসে বেডে বাবাকে দেখতে পাননি। সবকিছু জানিয়ে শুক্রবার তিনি থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের করেন। শনিবার দুপুর পর্যন্ত বুধুয়ার কোনও হদিস মেলেনি। ক্রান্তি ফাঁড়ির নলবাড়ি এলাকায় চেল নদীর চরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে পরে ক্রান্তি ফাঁড়িতে খবর আসে। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওয়ার্ডে থাকার সময় রোগীর পরনে জামাপ্যান্ট থাকলেও মৃতদেহ উদ্ধারের সময় পরনে প্যান্ট ছিল না। জলে ডুবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সব পরিষ্কার হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পরিবারটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

রাখে ১১এ আসন, মারে কে...

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সেইসঙ্গে চর্চা চলছে ১১এ আসন নিয়ে। ২৭ বছর আগে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে বিমান দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিতও ছিলেন ১১এ আসনের যাত্রী। কি অদ্ভুত মিল না!

আহমেদাবাদ ও কলকাতা, ১৪ জুন : বিশ্বাস জাগাচ্ছেন বিশ্বাস। মানে আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র জীবিত বিশ্বাসকুমার রমেশ। সেই বিশ্বাসের পালে হাওয়া দিচ্ছেন আরেক বিমানযাত্রী। যিনি ২৭ বছর আগের এক দুর্ঘটনায় বেঁচে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে রমেশ ও থাইল্যান্ডের বাসিন্দা সেই যাত্রীর আসনের নম্বর একই- ১১এ। বিশ্বাসের দুনিয়ায় এই সংখ্যাটি জীবন রক্ষার জাদুকাঠি হয়ে উঠেছে যেন। হঠাৎ সব বিমানে ওই সংখ্যার আসনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে।

যেন বিশ্বাসে মিলায় আসন...। আহমেদাবাদে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার ১৭১ বিমানের পিছন দিকে ডানার নীচে ইমার্জেন্সি এগজিটের কাছে ১১এ নম্বর আসনটির যাত্রী ছিলেন বিশ্বাসকুমার রমেশ। তিনি ওই বিমানের একমাত্র সওয়ারি যিনি বেঁচে গিয়েছেন। আপাতত সেখানকার মেডিকেল কলেজে তিনি চিকিৎসাধীন। নেটমাধ্যমে যাঁর বেঁচে যাওয়া আলোচিত হচ্ছে 'বিশ্বাস এফেক্ট' নামে।

বিমানের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে জোরকদমে। আহমেদাবাদে।

সেই বিশ্বাস এফেক্টের সূত্র ধরে প্রত্যাশা জাগাচ্ছে ১১এ নম্বর আসন। ভরসা বাড়াচ্ছে ২৭ বছর আগে বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত থাইল্যান্ডের অভিনেতা তথা সংগীতশিল্পী রুয়াংসাক লয়চুসাকের কাহিনী। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা শোনার পর ফেসবুকে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে জলাভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়া বিমানে তাঁর আসনের নম্বরও ছিল ১১এ।

বিশ্বাসের ডানা তাই উড়ান দিয়েছে। বিমানযাত্রা এড়ানো এখনকার দিনে আর সম্ভব নয়। বিমানে উঠতে বুক দুরুদুরু করা এখন স্বাভাবিক। দুর্ঘটনার স্মৃতি ভেসে ওঠে। কিন্তু ১১এ আসনের 'জাদুতে' বিশ্বাসের পাল্লা বাড়ছে। কলকাতার এক ভ্রমণ সংস্থার কর্মী বললেন, 'বিমানে জরুরি নির্গমন দরজার পাশের আসনটি খালি কি না, আগে জেনে নিতে চাইছেন যাত্রীরা। একজন তো বলেই ফেললেন, দেখবেন দাদা, যেন বিশ্বাসদার ওই সিটটা পাই!' *এরপর বারোর পাতায়*

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যোগাযোগমূলক কাজে আপনার বিশেষ দক্ষতা সমাজে প্রশংসিত হবে। সপ্তাহটি আর্থিক দিক থেকে খুব ভালো কাটবে। কোনও ধার্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে মানসিক শান্তি পাবেন। মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা কাটবে।

বৃষ : অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে পারলে এ সপ্তাহে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। বন্ধুবান্ধবের দ্বারা চাকরির খবর পেতে পারেন। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বাইরের খাবার-দাবার এড়িয়ে চলুন। কাউকে কোনও জরুরি কাগজ দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

মিথুন : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আশাতীত সাফল্য মিলবে। আইন, শিক্ষকতা পেশায় সম্মান বৃদ্ধি। বিবাহিত জীবনে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

কর্কট : কাউকে কটুকথা বলে অনুশোচনা হতে পারে। কোনও নিকট আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সংকট কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন। বহুদিন পর কোনও পূর্বপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিসা জটিলতা কেটে যাবে। সাময়িকভাবে কোনও আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে সপ্তাহের শেষভাগে সমস্যা কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

কন্যা : কোনও প্রিয়জনের চেষ্টায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। প্রেমে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির প্রবেশে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। লিভারের রোগে সমস্যা বাড়বে।

তুলা : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হবে এ সপ্তাহে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আপনার কাজ বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় আপনার জয় নিশ্চিত। আগ বাড়িয়ে কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না।

বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয় বৃদ্ধির সুযোগ হবে। সামান্য কোনও কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও ফেলে রাখা কাজে এ সপ্তাহে হাত দিলে সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে।

ধনু : পরিবার নিয়ে সারাসপ্তাহ আনন্দে কাটবে। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। ধর্মীয় বিষয়ে আপনার আগ্রহ গভীর হবে। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন।

মকর : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। পরিবারে কেউ কিছু বলতে চাইলে মন দিয়ে সেটা শুনুন। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহের শেষে সম্পর্ক মজবুত হবে। গলা, ঘাড়ের সমস্যায় চিন্তার কিছু নেই।

কুম্ভ : সপ্তাহের শুরুতেই আয় বাড়লেও খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে কথা বলবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজ শেষ করতে পারবেন।

মীন : আপনার নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। পরিবার নিয়ে ভিনরাজ্যে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ পাবেন। লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এ সপ্তাহে সম্মানিত হতে পারেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, ২০২৫, ৩১ জেঠ, সংবৎ ৪ আষাঢ় বদি, ১৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২০। রবিবার, চতুর্থী দিবা ২।১৮। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১১। ৫২। ইন্দ্রযোগ দিবা ১২।০। বালবকরণ দিবা ২।১৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।৫৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১১।৫২ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-নৈর্ঋতে, দিবা ২।১৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

কিষানসভার রাজ্য সম্মেলন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহারে পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে ফরওয়ার্ড ব্লকের জনসভা। -জয়দেব দাস

কোচবিহার, ১৪ জুন : কোচবিহার শহরে এই প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন হল। পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে সমাবেশ হয়েছে। শনিবার গুঞ্জবাড়ি এলাকায় পঞ্চানন ভবনে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। এদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক রামা রাজু, রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দ রায়, জেলা সম্পাদক দীপক সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সম্মেলন শেষে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুহর আমলে দিনহাটায় একাধিকবার সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত হলেও কোচবিহার শহরে এবারই প্রথম এই কর্মসূচি হল বলে নেতারা জানিয়েছেন। বাম আমলে কোচবিহার জেলাকে ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় বলা হত। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর দলের শক্তি কমতে থাকে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠনের তরফে এখানে রাজ্য স্তরের কর্মসূচি হল।

নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষ ও কৃষকের কথা কেউ ভাবছে না। কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। বাম ঐক্য তৈরি করে আমরাই মানুষের হয়ে কথা বলছি।’

সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, কোচবিহার সীমান্তবর্তী এলাকা। সীমান্তের কৃষকদের চাষবাসের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। সেক্ষেত্রে বিএসএফ-কে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। অতিবৃষ্টি, ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হলেও ক্ষতিপূরণ মেলে না বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে লোডশেডিংয়ের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় সেচের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ছেন কৃষকরা। এসব সমস্যা মেটাতে সংগঠনের তরফে লাগাতার আন্দোলনের কথা জানানো হয়েছে। শাখা সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনের আগে ফরওয়ার্ড ব্লক কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, বোস, বয়স ৩৪, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/116768)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/116812)

■ M.A. (Eng.), সুশ্রী, 5'-7"/25+yr. পাত্রীর জন্য Govt./Businessman/নমঃ প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 9832783773. (C/116783)

■ বারুজীবী, B.A./Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/115588)

■ ইসলামপুর নিবাসী, কায়স্থ, দেবারিগণ, 26 বছর, তুলা রাশি, বিএ, বিএড ভূগোল। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7602635167. (C/116794)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., 33+/5'-2", Graduate, বর্তমানে Tax Consultancy-তে কর্মরত। পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36-40'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী লাগবে। নরগণ বাদে। Ph.No. 8927699055. (C/116904)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", B.Sc., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9475104668. (K/D/R)

■ রাজবংশী, ৩১/৪'-১১", M.A., B.Ed., সুশ্রী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী (Group-B), পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. 8509163848 (7-10 P.M.). (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, 29/4'-11", পাত্রীর জন্য ইস্যুলেস, শিক্ষিত, চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। Ph : 6296453282/9635070617. (C/115966)

■ পাত্রী রাজবংশী, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৩", বয়স ৩১, B.A.Pass, একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 7430862515. (C/116903)

■ বারুজীবী, 29/5'-4", B.Sc., B.Ed. পাশ, প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8759930782. (M/M)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ পঃ বঃ মুখার্জী, ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, কন্যা, দেবারি, একমাত্র কন্যা, 27/5'-3½", পাত্রী সুশ্রী, ফর্সা, B.E. ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স MNC-তে কর্মরতা। বাড়ি উঃ দিঃ, পঃ বঃ এবং ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র। সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। অনূর্ধ্ব 33, মহারাষ্ট্রের যে কোনও জায়গায় কর্মরত অগ্রগণ্য। (M) 9434245648. (C/116909)

■ শীল, 28, M.A., B.Ed., 4'-11", ফর্সা, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 8101481661. (C/116915)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", M.A., B.Ed., শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। 8389988877, 8617473211. (C/115967)

■ 32+/5'-3", M.A., B.Ed. (ভূগোল), বেঃ সঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9064021249, 8944051857. (C/116614)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", ঘরোয়া, পরমা সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। 9734488968. (C/116817)

পাত্র চাই

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116612)

■ বৈশ্য, 29+/5'-1", MBA, (B.Sc. গোল্ড মেডেল), ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর সুপাত্র কাম্য। (M) 8101023239. (C/116819)

■ কর্মকার, 26/5'-6", শিলিগুড়ি বেসরকারি হসপিটালে চক্ষুপরীক্ষক, সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ, 31-এর মধ্যে 5'-6"-এর ঊর্ধ্বে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় স্থায়ী সরকারি/উচ্চ বেসরকারি কোঃ কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9832047269. (C/115590)

■ EB, ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য্য), 27+/5'-5", কাশ্যপ/দেবারি, MCA & IT, MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য দাবিহীন, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উঃ বঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 8250602844. (C/116819)

■ পাত্রী General, 28/5'-3", B.A., DOB State Bank-এ কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/116817)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, গানজানা, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/116817)

■ ব্রাহ্মণ, 24/5'-3", B.Sc., সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/116817)

■ ব্রাহ্মণ, ২৬/৫', এমএ (ইংরেজি), বিএড, সংস্কৃতিমনস্কা, প্রকৃত সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। (M) 9434152305. (C/116818)

■ মণ্ডল, নমশূদ্র, ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চতা ৫'-২"/২৫, B.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট নামী কোম্পানিতে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত আসবাবপত্র কারিগর ও মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রাইভেট নামী কোম্পানিতে কর্মরত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7047849489 (8 A.M. to 11 A.M.). (C/116922)

■ বহরমপুর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27+, B.A. পাশ, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475924477. (C/116816)

■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার নিবাসী, 24/5'-3", B.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, গান জানা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। Caste no bar. 9734485015. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, ইংলিশ M.A., পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116817)

■ জন্ম ১৯৯৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116817)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩+, M.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116817)

■ ১৯৯০ সালে জন্ম, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। সরকারি ব্যাংক-এ চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116817)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০/৫'-৩", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 9002320764. (K)

■ বিএ পাশ, ৩২/৫'-৪", পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী ৩৮-এর মধ্যে শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। মোঃ 8509412903. (C/116918)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত বিভাগে চাকরিরতা। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/116817)

■ 45, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, সঃ ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 6289033869. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-3", M.A., D.El.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, একমাত্র কন্যার সুপাত্র কাম্য (স্বঃ/অসবর্ণ চলবে)। (M) 9609866308. (C/116623)

■ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, ২৫/৫'-৩", বিএ, ডিএলএড, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, ব্যাংকে কর্মরতা (কন্ট্রাঃ) পাত্রীর জন্য উঃ বঃ নিবাসী, সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 9635580368. (C/116929)

পাত্র চাই

■ বয়স 56, বিধবা, হাইস্কুল শিক্ষিকা, পিতা-মাতাহীন পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 6289645809. (K)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), M.A., B.Ed., 35/5'-3", সুশ্রী। উপযুক্ত স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, 38 মধ্যে পাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832056340. (C/115592)

■ পাত্রী কায়স্থ, 38/5', B.Sc., চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Tel.No. 09232631190 (রাত্রি-9টা)। (C/116820)

■ 29, ঘরোয়া, M.A., D.El.Ed., পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6289645809. (K)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Tech., গঃ ব্যাংকে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 8653243203. (C/116817)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, ৩০, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত. এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ ২৮/৫'-৩", M.A., B.Ed., Tet পাশ, ফর্সা, স্লিম পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী, শিলিঃ, জলঃ মধ্যে পাত্র চাই। 8250691836. (C/116625)

■ পাত্রী আচার্যী, DOB : 19.04.1993, একমাত্র মেয়ে, রেলওয়ে কর্মরতা, পিতা রিটায়ার্ডম্যান, B.A. পাশ, নামমাত্র ডিভোর্সি, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9832056340. (C/115593)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বারুজীবী, 27+/5', B.Sc., ফর্সা, সুশ্রী, পিতা Retd. Central Govt., মাতা গৃহবধূ, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9650776723. (C/116626)

■ সাহা, 34/5'-8", MBA, সরকারি চাকরিরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/116817)

■ কুলীন কায়স্থ, 32/5'-8", সরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 6295805062. (C/116819)

■ বয়স-৩৩/৫'-৯", শিক্ষিত, সুদর্শন, কায়স্থ, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832330475. (C/116919)

■ বারুজীবী, 36+, M.A., B.Ed., 5'-7", (গৃহশিক্ষকতা, ব্যবসা), পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8927704655, ময়নাগুড়ি। (S/C)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 33/5'-4", স্নাতক, শিলিগুড়ি বাড়ি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কর্মরত, বাড়িতে মা এবং ছেলে। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, কায়স্থ চলিবে। Ph : 9832412161. (C/113518)

■ ব্রাহ্মণ, বেসরকারি চাকরি, ডিভোর্সি, জন্ম ১/৫/৭৬, রাক্ষসগণ। পিতা পেনশনার। (৩৫-৩৯), ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। ফোন- ৭০২৯১৫৭৯১৭. (C/116920)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116816)

■ নাথ, 33/5'-8", Ph.D. Govt. College-এর অধ্যাপক পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9593965652. (C/116817)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-8", M.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 7407777995. (C/116817)

■ পাত্র (ডিভোর্সি), 39+/5'-10", ব্রাহ্মণ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। জাতপাত বাধা নেই। 35-এর নিচে স্নেহশীল ও ভদ্র কন্যা প্রার্থিত। যোগাযোগ : (M) 8582881680 (W). (K)

■ বয়স ৩৪+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র সেন্ট্রাল গভঃ (IOCL) উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116817)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ বাঙালি হিন্দু, ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৪, গভঃ-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফাইন্যান্স-এ কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তানগ্রহণে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/116817)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৩+, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116817)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল টিচার। এইরূপ দাবিহীন পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116817)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/116817)

■ কায়স্থ, ২৯/৫'-৭", মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ITI(PTP) প্রিন্সিপাল, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা ২৮, জেনারেল কাস্ট, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 8918399029, 9564751650. (C/116927)

■ 48, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, রেলওয়েতে কর্মরত, পিতা মৃত, মাতা পেনশন পান। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9330376738. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, বয়স ২৮/৬', বর্তমানে মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত। ঘরোয়া, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র ৩-৬ মাস বিদেশে কর্মরত থাকে। যারা ইচ্ছুক তারাই একমাত্র যোগাযোগ করবেন। (M) 9134092130. (C/116622)

■ জলঃ নিবাসী, Gen., ৩১+/৫'-৫", বিটেক (ইঃ) CBSC, H.S. স্কুলে কর্মরত, পিতা WBSEDCL (P.A), মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9547403679. (C/116621)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন, 44+/5'-6", অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। নিজস্ব দোকান আছে, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7047683370. (C/116603)

■ পাত্র ডাক্তার, MDS অধ্যাপক, 31+/5'-10", ডেন্টাল সার্জন, নাথ (পণ্ডিত, ভৌমিক, মজুমদার)। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। মোঃ 9614721700. (C/115969)

■ কায়স্থ, 28+/5'-7", MS (IIT) MNC (R&D) Bengalore-এ কর্মরত, দেবগণ পাত্রের জন্য M.Sc., B.Tech., B.Sc., M.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474089745, 9434493545. (C/116819)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দ্বিতল বাড়ি, সর্বধর্মে উদার মানসিকতা, 47/5'-7", পিছুটানহীন, ডিভোর্সি, সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 9980569308. (C/116820)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, জেনারেল, সাহা, 31/5'-7", B.Tech., Civil, PGDM Tata কোম্পানিতে Asst. ম্যানেজার, Mumbai-তে কর্মরত। পিতা Retd. রেলওয়ে অফিসার। মাতা Retd. শিক্ষিকা। ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। দেবারি/মাঙ্গলিক ব্যতীত। (W) 9800939203/(W) 9474760990. (C/116820)

■ মাহিষ্য, 32+/6'-2", নর, B.Tech., B'lore কর্মরত, যে কোনও কাস্ট, ইং-মাধ্যম B.Sc./M.Sc./কর্মরতা পাত্রী চাই, দুর্ঘটনাক্রমে বাম চোখ ক্ষতিগ্রস্ত। (M) 9933011143. (K)

■ কায়স্থ, সরকার, 36/5'-6", পেশা স্কুলের নার্সারি ও গাড়ির ব্যবসা, মাধ্যমিক ব্যাক, পিতা পেনশনার, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ। 7699172636. (C/116796)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ 30/5'-5", বণিক, প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি কোম্পানির ম্যানেজারের জন্য ফর্সা, শিক্ষিতা, ২৫-এর মধ্যে পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকেরা যোগাযোগ করবেন। (M) 9733245782. (B/B)

■ SC/ST বাদে কর্মকার বা অসবর্ণ পাত্রী চাই। একমাত্র পুত্র, কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর, MCA, M.Tech., ৫'-৯½", সুদর্শন, বয়স ৩৬, বার্ষিক আয় ১৫ লাখ PA, শিলিগুড়ি শহরে দুটো বাড়ি, গাড়ি ও সোনার ব্যবসা। প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। প্রকৃত সুন্দরী ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। কোনও দাবি নেই। 9434208290. (C/116916)

■ পাত্র সাহা, MBA, 36/5'-10", সুদর্শন। Computer-এ বিভিন্ন কাজ, একমাত্র পুত্র। পিতা Rly. (Rtd.), স্বঃ/অসবর্ণ যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9775857416. (C/113517)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36/5', ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, রিটায়ার্ড অফিসারের (নিজস্ব বাড়ি), একমাত্র পুত্র, মাধ্যমিক, বেসরকারি চাকুরে। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811, 9733301192. (S/N)

■ কোচবিহার, জেনারেল, 34/5'-5", B.A. পাঠরত, বেসরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9002902482. (C/115965)

■ শিলিগুড়ি, ঘোষ, 33/5'-6", নরগণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9531741599, 8927227768. (C/116798)

■ কায়স্থ, 31+/5'-5", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ইলেক্ট্রিক কাজে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9641350823. (C/115589)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

পাত্রী চাই

■ ২৮/৫'-৮", মুদি ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, ঘরোয়া, সুশ্রী, নমশূদ্র পাত্রী চাই। 7908136176. (C/116908)

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা-ডাঃ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, একমাত্র ছেলের সুশ্রী, শিক্ষিতা, সাহা পাত্রী কাম্য। (M) 6291238826. (C/115968)

■ নমশূদ্র, 24/5'-9", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দর, স্মার্ট, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, দোতলা বাড়ি, গাড়ি, জমি, আর্থিক অবস্থা ভালো, পাত্রের জন্য (19-22)-এর মধ্যে স্মার্ট, ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, B.A. পাশ বা B.A. পাঠরতা পাত্রী চাই। (M) 7063875234. (C/116820)

■ পাত্র নামমাত্র ডিভোর্সি, 34+/5'-6", M.Tech. 1st class, Electrical Engineer, Jadavpur University. কেন্দ্রীয় সরকারি Executive Engineer কর্মরত। বিস্তারিত তথ্য যোগাযোগ মাধ্যমে। (M) 8145874362. (C/116909)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9432190886. (A/K)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 35/5'-4", MBA, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8101287571 (6 P.M. - 9 P.M.). (B/S)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, মকর রাশি, নরগণ, ৩৩ বছর, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া, ২৬-৩০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : ৯৬০৯৭৮৭৫১০. (K)

■ সাহা, ৩৩+/৫'-২", B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8170853981. (K)

■ ৩৫ বৎসর, ডিভোর্সি, MCA, Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910371316. (K)

■ Delhi Govt. H.S. School-এর English Teacher, Central Govt. Pay Scale. ৩১ বছর, ৫'-৮", নর, কায়স্থ, কাশ্যপ, একমাত্র ছেলে। সুশ্রী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স অগ্রগণ্য। 9434069056. (C/116616)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩+, বিটেক, হাইস্কুল টিচার (ভোকেশনাল)। পিতা Retd. শিক্ষক। শিক্ষিত ও সুন্দরী কাম্য। (M) 8116650945. (C/116609)

■ কায়স্থ, 5'-8"/29, MR পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 24, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8101878808, 9832082666. (B/B)

■ EB, বৈশ্য সাহা, খড়দহ, 30/6ft., B.Tech., MNC-তে (Kol.) কর্মরত। নেশাহীন, একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি। শিক্ষিতা, ফর্সা, স্লিম পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 7 P.M. to 10 P.M. (M) 7001815496.

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ রাজবংশী, বর্মন, 35/5'-4", স্ত্রী মৃত, H.S., ITI পাশ। হোলসেল গালামালের দোকান। দ্বিতল বাড়ি, গাড়ি আছে। কোনও দাবি নেই। কুমারী পাত্রী চাই। গরিব হলেও চলবে। (M) 8972201287. (K/D/R)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য। শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

■ কায়স্থ, ৩৫/৫'-১০.৬", M.Com., Corporate Noida কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ৯৪৩৪১৮১৪৯৯. (C/116787)

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 33/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/116791)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116802)

WE TEACH OUR PROBLEM SOLVERS
HOW TO ADAPT TO NEW SITUATIONS.
That's why we have so many rankers this year too.
NEET 2025 format was not just different, it was tough too. But be it new formats or new challenges, Aakashians have proven yet again, that when you learn the skill of problem solving you can ace any test.
Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
675/720 AIR 10 AARAV AGRAWAL 1 YEAR CLASSROOM
680/720 ALL INDIA FEMALE TOPPER AIR 5 AVIKA AGGARWAL 3 YEAR CLASSROOM
682/720 AIR 2 UTKARSH AWADHIYA 3 YEAR CLASSROOM
681/720 AIR 3 KRISHANG JOSHI 3 YEAR CLASSROOM
675/720 AIR 9 HARSH KEDAWAT 1 YEAR CLASSROOM
OUR STAR PERFORMERS FROM WEST BENGAL CENTRES
WEST BENGAL TOPPER
670/720 AIR 16 Rachit S Chaudhuri 2 Year Classroom
666/720 AIR 20 Rupayan Pal 1 Year Classroom
644/720 AIR 106 Anshuman Swain 2 Year Classroom
643/720 AIR 110 Neehar Haldar 2 Year Classroom
630/720 AIR 254 Tanmoy Pati 2 Year Classroom
615/720 AIR 610 Debjit Roy 2 Year Classroom
615/720 AIR 630 Priyadarshini Kar 2 Year Classroom
614/720 AIR 668 Aniket Brahma 2 Year Classroom
612/720 AIR 725 Subhrojit Paul 2 Year Classroom
611/720 AIR 744 Shrotoshwini Aarushi Sanyal 2 Year Classroom
610/720 AIR 783 Debajyoti Chatterjee 2 Year Classroom
610/720 AIR 792 Animesh Kr Hota 2 Year Classroom
610/720 AIR 810 Ankan Mondal 2 Year Classroom
608/720 AIR 888 Rick Banerjee 2 Year Classroom
607/720 AIR 941 Soham Paik 2 Year Classroom
& many more...
Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.
TO EVERY Aakash TEACHER — THANK YOU FOR BEING OUR STUDENTS' PROBLEM-SOLVERS, MENTORS, AND UNWAVERING SUPPORT.
ADMISSIONS OPEN
Repeater / Dropper Batches
(XII Passed Batches)
NEET / JEE 2026
Get Up to 90% Scholarship**
Appear for instant Admission cum Scholarship Test (iACST). Register for FREE
Visit: iacst.aakash.ac.in
Hurry! Batches Filling Fast
SCAN TO APPLY
**Terms & Conditions apply. The maximum iACST scholarship for the Regular Classroom Course (RCC) is up to 90%. However, this scholarship is limited to a maximum of 60% for the NEET repeater courses.
CLASS 12th Studying Students 1 Year Integrated courses for NEET / JEE
CLASS 11th Studying Students 2 Year Integrated courses for NEET / JEE
CLASS 8th–10th Studying Students Integrated courses for School Boards / Olympiads
Visit Your Nearest Centre: Bankura | Durgapur | Howrah | Kharagpur | Kolkata Barrackpore | Bansdroni | Central | North (Med. Wing) | North (Engg. Wing) | South (Med. Wing) | South (Engg. Wing) | Siliguri | Tamluk | Asansol-IC | Behrampur-IC | Burdwan-IC | Malda-IC
SCAN FOR NEAREST BRANCH
HELPLINE: 8800013151
VISIT: aakash.ac.in
Scan to Download Aakash App
Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

রোগপোকার হামলায় লাল হয়ে যাচ্ছে কাঁচা পাতা।

উদ্বেগ বাড়িয়েছে লুপার
পোকা ও রোগের থাবা চা বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ জুন : চা বাগানের 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত লুপার পোকা উদ্বেগ বাড়িয়েছে ডুয়ার্সে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হেলোপেলটিস, রেড স্পাইডার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো পোকামাকড় সহ ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট ও রেড রাস্টের মতো রোগ। সম্প্রতি চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির গত মে মাসের উৎপাদন ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে ওই সমস্ত রোগপোকার কথা উল্লেখ রয়েছে। চা বণিকসভাগুলিও টিআরএ-র পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে।

টিআরএ জানাচ্ছে, লুপারের হামলা সবচেয়ে বেশি কালচিনি ও বিন্নাগুড়ি সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিতে। ডামডিম, চুলসা, নাগরাকাটা, দলগাঁও, জয়ন্তী সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিও লুপার তাণ্ডবের বাইরে নয়। মোট ৭টি সাব-ডিস্ট্রিক্টের বাগানেই হেলোপেলটিস, রেড স্পাইডার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো পোকামাকড়ের হামলা দেখা গিয়েছে। সঙ্গে বাড়ছে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো নানা রোগ। এমন আবহেও টিআরএ-র রিপোর্টে আবার মে মাসের উৎপাদন বাড়ার বার্তাও রয়েছে। গত বছরের মে মাসের চেয়ে এবার উৎপাদন প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছে বলে টিআরএ তাদের সদস্যভুক্ত বাগানগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছে।

যদিও চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ) এর সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'এবার বাগানগুলিতে রোগপোকার হামলার বহর এককথায় নজিরবিহীন। বহু বাগানের উৎপাদন একধাক্কায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে। টিআরএ তাদের রিপোর্টে মে মাসের উৎপাদন বৃদ্ধির যে তথ্য জানিয়েছে, তা থেকে বাস্তবচিত্র কিন্তু আলাদা। কিছু বাগানকে ধরে ওই তথ্য। কাগজে-কলমে বিষয়টি হয়তো ঠিক।' একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, গতবার মে মাসের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'পোকা দমনে যে সমস্ত অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে সেগুলি এখন আর কাজ করছে না। ফলে সমস্যা দিন-দিন জটিল আকার ধারণ করছে।'

সমস্যা কোথায়

- লুপারের হামলা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কালচিনি ও বিন্নাগুড়ি সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিতে
- ডামডিম, চুলসা, নাগরাকাটা, দলগাঁও, জয়ন্তী সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিও এর বাইরে নয়
- সঙ্গে বাড়ছে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো নানা রোগ
- এমন আবহেও টিআরএ-র রিপোর্টে আবার মে মাসের উৎপাদন বাড়ার বার্তাও রয়েছে

পর্যটনের বিকাশে প্রস্তাব

বালুরঘাট, ১৪ জুন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে একাধিক ঐতিহ্যবাহী স্থান। যেখানে রয়েছে মহিপাল দিঘি, বানগড়, শমীবৃক্ষ, আতা শাহের দরগা, দুর্গাবাহিনী মন্দির, হিলি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর সহ একাধিক দ্রষ্টব্য স্থান। কিন্তু জেলার বাইরের মানুষের কাছে এখনও এইসব এলাকার অধিকাংশ অজানাই থেকে গিয়েছে। এবার সেগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রস্তাব গেল দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে। আঙ্গিনা বার্ডস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন সমিতির তরফে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে জেলায় পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লিখিত আবেদন করেছেন সমিতির সম্পাদক তথা পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ বসাক।

তাঁর কথায়, 'ঐতিহাসিক স্থানগুলির সংস্কার করা হলে পর্যটকরা আকৃষ্ট হবেন। বাইরে থেকে জেলায় পর্যটক আসলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। স্থানীয় স্তরে গাইড হিসেবে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে।'

ডাঃ বি সি রায় কৃতী সম্মান

নিউজ ব্যুরো

১৪ জুন : দুর্গাপুরের ডাঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাদের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে 'ডাঃ বি সি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫' আয়োজন করেছে। সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসে দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে ওই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে 'গাছবাবা' হিসেবে পরিচিত পদ্মশ্রী দুখু মাঝিকে সম্মান জানানো হয়। তিনি পুরুলিয়াজুড়ে গাছ লাগিয়েছেন। বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চকে ওই সম্মান দেওয়া হয়। এছাড়া, দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সেক্রেটারি ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী ও 'গাছদাদু' নামে পরিচিত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করা হয়।

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T No. WB/APD-I/ BDO-ET/01/2025-26 (2nd Call), Dt. 13/06/2025. Last date and time for bid submission-23/06/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer, Alipurduar-I Development Block

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO BANARHAT/EO/NIT-001/2025-26. Last date of online bid submission 28/06/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO : BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26 (3rd Call). Last date of online bid submission 28/06/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইয়ার্ডের উন্নতি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিএসকে/ইএনজিজি/২৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেম নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এডিইএন/শিমলুগুড়ির আওতাধীন আমগুরি-ভোজো (ঐ) এবং সাপেখাতী থেকে শ্রীপুরিয়াগাও (ভটি) এর ইয়ার্ডের উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ১২,৯৭,৭৯,২২৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৯৮,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ১৫-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: ... বায়নার অর্থ: ২,৩৫,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জিরিবাম-ইম্ফল নতুন বিজি লাইন প্রকল্পের নির্মাণ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/জে-আই/ইম্ফল/২০২৫-২৬/০১, তারিখ: ১১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... খোলার তারিখ ও সময়: ১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. সিই/কন-৩/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে এসির ব্যবস্থা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/২০_২০২৫/কে/৩১১; তারিখ: ১২-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ২০_২০২৫; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের স্টেশন মাস্টার চেম্বার/কক্ষে এসি সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৬৩,৩৩,৯১৫/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,২৬,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১০-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং : ১৪-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : "এডিইএন-II-নিউ কোচবিহারের আওতাধীন এসএসই/পি.ওয়ে/মাথাভাঙ্গা-এর কিমি ২৩/০-৮৮/৫ থেকে নিউ চ্যাংরাবান্ধা - নিউ কোচবিহার সেকশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ।" টেন্ডার মূল্য: ২,৪০,৫০,০৫৫.১৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহারে আইওটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/১৮_২০২৫/কে/৩১০ তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৮_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলেঃ কাটিহার মণ্ডলের সাধারণ বৈদ্যুতিক সম্পদ যেমন লিফ্ট, এস্কালেটর, প্ল্যাটফর্ম লাইটিং (৩০/৭০%), স্ট্রিট লাইট, উপ স্টেশন, পাম্প আদির নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইওটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা (ফেজ-II)। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৫৮,০৪,৭২৪/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,২৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭.০৭.২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭.০৭.২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭.০৭.২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬; তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; টেন্ডার নং. : ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : "নিউ জলপাইগুড়ি-আমবাড়ী ফালাকাটার মধ্যে ২/২-৩ কিলোমিটার দূরে লেভেল ক্রসিং নং এনএন-১ (মানবচালিত)-এ ৪ লেন রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণে"র সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২৪,৮৭,৩৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১
প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং-১, ২ এবং ৩-এর বন্ধ এবং খোলার সংশোধিত তারিখ অনুগ্রহ করে পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বিদ্যমান তারিখ ও সময়		সংশোধিত তারিখ ও সময়	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL BAGRAKOTE
SELECTION OF TEACHERS & STAFF THROUGH LSB (Local Screening Board) 2025

Post	Qualification & Experience
TGT- Social Science, Science & Math	Graduate with 50% marks or Post Graduate with minimum 55 % and B Ed (with the subject in which employment is sought & CTET/TET qualified. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). (Post Graduate & CSB qualification will be preferred).
PRT	Graduate with 50%, 2 years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/B El Ed / B Ed with PDPET/ CTET/TET qualified. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). (CSB, qualification will be preferred).
Counselor	Graduate with Psychology Cert or Diploma in Counseling with min experience of 03 years as Wellness Teacher/Counselor.
Bus Driver	Valid Driver's License: Must hold a valid commercial driver's license (CDL) with Passenger (P) endorsement & School Bus (S) endorsement

Application form for interview is available on School Website (https://apsbagrakote.org) & AWES Website (www.awesindia.com) The application form along with a DD in favour of Army Public School Bagrakote for Rs 250/- Payable at Oodlabari, with attested copies of qualification and experience certificate and recent colour PP photograph to be submitted on or before **25 June 2025** to APS Bagrakote. Incomplete Application forms will not be accepted. The date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates. **(For detailed requisite qualifications, candidates must visit School Website)**
Address: Army Public School Bagrakote, PO-Bagrakote, Dist-Jalpaiguri, Pin- 734501
Mob-8116150600/9475250682 Email: apsbagrakote@awesindia.edu.in Web: https://apsbagrakote.org
Principal, APS Bagrakote

অধিসূচনা
অধিসূচনা সংখ্যা. ই/২৫৪/কিউ/টিচার — তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫
বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন এবং রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়িতে ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার
আবেদন পত্র "অফলাইন মোডে" জমা করতে হবেঃ
বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২৩ জুন, ২০২৫**
নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২৩ জুন, ২০২৫।**
১। **বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিলিগুড়ি জংশন এবং রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়িতে সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিতে** উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালী পদসমূহ পূরণ করার জন্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি **২০০ কর্মদিনের** (দুইশো কর্মদিন) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার জন্যে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীর নিযুক্তি অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারী উপলব্ধতার দ্বারা যেটাই প্রথমে হবে অথবা রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশাবলী অনুসারে এক অংশকালীন ভিত্তিতে হবে।
২। ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে শিক্ষকের খালী পদের বিস্তৃত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

ক্রম সং.	শিক্ষক, বিষয় এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ	সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন					সর্বমোট খালী পদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান
		এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস		
১	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)ঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ						০৭	তারিখঃ ২৬ এবং ২৭ জুন, ২০২৫
(ক)	পিজিটি (ইতিহাস) = ০১	০০	০০	০১	০৬	০০		
(খ)	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান) ০১	সর্বমোট ০৭ টি পদ, ইতিহাসের জন্য ০১, রাজনীতি বিজ্ঞানের জন্য ০১, ভূগোলের জন্য ০১, অর্থনীতির জন্য ০১, রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য ০১, শারীরিক শিক্ষার জন্য ০১ এবং জীববিজ্ঞানের জন্য ০১						
(গ)	পিজিটি (ভূগোল) = ০১							
(ঘ)	পিজিটি (অর্থনীতি) = ০১							
(ঙ)	পিজিটি (রসায়ন বিজ্ঞান) = ০১							
(চ)	পিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ০১							
(ছ)	পিজিটি (জীববিজ্ঞান) = ০১							
২	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)ঃ						০৫	উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৯:০০ টায়
(ক)	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১	০০	০০	০০	০৫	০০		
(খ)	টিজিটি (হিন্দি) = ০২	সর্বমোট ০৫ টি পদঃ ইংরেজির জন্য ০১, হিন্দির জন্য ০২, বাংলার জন্য ০১ এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্য ০১						
গ	টিজিটি (বাংলা) = ০১							
ঘ	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) = ০১							প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার প্রারম্ভের সময় সকাল ১০:০০ টায়
৩	প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি)ঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ						০২	
(ক)	পিআরটি = ০১	০০	০০	০০	০২	০০		
(খ)	পিআরটি = ০১	মোট ০২টি পদঃ পিআরটির জন্য ০২						স্থান এডিআরএম কার্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি
৪	হস্ত শিল্প শিক্ষকঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ							
(ক)	হস্ত শিল্প শিক্ষক = ০১	০০	০০	০০	০১	০০	০১	
		মোট ০১টি পদ: হস্ত শিল্প শিক্ষকের জন্যে ০১						
	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)ঃ							ডকুমেন্ট যাচাইকরণ ও সাক্ষাৎকারের হেতু প্রার্থী রিপোর্ট করার জন্য
১	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১	০১	০০	০১	০২	০০	০৪	
২	টিজিটি (বিজ্ঞান) = ০১	মোট ০৪ টি পদ: ইংরেজির জন্যে ০১, বিজ্ঞানের জন্য ০১, হিন্দির জন্য ০১ এবং শারীরিক শিক্ষার জন্যে ০১						
৩	টিজিটি (হিন্দি) = ০১							
৪	পিটিআই (শারীরিক শিক্ষা) = ০১							
	সর্বমোট পদ	০১	০০	০২	১৬	০০	১৯	

টোকা: যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইতে পারে।
নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহার সঙ্গে সংযোজিত আবেদন পত্রটি প্রার্থীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করার সঙ্গে অনন্তিম রঙীন **ফটোগ্রাফ** এখানে পেস্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন- www.nfr.indianrailways.gov.in এবং http://railwayschools.nfreis.org/
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (পি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
SASHASTRA SEEMA BAL
OFFICE OF THE COMMANDANT
46 BN. SSB MALBAZAR, SALBARI MORE
(Located at Salbari More, Near Jio Petrol Pump)
P.O.- Mal, Distt.- Jalpaiguri (W.B.)-735221
PUBLIC AUCTION
Public Auction of unserviceable Govt. Stores will be held on 18-June, 2025 from1000 hrs. at the location cited above.
All registered Firms/ bidders and individuals who are interested to participate in auction have to deposit Rs. 25000/-(Each Bidder) as earnest money which will be refunded after the completion of auction. For other terms & condition please visit www.ssb.nic.in
Commandant
46 Bn. SSB, Malbazar.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বাবাধাম যাত্রা
লাক্সারি এসি গাড়িতে (টেম্পো ট্রাভেলার, ইনোভা, ডিজায়ার) বাবাধাম, বাসুকিনাথ, তারাপীঠ যাত্রার জন্য যোগাযোগ করুন। ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতা। মো. 9832492567 / 9933367890

জ্যোতিষী
■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116820)

ভাড়া
■ 2 BHK Flat for rent Subhashpally, Siliguri. Phone- 9434874461. (C/116917)

জ্যোতিষী
জ্যোতিষ চেম্বার করাতে ইচ্ছুক সোনার দোকান ও রত্নের দোকান যোগাযোগ করুন
■ জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, বীরপাড়া, মাথাভাঙ্গা। যোগাযোগ- 9635579955. (C/116822)

ভ্রমণ
আন্দামান ধামাকা!
■হোটেল, গাড়ি, ক্রুজ সর্বত্র AC, ভালো খাবার ও বিমান ভাড়া সহ 6 দিনের প্যাকেজ-29,999/-. M : 9674485523. (K)

রক্ষিত স্পেশাল
রানা রক্ষিত পরিচালিত
শিলিগুড়ি-9051185092
কোলকাতা- 9231673895
■ বৈষ্ণোদেবী কাশ্মীর 29/9, 8,29/10, সিমলা মানালী 29/9, 8/10, লাদাখ 16/7,13/8, 22/9, অরুণাচল 28/9, 8/10, চারধাম 5/9, 26/9, 8/10, সপ্ত/তিন জ্যোতির্লিঙ্গ 28/9, 7/10 গুজরাট 3/8, 28/9, 7/10, রাজস্থান 26/9, 8/10, কেরল 27/9, 7/10, মধ্যপ্রদেশ 28/9, 8/10, বোম্বে-গোয়া 28/9, 10/10. (K)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)
■স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+করবেট 28/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল 26/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530.(K)

শিক্ষা
■Private Home Tutor, LLB course, H.S., Pol Science, Legal Studies (CBSE 11-12) Slg. 9832302513. (K)

Spoken English
■স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখানোর ২ মাসের ক্লাস। নিশ্চিত শেখার গাইডেন্স। 9733565180,সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/116817)

কিউনি চাই
■ একজন মহিলার B+ কিউনি চাই। আগ্রহী দাতারা দ্রুত যোগাযোগ করুন- 8918684082/ 8944829081. (C/115591)

লোন
■পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 79086-31473. (C/116817)

পেয়িংগেস্ট
■ দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ব্রহ্মপুরে (কবি নজরুল মেট্রো) সম্পূর্ণ মুসলিম পরিবেশে K.M.C ১১১ নং ওয়ার্ডে মুসলিম ছেলেদের মেস। ৮২৪০৬৮৮৪৮২/৮৯৮১৩০১০৯৭. (C/116817)

বিক্রয়
■ ৫ কাঠা করে ২টি জমি প্লট বিক্রয় হবে। ঠিকানা - কামাতপাড়া, চকটিয়াভিটা MSK School নিকটে। Cont : 9832491896. (C/116820)
■ শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লিতে 1st ফ্লোর 700 sq.ft 2 BHK ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা পুরানো ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। M : 9832123012. (C/116910)
■ লেকটাউনে 3 কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দাম-1.3 CR. দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-8927208668. (C/116716)
■ কামাখ্যাগুড়ি, (আলিপুরদুয়ার) বাজারে 7 ডেসি দোতলা বাড়ি বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9382256802. (C/115964)
■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রামে মাতৃসদনের সামনে এবং মেডিকেল কলেজের নিকটে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রি। M : 9434181429. (C/116819)
■ 225 sq.ft. garage on sale on Aurobindapally main road, Siliguri. 8617485742. (C/116814)

বিক্রয়
■ শিলিগুড়ি উত্তরায়ণে সত্বর 2.50 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। 9163348289/ 9163338085. (C/116617)
■ 2 BHK-850 স্কোয়ারফিট বিক্রয় হইবে, অতি সত্বর যোগাযোগ করুন উকিলপাড়া, সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে। যোগাযোগ - 7908493254. (C/116618)
■ হাকিমপাড়ায় রাস্তার পাশে ৩ কাঠা জমির ওপর দুইতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 9800792551. (C/116925)

কর্মখালি
■ পাঞ্জাবীর শোরুমে অভিজ্ঞ কাউন্টার সেলসম্যান প্রয়োজন। পাঞ্জাবী কুঠি, বিধানরোড, শিলিগুড়ি। মোঃ 7001559388. (C/116928)
■ Vacancy: in Lawyer Chamber, Qualification Bengali graduate having computer knowledge. Contact : 9832337832. (C/116821)
■ শিলিগুড়িতে লটারির দোকানে কাজ করার জন্য ছেলে চাই। বেতন ৬০০০, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 918167086969. (C/113515)
■ শিলিগুড়িতে হোসিয়ারি এবং রেডিমেড ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে কাজের লোক চাই। M - 9832036942/8509841678. (C/116818)

কর্মখালি
■ শিলিগুড়ি থেকে 15 কিমিঃ বাইরে জলপাইগুড়ি যাওয়ার রোডে লাইন ধাবার জন্য ম্যানেজার 1, কুক/হেল্পার 4/5 জন চাই। 8116682530. (C/116817)
■ শিলিগুড়িতে বাড়ির জন্য ভালো রান্না জানা মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া, মাহিনা। M - 7584933225. (C/116821)
■ শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টের জন্য বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ৮০০০/থাকা-খাওয়া ফ্রি। ফোন : 9832543559. (C/116819)
■ Required teachers in a H.S., Co-Ed, Eng. Med. School in Siliguri for Geography and Commerce subject on contractual or permanent basis. Contact and WhatsApp : 9832095754. (C/116821)
■ খেলাধুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যুবক প্রয়োজন। স্পোর্টস বাজার, আলুপট্টি, শিলিগুড়ি। M - 9832360013.(C/116813)
■ বিউটিপার্লারের কাজ জানা মহিলা চাই। মিলনপল্লি। ফোন নং- 7719151421. (C/113514)
■ বেলাকোবা (জলপাইগুড়ি) দোকানের কাজের জন্য পুরুষ কর্মচারী চাই। যোগাযোগ : 7679550172. (C/116620)
■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Com. তে বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। (M) - 9434117292.

কর্মখালি
■ নিউজ পোর্টালে একাধিক রিপোর্টার,ক্যামেরাম্যান, সিনিয়ার সাব এডিটর, ভিডিও এডিটর চাই। ণ্যূনতম স্নাতক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইনে। মেল করুন 24 June, 2025 এর মধ্যে amudaryamedia@gmail.com, হোয়াটস অ্যাপ - 98324-94941. (C/116817)

JOB OPPORTUNITY
■ Front office Asst. cum data entry operators:- 12th pass/ graduates can apply very good knowledge of Excel/ MS word/ power point and excellent typing speed. Pay Scale : As per the industry standard. Interest candidates may apply to E-Mail : vingrg70@gmail.com/ himalayanendeavourhr@gmail.com/ Himalayan Endeavour Group, Siliguri.(C/116819)

Badi Bahen" পরামর্শদাতা হিসেবে যোগ দিন!
■ 30-40 বছর বয়সি মহিলা, ণ্যূনতম H.S. পাশ, গণনা ও কম্পিউটারে দক্ষ, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং মনোভাব, অফিসভিত্তিক কাজ(Rs.10-20000/মাস), NISM সার্টিফিকেট ও ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হতে হবে(খরচ কোম্পানি বহন করবে)। M - 9733154487. (C/116821)

কর্মখালি
■ জলপাইগুড়ি শহরে office-এ কাজের জন্য প্রার্থী প্রয়োজন। 1. MS-Excel & word, 2. Tally, 3. Telecalling, 4. Automobile Engeenering Diploma Holder for workshop. কমপক্ষে 2/3 বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। যোগাযোগ ঃ মাকালী মোটরস, বজরাপাড়া, জলপাইগুড়ি। মো ঃ 9932892281/9832485756. email - dkdasind@gmail.com (C/116619)
■ একটি বিখ্যাত চা কোম্পানিতে সেলসের জন্য পুরুষ ও মহিলা আবশ্যক। মাসিক 8000 টাকা ও কমিশন 3%। সত্বর যোগাযোগ। মো ঃ 97756-71666.(C/116817)

TEACHER REQUIRED
SBP Vidya Vihar (An English Medium School, Dist: Katihar (Bihar) Required Experience PGT/TGT/PRT/NTT Teacher Male/Female Subjects : English, Biology, Geography, Chemistry, Computer, Art Craft and Music. well smart experience Receptionist for Admission desk. Salary Negotiable as CBSE bye-Laws/Norms. Well Furnished Free Accommodation
Walk in Interview
Date :18.06.2025
Time : 10.00AM to 6.00PM
Venue : Hotel Milestone, Check Post, Near Bhaktinagar PS, Siliguri.
Call: +91 87572 32222
Send your Resume:
sbp2k@rediffmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু তরুণের

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুন : বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক তরুণের। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারহাট উত্তর গুরুদেবপুর এলাকায়। মৃতের নাম বিক্রম রায় (২৬)। এদিন বিকেলে আচমকা বৃষ্টি এবং বজ্রপাত শুরু হয় গুরুদেবপুর এলাকায়। আবহাওয়া খারাপ দেখে বাড়ির পাশে একটি ফাঁকা মাঠে গোরু আনতে গিয়েছিলেন বিক্রম। সেই সময় ব্রজপাত হয়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বিক্রমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। পরিবারের দুই সন্তানের মধ্যে বিক্রম ছোট। পারিবারিক জমিতে কৃষিকাজ করতেন তিনি। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মৃতের বাবা রতন রায় বলেন, 'হঠাৎ প্রবল শব্দে বজ্রপাত হয়। এরপর দেখি মাঠের মধ্যে বিক্রম পড়ে রয়েছে। এভাবে ছেলের মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।' জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। রবিবার মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে।

আজ কলকাতা রওনা

নাগরাকাটা, ১৪ জুন : অ্যান্ড্রিউ ইউলের ৪ চা বাগানের বেহাল দশা নিয়ে কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাধীন ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি)-এর সঙ্গে কথা বলতে রবিবার কলকাতা রওনা হচ্ছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা। বানারহাট, কারবালা, নিউ ডুয়ার্স ও চুনাভাটি- এই ৪টি চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের ৫টি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ 'ডুয়ার্স ইউল বাগান বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে ৪০-৪৫ জন প্রতিনিধি কলকাতা যাচ্ছেন।

বাগান বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক আজাদ গোস্বামী বলেন, 'দিনের পর দিন মজুরি বকেয়া। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা গ্র্যাচুইটির টাকাও মিলছে না। সবচেয়ে বড় কথা, বাগানগুলির পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোম্পানি কার্যত হাত গুটিয়ে বসে আছে। চোখের সামনে চা গাছগুলি নষ্ট হতে বসেছে। এর বিহিত করার দাবি জানাব।' শাসকদল প্রভাবিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর জানিয়েছেন, রাজ্যসভার সাংসদ ও আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।

নয়ানজুলিতে লরি

ধূপগুড়ি, ১৪ জুন : জলপাইগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার পথে এশিয়ান হাইওয়েতে শনিবার ধানের চারাবোঝাই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে গাড়িচালক ও খালাসি আহত হয়েছেন। খালাসির আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গার্ডওয়াল ভেঙে গাড়িটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়।

প্রস্তুতি সভা

মৌলানি, ১৪ জুন : ৩০ জুন হুল দিবস। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিয়ালি সিধো কানহো আদিবাসী কালচারাল ক্লাব প্রতি বছরই হুল দিবস পালন করেন। এবারও বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে ওই ক্লাব। এই উদ্দেশ্যে শনিবার ক্লাবে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সম্পাদক রামকুমার মুর্মু জানান, সেদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা হবে। হুল দিবস নিয়ে আলোচনাচক্র আয়োজনের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সন্তানকে বাঁচাতে জলাধারে ঝাঁপ

গোপাল মণ্ডল

ছবি- এআই

বানারহাট, ১৪ জুন : প্রচণ্ড গরমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেনাছাউনি এলাকায় জল খেতে এসেছিল হাতির শাবক। হঠাৎ জলাধারে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে থাকে সে। এদিকে, শাবককে বাঁচাতে ছুটে আসে মা-ও। তবে বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। এরপর সেই জলাধারে পড়ে যায় মা হাতিটিও। দুই হাতির চিৎকারে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আওয়াজ পেয়ে আশপাশ থেকে বেরিয়ে আসে তাদের সঙ্গীরা। ব্যাস, তারপর আর কী? জলাধার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সেই হাতির পাল। এই অবস্থায় শাবক সহ মাকে বাঁচাতে নাভিশ্বাস অবস্থা বনকর্মীদের।

বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথের কথায়, 'শাবকটির বয়স প্রায় ৬ মাস। এদিন মা ও শাবকটিকে উদ্ধার করে হাতির দলের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলে ফেরাতে প্রথমে একটু সমস্যা হচ্ছিল। পরে দলের সদস্যরাই তাদের ফিরিয়ে নেয়। তবে উদ্ধারের সময় মা হাতিটি উঠে পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের শাবকটি উদ্ধারে কোনও সমস্যা তৈরি করেনি। আমাদের অনুভব সেও চাচ্ছিল শাবককে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিই।'

> এদিন মা ও শাবকটিকে উদ্ধার করে হাতির দলের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাবকটি উদ্ধারের সময় মা হাতিটি পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কোনও সমস্যা তৈরি করেনি।
>
> **হিমাদ্রি দেবনাথ,** রেঞ্জ অফিসার, বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা

শুক্রবার রাতে রেতির জঙ্গল থেকে হাতির দল বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনিতে ঢুকলে সেখানে সেনার জন্য তৈরি করা জলাধারে জল খেতে যায় এক শাবক।

জল খেতে গিয়ে শাবকটি চারদিক উঁচু করা কূপের আকারে বানানো সেই জলাধারে পড়ে গেলেই ঘটে বিপত্তি। শাবকের কান্নায় মা হাতিটি তাকে বাঁচাতে যায়। পাশ থেকে শুঁড় দিয়ে শাবকটিকে ওঠাতে চেষ্টা করে দীর্ঘক্ষণ। কিন্তু তা না পেরে শাবকটিকে বাঁচাতে মা হাতিটি জলাধারে নেমে পড়ে। এরপর মা ও শাবক দুজনেই জলাধার থেকে ওঠার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কিছুক্ষণ তা দেখে দলে থাকা একটি দাঁতাল তাদের উদ্ধার করতে জলাধারে গেলে সেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ, গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন, সহকারী বিভাগীয় বনাধিকারিক রাজীব দে সহ স্থানীয় মোরাঘাট নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা।

বন দপ্তর আর্থমুভার এনে হাতির দলকে সরিয়ে সেই জলাধারের পাড় ভেঙে দিলে প্রথমে মা হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর হাতিটি উঠে পাশে দাঁড়িয়ে বনকর্মীদের সুযোগ করে দেয় শাবকটিকে উদ্ধারের জন্য। এরপর আর্থমুভার দিয়ে শাবকটিকে কূপ থেকে উদ্ধার করে। বন দপ্তর ও সেনাছাউনির জওয়ানদের দীর্ঘ এক ঘণ্টার চেষ্টায় মা-শাবক দুজনকে উদ্ধার করে ফের হাতির দলের কাছে পৌঁছে দিলে স্বস্তি ফিরে পায় সকলে। হাসি ফোটে বনকর্মী ও সেনাছাউনির কর্মীদের মুখেও।

পৃথক বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের দাবি

চালসা, ১৪ জুন : হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর হানা রুখতে মাটিয়ালি ব্লকের জন্যে পৃথক বন্যপ্রাণ স্কোয়াড গঠনে বনবস্তির বাসিন্দারা দাবি জানালেন। শনিবার খুনিয়া স্কোয়াডের উদ্যোগে মাটিয়ালি ব্লকের চালসা রেঞ্জের উত্তর ধূপঝোরা সাউথ ইনডং বনবস্তি এলাকায় মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রোধে সচেতনতা শিবির হয়। এদিনের শিবিরে বনাধিকারিকদের কাছে পৃথক স্কোয়াড গঠনের দাবি জানানোর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর হানায় ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

পানঝোরা জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় মাঝেমধ্যে হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণী সাউথ ইনডং বনবস্তি এলাকায় ঢুকে পড়ে। হাতির হানায় ঘরবাড়ি নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। এখন বুনো শুয়োর নিয়মিতভাবে এলাকায় ঢুকে পড়ছে। এদিকে একসঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী বের হলে একটি স্কোয়াডের পক্ষে সব জায়গায় গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। মাটিয়ালি ব্লকের নানা জায়গায় হাতি, চিতাবাঘ, বাইসন সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী হানা দিচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দা হরিনাথ ওরাওঁ বললেন, 'মাটিয়ালি ব্লকের জন্য পৃথক বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের দাবি দীর্ঘদিনের। এদিন বনাধিকারিকদের কাছে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ফেন্সিং দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে।' শিবিরে উপস্থিত গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বললেন,

'মাটিয়ালি ব্লকের জন্য পৃথক বন্যপ্রাণ স্কোয়াড গঠনের প্রস্তাব ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে।' খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে, গরুমারা নর্থের রেঞ্জ অফিসার নীলাদ্রিকিশোর রায়, পানঝোরার বিট অফিসার শংকর ওরাওঁ প্রমুখ এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

একদিনেই ঢিলে নজরদারি

নোনাই, মূর্তি নদীতে অবাধে চলল স্নান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ জুন : একদিনের মাথাতেই ঢিলেঢালা নজরদারি। ডুয়ার্সের ডায়না ও জলঢাকা নদীতে স্নান করা আটকাতে প্রশাসনের নজরদারি থাকলেও, নোনাই থেকে মূর্তি নদীতে শনিবার স্নান চলল অবাধে। যার জেরে ফের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে আগামীতে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন নদীতে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ডও লাগানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

সপ্তাহখানেক ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। গত বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার ডায়না নদীতে ভেসে গিয়ে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। দিনকয়েক আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়িতে জলঢাকা নদীতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় এক তরুণের। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শুক্রবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নজরদারি চালায় পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন স্থানে নদীতে স্নান করতে নেমেছিল এমন অনেকজনকে নদী থেকে উঠিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি

প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে মূর্তি নদীতে স্নান।

তাঁদের সতর্ক করা হয়। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই উধাও প্রশাসনের নজরদারি। ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে এদিন অবাধে স্নান করেছে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সকলে। শুক্রবার মূর্তি নদীতে স্নান বন্ধে যৌথ অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ, বন দপ্তর ও যৌথ বন সুরক্ষা কমিটি। শনিবার সকাল থেকেই মূর্তি নদী ছিল খালি। তবে দুপুরে অনেককেই ফের মূর্তি নদীতে স্নান করতে দেখা যায়।

২০১৮ সালেও এই মূর্তি নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় জলপাইগুড়ির জেলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন বাপ্পা সাহা। কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয় মূর্তি ব্রিজের নীচ থেকে। তারপর থেকে বেশ কয়েকবার মূর্তি নদীতে স্নান বন্ধে প্রশাসনের তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এক-দু'দিন যেতে না যেতেই ফের একই চিত্র ধরা পড়ে।

পাহাড়ি খরস্রোতা নদী মূর্তি। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হলে যে কোনও সময় মূর্তিতে জল বেড়ে যেতে পারে। ঝুঁকি অগ্রাহ্য করেই মূর্তিতে এই স্নান বন্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক সেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। ডুয়ার্সের মোড়াঘাট রেঞ্জের নোনাই, গড়াতি সহ আংরাভাসা নদীতেও দলবেঁধে শিশু সহ বড়দের স্নানের হিড়িক লক্ষ করা যায় এদিন। নাগরাকাটা ব্লকের জলঢাকা ও ডায়না নদীতে এদিনও প্রশাসনের নজরদারি ছিল। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশানপ্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'সব নদীতে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। এদিনও মহকুমার বিভিন্ন নদীতে নজরদারি ছিল। পুলিশের নজর এড়িয়ে আগামীতে কেউ নদীতে স্নান করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।'

গ্রেপ্তার চালক

বানারহাট, ১৪ জুন : বানারহাটের চামুর্চি মোড়ে ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়কে শনিবার মদ্যপ অবস্থায় এক ছোট গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে বানারহাট থানার পুলিশ। পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে।

বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই চালককে গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সড়কে এমন অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূলের সভা

লাটাগুড়ি, ১৪ জুন : লাটাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও লাটাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাংগঠনিক বুথ সভা অনুষ্ঠিত হল লাটাগুড়ির ২০/২৪৩ নম্বর বুথের ক্রান্তি মোড়ে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিটি বুথে বুথে এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

এদিনের সভায় সংগঠনের ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়, তৃণমূল নেতা জগবন্ধু সেন, আফিজ উদ্দিন আহমেদ ও আবদুল কাদের সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

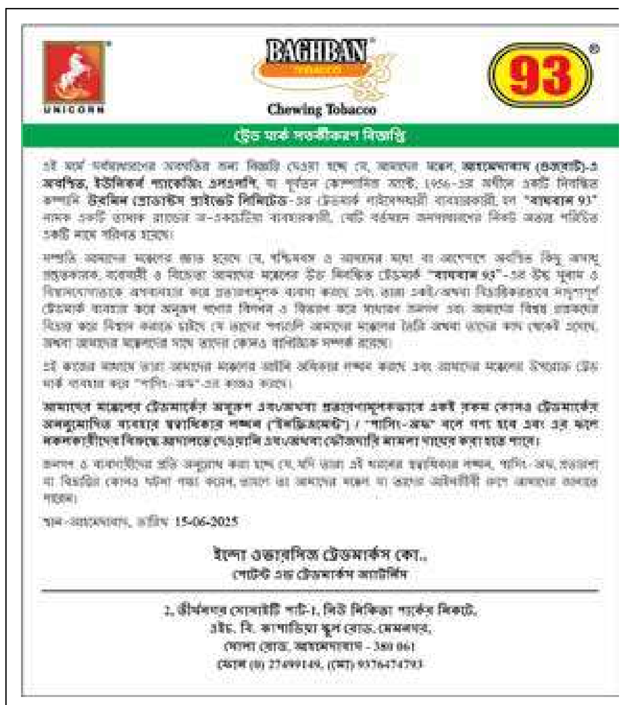

চার বছরেও চালু হয়নি কর্মতীর্থ ভবন

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৪ জুন : প্রায় চার বছর আগে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রান্তি হাটে কর্মতীর্থ ভবন তৈরি হয়। অথচ সেটি আজও চালু হয়নি। বাধ্য হয়েই ক্রান্তি হাটের ব্যবসায়ীদের রোদে পুড়ে, জলে ভিজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দোকানপাট চালাতে হচ্ছে। বিকিকিনি তুলনায় অনেক কমেছে। অবিলম্বে কর্মতীর্থ ভবন চালু না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ক্রান্তি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বণিকের অভিযোগ, 'কর্মতীর্থ ভবন তৈরির জন্য আমাদের কাছ থেকে জায়গা নেওয়া হয়। সেসময় উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। এতগুলি বছর পেরিয়েও কর্মতীর্থ ভবনে ঢুকতে পারলাম না। প্রশাসনের সদিচ্ছা চোখে পড়ছে না।' ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বললেন, 'কর্মতীর্থ ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে, এরপর শীঘ্রই কর্মতীর্থ চালু হবে।'

কর্মতীর্থ ভবনের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রশাসনিক উদ্যোগে

বিপাকে ব্যবসায়ীরা

লটারির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের দোকানঘর বণ্টনের সময় বিতর্ক তৈরি হয়। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, প্রকৃত ব্যবসায়ীরা কর্মতীর্থ ভবনে দোকানঘর পাননি। লটারি প্রক্রিয়া দুর্নীতিতে ভরা ছিল। সেইসময়ও ক্রান্তিতে ব্যবসায়ীরা জোরালো আন্দোলনে নামেন। কর্মতীর্থ ভবনটি এখন ভূতুড়ে ভবনে পরিণত হয়েছে। আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে এলাকার সংলগ্ন হাট চত্বর। বর্ষার আগমনে ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

ক্রান্তি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দিলীপ সাহা বললেন, 'বর্ষায় ব্যবসা মার খাচ্ছে। সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। প্রশাসনের উদাসীনতায় আমরা ক্ষুব্ধ।' বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিকের কথায়, 'কর্মতীর্থ ভবন ইস্যুতে শীঘ্রই আমরা পথে নামব। নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে শাসকদল কর্মতীর্থে ব্যবসায়ীদের দোকানঘর বণ্টন করছে না। ফের ঘর বণ্টনের প্রক্রিয়া শুরু হলে বিতর্ক তৈরি হবে।'

গরমে অসুস্থ

রাজগঞ্জ, ১৪ জুন : তীব্র গরমে সরকারি প্রকল্পের কাজের তদারকি করতে গিয়ে শনিবার পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার নিবেদিতা রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

৩ ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ জুন : জলাভাবের কারণে কৃষিকাজ করে এতদিন একফসলি চাষ হত। এবার কৃষকরা সারা বছর তিনফসলি চাষ করতে পারবেন। শনিবার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খয়েরকাটা এবং ধূমপাড়াতে রাজ্য সরকারের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

ধূমপাড়ায় সৌরবিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

দপ্তরের প্রকল্পে সৌরশক্তিচালিত তিনটি ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকরা উপকৃত হবেন। এদিন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর ওই তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করে বলেন, 'এবার কৃষকরা সারা বছর জল পাবেন। এছাড়া বিদ্যুৎচালিত সেচের কাজ চালাতে যে টাকা খরচ হত সাশ্রয় হবে তাও।'

তিনটি সৌরশক্তিচালিত ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পে ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের আদমি প্রকল্পের (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট)-এর ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের বিশেষজ্ঞ সাত্যকি সেনগুপ্ত বলেন, 'এ পর্যন্ত আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ গোটা নাগরাকাটা ব্লকজুড়ে এ ধরনের ৩১টি ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এককেটি সৌরশক্তিচালিত সেচপ্রকল্প কার্যকর করে ৪৫ বিঘা জমিতে জল দেওয়া সম্ভব। পশ্চিম খয়েরকাটা, দক্ষিণ ধূমপাড়া, দক্ষিণ ধোন্দাসিমলার মতো কয়েকটি এলাকায় আরও ১১টি ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের কাজ চলছে। সবক'টি প্রকল্প চালু হলে প্রায় ৬০০ বিঘা কৃষিজমি সেচের আওতায় আসবে।' গোটা জেলাজুড়ে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়িতে প্রথম পর্যায়ে এধরনের ১২০০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। নাগরাকাটার পাশাপাশি রাজগঞ্জ ব্লককে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের আওতায় আনা হয়েছে। সেচের পর্যাপ্ত জলের বন্দোবস্ত হওয়ায় এবার শাকসবজি সহ অন্য অর্থকরী ফসল চাষেও হাত লাগাতে পারবেন স্থানীয় কৃষকরা। এর জেরে কৃষিনির্ভর এলাকার অর্থনীতিতে পরিবর্তন হবে। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফুলেশ্বরী রায়, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মনসুর আলি, আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি ছেত্রী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

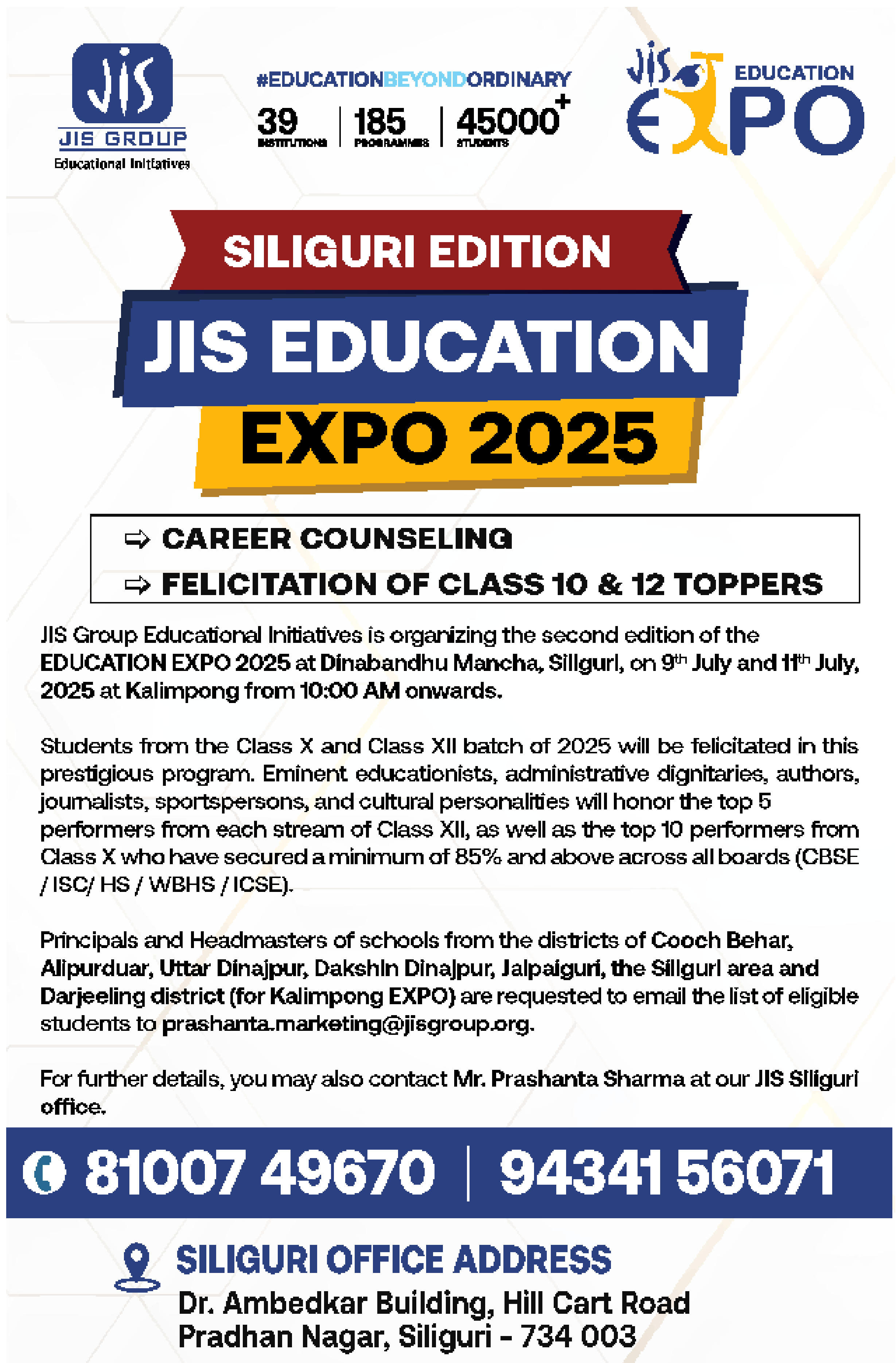

মাঝরাতে মালবাজারের রাস্তায় ধাওয়া পুলিশের

গাড়ি ফেলে পালাল দুষ্কৃতী

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৪ জুন : চোর-পুলিশের 'খেলায়' টানটান উত্তেজনা দেখা গেল মাল শহরে। উত্তরবঙ্গের নানান স্থানে চুরির ঘটনায় যুক্ত একটি ছোট চারচাকার গাড়ি সহ সেটির চালককে ধরার জন্য শুক্রবার রাতে মাল শহরে একাধিক থানার পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। পরবর্তীতে মাঝরাতে গুরজংঝোরাতে গাড়ি রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

গুরজংঝোরা থেকে উদ্ধার করা সেই গাড়ি। –সংবাদচিত্র

পুলিশের কাছে খবর ছিল, গাড়িটি এদিন রাতে মাল শহরের ওপর দিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী রাত ১০টা নাগাদ মাল সুভাষ মোড় বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ব্যারিকেড বসানো হয়। মাল থানার পুলিশকর্মীরা বড় সংখ্যায় জমায়েত হন সেখানে। এমন পরিস্থিতি দেখে কৌতূহলী পথচারীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন। কাজের স্বার্থে সেই সময় পুলিশ খুলে কিছু বলেনি। রাত যত বাড়ে নাগরাকাটা, মেটেলি থানার পুলিশের উপস্থিতি সাধারণ মানুষের কৌতূহল দ্বিগুণ করে দেয়। পুলিশের টহলদারি গাড়ি সমেত কিছু গাড়ি শহরের পকেট রোডগুলো টহল দেয়। সংশ্লিষ্ট গাড়ির খোঁজ মিলতেই টহলদারি ভ্যান পিছু নেয় সেটির। কিন্তু অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে চা বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে পালাতে সক্ষম হয় গাড়িটি। পরবর্তীতে পুলিশ সুভাষ মোড় বাসস্ট্যান্ড সহ জাতীয় সড়কে অপেক্ষা করে গাড়িটির জন্য।

কিন্তু গাড়িটি আর জাতীয় সড়ক ধরে ফেরেনি। পুলিশের নজর এড়িয়ে বিভিন্ন চা বাগান হয়ে পরবর্তীতে মাল শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা গুরজংঝোরাতে গাড়ি রেখে সেই চোর পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করে। গাড়ির ভিতরে তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

> গাড়ি এবং অভিযুক্তকে ধরার জন্য তিন থানাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাতভর তল্লাশি চলে। পালাতে গিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে একটি ঝোরাতে গাড়িটি রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তার খোঁজ চলছে। গাড়ির নম্বরটি ভুয়ো বলে মনে করা হচ্ছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

পুলিশ জানতে পারে ওদলাবাড়ির গোবিন্দ কলোনির এক বাড়িতে গাড়ি সমেত গাড়ির মালিক ভাড়া থাকতেন কয়েক মাস হল। ওদলাবাড়ির সেই বাড়ির মালিককে থানায় জেরার জন্য ডাকা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তির বক্তব্য, সেই ভাড়াটিয়ার কাজকারবার সম্বন্ধে তিনি জানতেন না।

সিকিম নম্বরের গাড়িটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। গাড়ির নম্বর সমেত গাড়ির মালিকের নামে একাধিক থানায় বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অনেকদিন থেকেই পুলিশ গাড়িটির সন্ধান করছিল।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গাড়ি এবং অভিযুক্তকে ধরার জন্য তিন থানাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাতভর তল্লাশি চলে। পালাতে গিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে একটি ঝোরাতে গাড়িটি রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তার খোঁজ চলছে। গাড়ির নম্বরটি ভুয়ো বলে মনে করা হচ্ছে।'

সবই সবুজ।। *বসন্ত বৌরির ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির মিহির মণ্ডল।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভা

চালসা, ১৪ জুন : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক সভা করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। শনিবার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তি এলাকায় ওই সভা হয়। আহমেদাবাদে প্লেন দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার সূচনা হয়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বিধাননগর অঞ্চল সভাপতি সুজিত বিশ্বাস বলেন, 'এদিনের সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।' উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ, অঞ্চলের যুব নেতা ওয়াশিউল আলম, বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান নিতেন রায় প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ফার্মাসিস্টের

মালবাজার, ১৪ জুন : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম তন্ময় দাস (৩৬)। তিনি ওদলাবাড়ি ব্লক হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট পদে কর্মরত ছিলেন। শনিবার হাসপাতালে কাজ শেষ করে বাইক চালিয়ে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় ডামডিম সেনাবাহিনী ক্যাম্পের নিকটবর্তী এলাকায় একটি গাড়ির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পথচারীরা দ্রুত থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তন্ময়কে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তৃণমূলের প্রচার শুরু

বড়দিঘি, ১৪ জুন : শনিবার 'তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা শিরোনামে' তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার অভিযান হল মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই কর্মসূচিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা হবে। বুথে বুথে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা অংশ নেবেন। এদিন প্রচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মহিলা জেলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, মাল ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী জিতনি মাহালি, কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা সহ অনেকেই।

স্বাস্থ্য শিবির

মালবাজার, ১৪ জুন : ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শনিবার সকাল থেকে শিবিরে আসেন প্রচুর স্থানীয় বাসিন্দা। শিবিরে সুগার, হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা ছাড়াও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা বর্মন, অসীম বৈদ্য, দীপিকা বৈদ্য, পম্পা রায় সহ অন্যরা।

যুব কংগ্রেসের বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জলপাইগুড়িতে এসে যুব কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা সহ সভাপতি সৌরভ প্রসাদ। শনিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় রাজীব ভবনে এই বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। বৈঠকে জেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী কাজের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে নানাবিধ কর্মসূচি নিতে জেলার নেতাদের বার্তা দেন সৌরভ। সৌরভ বলেন, 'জেলার প্রতিটি ব্লকে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করার কথা বলা হয়েছে যুব কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের। জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান, পুলিশ সুপারের দপ্তর অভিযান করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সার্কিট বেঞ্চের কৃতিত্ব দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : বিজেপি সরকারের ১১ বছরে দেশজুড়ে একাধিক সফলতা অর্জন করেছে বলে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করলেন জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। তিনি বলেন, 'গত ১১ বছরে ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অমৃতকালের যাত্রা শুরু করেছে। একসময় ভারত ছিল দুর্বল অর্থনীতির দেশ। বিজেপি সরকার আসার পর বিশ্বের অর্থনীতিতে আজ ভারত চতুর্থ স্থানে এসেছে।' জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'অমৃত ভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি স্টেশন সহ জেলার একাধিক স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হচ্ছে।'

আট মাসেও হয়নি কমিউনিটি সেন্টার

ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের জমায়েত শিলান্যাসের স্থানে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুন : আট মাস আগে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ময়নাগুড়ি রোডে মডেল কমিউনিটি সেন্টারের শিলান্যাস হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই কাজ একচুলও এগোয়নি। সংশ্লিষ্ট স্থানে পড়ে রয়েছে সরকারি বোর্ড। অবিলম্বে মডেল কমিউনিটি সেন্টার তৈরির দাবিতে সম্প্রতি ময়নাগুড়ি রোড এলাকার বাসিন্দারা ওই স্থানে মিলিত হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। এব্যাপারে দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের বক্তব্য, ময়নাগুড়ি রোডে এই ধরনের কোনও কাজের ব্যাপারে তিনি জানেন না। ওই স্থানে বোর্ড কেন লাগানো হল, তাও তিনি জানেন না। মন্ত্রী বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান।

ময়নাগুড়ি রোড হাটে পঞ্চায়েত সমিতির জমিতে প্রশাসনের তরফে মডেল কমিউনিটি সেন্টার তৈরির বোর্ড লাগানো হয় গত বছর পুজোর কয়েকদিন পর। ওই দিনই ভিতপুজো করে প্রকল্পের শিলান্যাসও হয়। প্রকল্পের কাজে বিশ্ববাংলার লোগো সংবলিত যে বোর্ডটি লাগানো রয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ৩৯ লক্ষ ব্যয়ে মডেল কমিউনিটি সেন্টার তৈরির কথা লেখা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের নাম লেখা রয়েছে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডটিতে টেন্ডার মূল্য, বরাতপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার নাম, কাজ শুরুর সময়, কাজ শেষের সময় উল্লেখ নেই। ফলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দুই অর্থবর্ষ আগের বোর্ড লাগানো সত্ত্বেও কাজ না হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়ও বলছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

এই জায়গাতেই মডেল কমিউনিটি সেন্টার হওয়ার কথা।

জমায়েতকারীদের মধ্যে প্রদীপ রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'মডেল কমিউনিটি সেন্টার তৈরির খবরে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু বোর্ড লাগানোর পর মাসের পর মাস কেটে গেলেও কাজ একটুও এগোয়নি। আদৌ কাজ হবে কি? আমরা জানতে চাই।' আরেক ব্যক্তি অভিজিৎ বিশ্বাসের মন্তব্য, '২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের পর ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষ চলে গিয়ে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষ চলছে। কিন্তু এখনও এই প্রকল্পের কাজ হয়নি। আর এদিকে গতবছর ঢাকঢোল পিটিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের ডেকে প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছিল।' তাঁদের বক্তব্য, শিলান্যাসের পর আর কাউকেই কাজের ব্যাপারে আসতে দেখা যায়নি। প্রকল্পের কাজটি দ্রুত শেষ করার দাবি জানান এলাকার বাসিন্দা সুধাংশু সরকার, দীপক রায়, চন্দন শীল সহ অন্যরা।

ডাক্তারের দেখা না পেয়ে ক্ষিপ্ত রোগীর পরিজনরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুন : দীর্ঘক্ষণ জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের দেখা না পেয়ে রোগীর পরিজনরা রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বচসায়ও জড়ান তাঁরা। এমন সময়ে রোগীকে এক নার্স ওষুধ দিলে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রোগীর স্বজনরা। সব মিলে দেড় ঘণ্টা পর চিকিৎসক এসে রোগী দেখে ওষুধ দেন। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শনিবার দুপুর ২টা নাগাদ ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটে।

এদিন পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্মশানঘাট এলাকার বাসিন্দা কমলেশ সেন তাঁর স্ত্রী ভারতী সেনকে নিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যান। বাড়ির গাছ থেকে আম পড়ে নাকে আঘাত পান ভারতী। তৎক্ষণাৎ কমলেশ স্ত্রীকে নিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আসেন। অভিযোগ, দুপুর দুটো থেকে টানা দেড় ঘণ্টা তাঁদের বসে থাকতে হয় জরুরি বিভাগে। চিকিৎসকদের দেখা নেই। ৩টার সময় কমলেশ কর্তব্যরত কর্মীদের জিজ্ঞাসা করেন চিকিৎসক কোথায় আছেন? তখন এক নার্স ভারতীর হাতে একটি চোখের ড্রপ ও খাবার ওষুধ ধরিয়ে দেন। এই দৃশ্য দেখে কমলেশ আরও ক্ষেপে যান। কেন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নার্স ওষুধ দেবেন, প্রশ্ন তোলেন তিনি এবং নার্সকে ওষুধ ফিরিয়ে দেন। কমলেশ বলেন, 'প্রায় দেড় ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে। বারবার আশপাশের স্বাস্থ্যকর্মীদের জিজ্ঞেস করায় রোগীকে দেখেন এক নার্স। ওষুধ দিয়ে বাড়ি যেতে বলেন তিনি। প্রতিবাদ করতেই তিনি ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরে যান।' আরেক রোগীর পরিজন লতা দত্ত বলেন, 'অসুস্থ কাকিমাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

করতে হয়েছে। চিকিৎসকের দেখা মেলেনি। দেড় ঘণ্টা পর চিকিৎসক আসেন। এই নিয়েই কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গে রোগীর তীব্র বচসা বাঁধে।' যদিও বিএমওএইচ ডাঃ সীতেশ বর বলেন, 'একজন চিকিৎসক সর্বদাই জরুরি বিভাগে থাকেন এবং ছিলেনও। এক শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিলেন চিকিৎসক। পরে জরুরি বিভাগে এসে রোগী এবং রোগীর পরিজনদের বলেছেন সেকথা।'

আজ টিভিতে

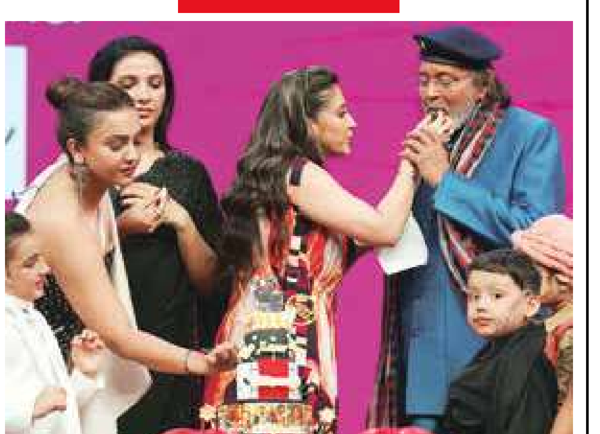

মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিনে বিশেষ পর্ব **ডান্স বাংলা ডান্স**
রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড, ১.০০ জামাই নম্বর ওয়ান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৫৫ কিশমিশ, সন্ধে ৬.৪৫ হামি, রাত ৯.৩০ হামি-টু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভিমন্যু, দুপুর ২.০০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৪.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ৯.৩০ অভিমান, ১২.৩০ সাঁঝবাতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ নিষ্পাপ আসামী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ দম লগাকে হইসা, ২.০০ বরফি, বিকেল ৪.৩০ বধাই হো, সন্ধে ৬.৪৫ কাবিল, রাত ৯.০০ ব্যাং ব্যাং, ১১.৩০ খিচড়ি-দ্য মুভি

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৭ তারে জমিন পর, রাত ৮.০০ দঙ্গল, ১১.২১ হিরো নম্বর ওয়ান

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : ১২.৪৮ লাইগর-শালা ক্রসব্রিড, বিকেল ৩.১৩ ভেড়িয়া, ৫.৪৪ পিচাইকরণ, রাত ৮.০০ সেলফি, ১০.২৫ গোলিয়োঁ কি রাসলীলা-রাম লীলা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪৪ রাজি, বিকেল ৪.০৫ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৫ গুডবাই

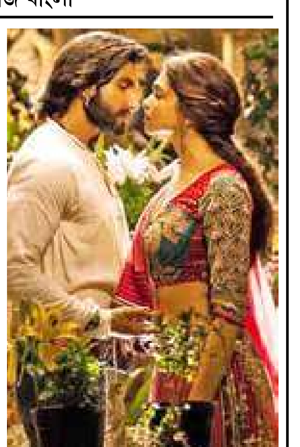

গোলিয়োঁ কি রাসলীলা-রাম লীলা
রাত ১০.২৫
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

দম লগাকে হইসা দুপুর ১২.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

কুমড়ো ফুলে কষা এবং **জল দিয়ে মাটন** তৈরি শেখাবেন
মৈনাক বিশ্বাস, বুদ্ধদেব কুণ্ডু। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

চিতাবাঘের আতঙ্ক ময়নাতলিতে

ধূপগুড়ি, ১৪ জুন : ফের ময়নাতলি এলাকায় চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে চিতাবাঘ দেখে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন জলঢাকা সংলগ্ন ময়নাতলি এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার রাতে ধূপগুড়ির ময়নাতলি এলাকায় চিতাবাঘ বের হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। প্রথমদিকে গর্জন শুনতে পেয়ে কেউ সেভাবে আন্দাজ করতে পারেননি। তবে কিছুটা কাছে যেতেই ঝোপের আড়ালে চিতাবাঘ দেখা যায় বলে বাসিন্দাদের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক বলেন, 'বাড়ি ফেরার সময়ে অনেকেই চিতাবাঘ দেখতে পেয়েছিল। পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণ বেঁচেছে।'

এর আগেও ময়নাতলি এলাকায় ছোট চা বাগানে চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মীরা নেট দিয়ে চিতাবাঘকে বন্দি করার চেষ্টাও করেছিলেন। সেটাও ব্যর্থ হয়। তবে এবারে নতুন করে আগের ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বনকর্মীরা অবশ্য চিতাবাঘের খবর পেয়ে খতিয়ে দেখার কাজও শুরু করেছেন। একইসঙ্গে ময়নাতলি এলাকায় চিতাবাঘ দেখা নতুন বা অবাক হওয়ার কিছুই নেই। জলঢাকা নদী পার করে বাইসন, হাতি, গন্ডার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী রামশাই জঙ্গল থেকে গধেয়ারকুঠি ও আশপাশের এলাকায় চলে আসে। আর গধেয়ারকুঠি এলাকা থেকে ময়নাতলি এলাকায় ঝোপঝাড় দিয়ে বন্যপ্রাণী ঢুকে যেতেই পারে বলেও মনে করছেন বাসিন্দারা। এ কারণে ময়নাতলির আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ময়নাতলি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রতন বসাক বলেন, 'চিতাবাঘের ঘটনা শুনেছি। রাতের দিকে বাড়ির প্রত্যেক সদস্যকেই সতর্ক করা হয়েছে।'

দলছুট দাঁতালের ত্রাস

নাগরাকাটা, ১৪ জুন : নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আপার কলাবাড়ি বস্তিতে এখন ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে দলছুট দাঁতাল। প্রায়শই সাতসকালে গ্রাম চষে বেড়াচ্ছে ওই গজরাজ। এলাকার মাঠ, ঘাট, রাস্তা পেরিয়ে যত্রতত্র বুনোটিকে দেখা যাচ্ছে। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেখানে। খবর পাওয়ামাত্রই বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা অবশ্য সেখানে চলে যাচ্ছেন। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'বর্তমানে লাগোয়া ডায়নার জঙ্গলে বেশ কিছু হাতি রয়েছে। সেখান থেকেই একটি হাতি ওই গ্রামে ঢুকে পড়ে। প্রত্যেকটি হাতির ওপরই আমাদের নজরদারি অব্যাহত আছে।'

আপার কলাবাড়ি বস্তির বাসিন্দা ও আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পার্বতী ছেত্রীর কথায়, 'গ্রামে হাতি ঢুকে পড়া এখন দৈনন্দিন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি লাগোয়া ডায়না টোল গেট বিটে একটি হাতি তাড়ানোর স্কোয়াড চালু করা হোক।'

স্ত্রীর মৃত্যু, আটক স্বামী

মালবাজার, ১৪ জুন : পারিবারিক ঝামেলার জেরে স্বামীর হাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ১৩ দিনের মাথায় শুক্রবার স্ত্রীর মৃত্যু হল। কুমলাই চা বাগানের বাংলো লাইনের বাসিন্দা ফ্রান্সিস মুন্ডার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সঞ্চারিয়া মুন্ডার বিবাদের সময় উত্তেজিত ফ্রান্সিস সঞ্চারিয়ার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। সঞ্চারিয়ার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই মহিলা সেখানে মারা যান। শুক্রবার সঞ্চারিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর বৌদি মারিয়াম মুন্ডা মাল থানায় ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। ফ্রান্সিসকে আটক করা হয়েছে বলে মাল থানার পুলিশ জানিয়েছে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।। *ময়নাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার ক্যামেরায়। শনিবার।*

সেতু চায় রাজগঞ্জের চার গ্রাম

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ ১৪ জুন : বর্ষা এলেই ডাহুক নদীর স্রোতে ভেসে যায় সাঁকো। তখন অনেকটা ঘুরপথে সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুল, সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে হয় চতুরাগছ, জুম্মাগছ, দিলুগছ এবং কুয়ারবাড়ির বাসিন্দাদের। বহুদিন থেকে তাঁরা সেতুর দাবি জানিয়ে এলেও প্রশাসনের উদাসীনতায় তাঁরা ক্ষুব্ধ।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা তথা প্রাক্তন সভাধিপতি উত্তরা বর্মন থেকে শুরু করে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, কেউই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। চতুরাগছ গ্রামের এক তরুণ সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'চারটি গ্রাম মিলিয়ে অন্তত সাড়ে ৫০০ পরিবার এই সাঁকোর ওপর নির্ভর করে। তারপরেও সেতু নির্মাণ হচ্ছে না দেখে আমরা নিরাশ।' আরেক তরুণ ইয়াসিন আমিরের কথায়, 'প্রত্যেকদিন এই রাস্তা দিয়ে আমাকে বাইক নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। শুখা মরশুমে সাঁকো দিয়ে কোনওরকমে যাতায়াত করতে পারলেও বর্ষার সময় খুব সমস্যা হয়। তখন পাঁচ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।' বর্ষার সময় নদীর জল বেড়ে গেলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সন্ন্যাসীকাটা উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বিহারু হাটে বাজার করতে গেলেও এই সাঁকোই ভরসা ওঁদের।

সাঁকোতে ডাহুক নদী পারাপার।

জেলা পরিষদ সদস্যা উত্তরা বর্মন বলেন, 'জেলা পরিষদ এত বড় টাকার কাজ করে না। অন্যান্য সংস্থা থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে।' রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'শিকারপুর, সুখানি, মান্তাদারি সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।' সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের মন্তব্য, 'আমার সাংসদ কোটায় টাকা পড়ে রয়েছে। অথচ কাজ হচ্ছে না। রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে বাধা তৈরি করছে।'

মহেশতলায় দুই পুলিশকর্তা বদলি

কলকাতা, ১৪ জুন : মহেশতলায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের আবহে রবীন্দ্রনগর থানার আইসি ও মহেশতলার এসডিপিওকে সরানো হল। রবীন্দ্রনগর থানার ইনস্পেকটর ইনচার্জ মুকুল মিয়াঁকে পাঠানো হল দার্জিলিংয়ে। তাঁর পরিবর্তে এলেন মালদার রতুয়ার সার্কেল ইনস্পেকটর সুজন কুমার রায়। মহেশতলার এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লাকে সরানো হয়েছে স্টেট আর্মড পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ডান্ট পদে। রাজারহাট থানার আইসি সৈয়দ রেজায়ুল কবীরকে নিয়ে আসা হয়েছে মহেশতলার এসডিপিও হিসেবে। রাজ্য স্পেশাল টাস্কফোর্সের ইন্সপেক্টর জোনাকি বাগচিকে আনা হয়েছে রাজারহাট থানার আইসি হিসেবে। মালদা এমপিবির ইন্সপেক্টর গৌতম চৌধুরীকে মালদার রতুয়ার সার্কেল ইনস্পেকটর পদে আনা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মতোই মহেশতলাতেও গোষ্ঠী সংঘর্ষের নেপথ্যে পুলিশি বা গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে বিতর্ক এড়াতে রদবদল করল প্রশাসন। মহেশতলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান

অশান্তির জেরে পদক্ষেপ

ও বাড়ি মালিকদের সমস্ত রকমের সাহায্যেরও নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহেশতলায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নবান্ন। মহেশতলার ঘটনা প্রথমেই সামাল দিতে না পারায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ খোদ মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক মাসের ব্যবধানে বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে রাজ্যের শাসক দলকে। তার আগে কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা যে বরদাস্ত করা হবে না তা ফের জেলা পুলিশ সুপারদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে সেই সতর্কতাও দিয়েছেন মুখ্যসচিব। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশে ছোটখাটো রদবদল করা হয়েছে। মহেশতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। গোষ্ঠী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যাতে দাঁড়ানো হয় তা নিয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক। এদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও দোকানগুলির তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। কোনওরকম অশান্তি যাতে না তৈরি হয় তাও নজর রাখতে বলা হয়েছে।

অনশনে দুর্বল হচ্ছেন শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৪ জুন : সেন্ট্রাল পার্কের অবস্থান মঞ্চে ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রম করে কারও শরীরে কমেছে শর্করার পরিমাণ, কারও আবার তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শরীর। একুশে জুলাইয়ের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন তাঁরা। আন্দোলনের অন্যতম আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডলের বক্তব্য, 'একুশে জুলাইয়ের আগে মুখ্যমন্ত্রী যদি সাক্ষাৎ না করেন, তাহলে ওইদিনের মঞ্চে আমাদের প্রতিনিধি পাঠাব কিনা সেই নিয়ে আলোচনা করব।'

শিলিগুড়ির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে চিকিৎসকরা এসে দুই দফায় আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। গরমে দুর্বল হয়ে পড়ছি খুব।' শিলিগুড়ির অপর অনশনরত শিক্ষক বলরাম বিশ্বাসের বক্তব্য, 'শরীর গরমে খারাপ হচ্ছে। মাথাও ঘুরছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক সুকুমার সোরেন ও শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক মানিক মজুমদারের গলাতেও এক সুর। তাঁরা বলেন, 'প্রেসার কিছুটা বেড়েছে। এরকম মানসিক পরিস্থিতিতে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আইনের ওপর এখনও ভরসা আছে। স্কুল থেকে নির্ধারিত ছুটি নিয়েই আমরা অনশনে বসেছি। মুখ্যমন্ত্রী না দেখা করলে প্রত্যাহার করব না। আমরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে আবার অন্য দল অনশনে বসবে।'

বৈঠক থেকে হাসিমুখে বেরোচ্ছেন কাজল শেখ, পাশে থমথমে কেষ্ট। শনিবার ভবানীপুরে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

কাজলকে বসিয়ে কেষ্টকে সতর্কবার্তা

বীরভূম নিয়ে পদক্ষেপ তৃণমূল নেতৃত্বের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জুন : পুলিশকে বোমা মারা, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। কিন্তু দল যে তাঁর এই জাতীয় কোনও মন্তব্য আর বরদাস্ত করবে না, তা শনিবার বুঝিয়ে দিলেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। প্রয়োজনে পুলিশ যে তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তাও এদিন তাঁকে শুনিয়ে দিলেন বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জেলা রাজনীতিতে তাঁর তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ যে আগামীদিনে জেলা রাজনীতির ভরকেন্দ্র হতে চলেছেন, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও।

একুশে জুলাই সমাবেশ উপলক্ষ্যে এদিন ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে সমস্ত জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ডাকা হয়েছিল বীরভূম জেলা কোর কমিটিকেও। বৈঠক শুরুর আগেই বক্সীর অফিসে আলাদা করে ডেকে নেওয়া হয় অনুব্রত, কাজল শেখ, বীরভূম জেলার তৃণমূলের চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোর কমিটির সদস্য তথা লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানাকে। ছিলেন বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কেষ্টকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনওভাবেই তাঁর বক্তব্যকে দল সমর্থন করে না। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত তাঁর আচরণে। আগামীদিনে এই ধরনের মন্তব্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে, তাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কেষ্টকে যখন এই সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল, তখন কাজল শেখের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে কেষ্ট যাতে ফের বেফাঁস কোনও মন্তব্য না করেন, সেদিকে নজর ছিল ফিরহাদের। তাই বক্সীর অফিস থেকে বেরোনোর সময় কেষ্টর সামনে ছিলেন ফিরহাদ ও ডান পাশে ছিলেন কাজল। কেষ্টকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। কাজল বলেন, 'যা বলার দলের রাজ্য সভাপতি বলবেন। আমাদের লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধভাবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ১১টি আসনই দখল করা। তা আমরা করে দেখাব।' বোলপুর থানার আইসিকে নিয়ে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দল কি কেষ্টর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে, ফিরহাদকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অনুব্রত যা বলেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা কোনওদিনই তা সমর্থন করব না। ক্ষমার অযোগ্য। তাঁকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।' এরপরই ফিরহাদের পালটা প্রশ্ন, 'অনিল বসু, বিনয় কোঙার, কৈলাস বিজয়বর্গীয় যখন এই জাতীয় মন্তব্য করেন, তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করার সাহস পান?'

আজ কি ডিএ ঘোষণা, নজর নবান্নের দিকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জুন : সোমবারই বহু প্রতীক্ষিত সুপ্রিম কোর্টের সেই 'ডেডলাইন'। কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের কী সিদ্ধান্ত, সোমবারের মধ্যে তা জানাতে হবে দেশের শীর্ষ আদালতকে। তা নিয়েই কৌতূহলের পারদ চড়ছে নবান্নে সরকার ও কর্মচারী মহলে। ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারকে কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ ৬ সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জমা করতে হবে চার সপ্তাহের মধ্যে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের রিপোর্ট দেওয়ার দিন সোমবার। সে কারণেই সোমবার দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ায় নিয়ে রাজ্য সরকার কী করবে ওই রিপোর্ট পেশের পর তা পরিষ্কার হবে বলে আশা করছে সব মহলই। যদিও শনিবার নবান্ন সূত্রের খবর, এখন সুপ্রিম কোর্টে গরমের ছুটি চলছে। ওই অবস্থায় রাজ্য সরকারের ডিএ দেওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে সোমবার কীভাবে জমা পড়বে, তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে। ডিএ প্রশ্নে শনিবারও মুখ খোলেননি মুখ্যমন্ত্রী

আদালতে জানাতে হবে রাজ্যকে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার প্রশ্নে 'নির্বাক' থাকায় সরকারি ও কর্মী মহলে একটা রহস্য তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থপ্রতিমন্ত্রী ও অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক স্তরের এই নীরবতা সাম্প্রতিককালে নবান্নের ইতিহাসে প্রায় নজিরবিহীন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহলও এই ব্যাপারে প্রায় দিশাহারা অবস্থায়। তবু সোমবারের দিকে তাকিয়ে তাঁরা আশায় বুক বাঁধছেন। কারণ, সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সোমবার কিছু একটা বলতেই হবে। ইতিবাচক কিছু হওয়া মানে ২৭ জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ ডিএ পাওয়া নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মিটছেই বলে আশা করছে তারা। না হলে তাঁরা আবার পাওনা ডিএ'র দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ মহলের একাংশের খবর, আপাতত কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া এড়াতে রাজ্য সরকার নাকি সুপ্রিম কোর্টের এই সংক্রান্ত রায়ের ওপর মডিফিকেশন পিটিশন করেছে। যদিও নবান্নে তার কোনও সরকারি সমর্থন মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের দায়িত্বশীল কোনও মন্ত্রীও এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি। যদিও এই পিটিশনের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় আছে বলে সরকারি মহলের আর এক অংশ নিশ্চিত। কারণ, পিটিশন রাজ্য সরকার করে থাকলে তার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে জুলাইয়ের আগে সম্ভব নয়। কারণ, গরমের ছুটি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। কোর্ট খুলবে জুলাই মাসে।

ডিএ-র ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বহু প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত কী হতে পারে তা সোমবারই জানার সম্ভাবনা প্রবল।

মামলা গৃহীত

কলকাতা, ১৪ জুন : স্টেট সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডের নির্দেশের পরও মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না কয়েদিদের। এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক কয়েদি। এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারবিভাগীয় দপ্তরের প্রধান সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। হুগলির সংশোধনাগারে ২০ বছর ধরে বন্দি থাকা এক কয়েদি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সম্প্রতি স্টেট সেনটেন্স রিভিউ বোর্ড তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেয়। তা সত্ত্বেও বিচারবিভাগীয় দপ্তর সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি। এই মামলাতেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করলেন। আবেদনকারীর আইনজীবী সম্পূর্ণা ঘোষ বলেন, 'এরকম বহু কয়েদি রয়েছেন যাঁদের রিভিউ রিপোর্ট ভাল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসআরবি বিচারবিভাগীয় দপ্তরকে রেমিশন রিপোর্ট দিতে বলে। এক বছর পেরোলেও তা হয়নি।' ২৭ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

একুশে জুলাইয়ের পোস্টারে শুধু মমতা

জেলা কমিটিগুলিকে স্পষ্ট বার্তা

কলকাতা, ১৪ জুন : দলের ভরকেন্দ্র যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই, তা ফের প্রমাণ করে দেওয়া হচ্ছে ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের পোস্টারে। শনিবার ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে সমস্ত জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান, বীরভূম ও উত্তর কলকাতার কোর কমিটির সদস্য ও কয়েকজন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যকে শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য বৈঠকে ডাকা হয়। ওই বৈঠকের আগেই দলের পক্ষ থেকে ২১ জুলাই সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পোস্টারে দেখা গিয়েছে, দলনেত্রীর ভাষণরত অবস্থার একটি ছবি। দলের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে, 'অমর একুশে জুলাই', পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত ওই পোস্টারে শুধুমাত্র প্রধান বক্তা হিসেবে নাম রয়েছে তৃণমূলনেত্রীর। পোস্টারের কোথাও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ব্যবহার করা হয়নি।

দলে অভিষেককে কি ক্রমশই কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে? শনিবার থেকেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে

আলোচনায় এই পোস্টার।

দলের প্রবীণ নেতা তথা লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। সুদীপ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই এই পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। অভিষেক নিজেই তাঁর ছবি রাখতে চান না।' ফিরহাদ হাকিমও বলেন, 'অভিষেক বলেছেন, সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন আমি ছিলাম না। আন্দোলন হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তাই শুধু ওঁর ছবিই থাকা উচিত।'

এবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলকে লড়াই করতে হবে। দলীয় নেতারা মনে করছেন, 'শুধুমাত্র মমতার ওপর ভরসা করেই নির্বাচনের বৈতরণি পার করা সম্ভব। তাই শহিদ সমাবেশের পোস্টারে শুধু মমতার ছবিই রাখা হয়েছে।'

'লিঙ্গ, বৈবাহিক কারণে সমান সুযোগ সরকারি কাজে'

কলকাতা, ১৪ জুন : বিবাহিত হলে কি আইনের অধিকার থেকে ছেঁটে ফেলা যায়? প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার থাকে। তেমনই সরকারি সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বা বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভাজন করা যায় না।' জানা গিয়েছে, ওই বিদ্যুৎ প্রকল্পে জমিদাতাদের জন্য পুনর্বাসন ও চাকরির পরিকল্পনা নেওয়া

মত হাইকোর্টের

হয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, জমিদাতাদের পরিবারে বেকার সন্তান থাকলে এক্সেম্পেটেড কোটায় চাকরির জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাবে। সেই অনুযায়ী এক জমিদাতার বিবাহিতা কন্যা চাকরির আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পুরুষ ও অবিবাহিত মহিলাদের জন্য নিয়ম প্রযোজ্য। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলা। একক ও ডিভিশন বেঞ্চে

রাজ্য সরকার কি নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে পারে? বিবাহিত মেয়েদের কেন বঞ্চিত করা হবে অধিকার থেকে?

অমৃতা সিনহা
বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

তাঁর আবেদনেই মান্যতা দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও নির্দেশ কার্যকর না করায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল। এই মামলাতেই বিচারপতি সিনহা বলেন, 'রাজ্য সরকার কি নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে পারে? বিবাহিত মেয়েদের কেন বঞ্চিত করা হবে অধিকার থেকে?' ১০ জুলাই কর্মসংস্থান দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আদালতে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিটে বাংলায় দ্বিতীয় রূপায়ণ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৪ জুন : উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হওয়ার পর এবার মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষাতেও তাক লাগানো ফল করলেন বর্ধমানের রূপায়ণ পাল। নিট পরীক্ষায় দেশে কুড়িতম স্থান অধিকারের পাশাপাশি রূপায়ণ রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয়েছেন বলে খবর।

এবছরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হন বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুলের ছাত্র রূপায়ণ। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪৯৭। তারপরেই

এবার সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় এই সাফল্য। রূপায়ণ তাঁর এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাবা, মা ও শিক্ষকদের। তিনি বরাবর চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই পড়তে চান বলে জানিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য দিল্লি এইমসে ভর্তি হওয়া।

রূপায়ণের বাবা-মা, দু'জনেই ইংরেজির শিক্ষক। তাঁরাও ছেলের পড়াশোনাতে সাহায্য করেছেন। ছেলের এই সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত খুশি।

মুছে যেতে পারে মাইকেলের বাড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জুন : খিদিরপুর ব্রিজ থেকে নেমে ফ্যান্সি মার্কেট বাসস্টপ। তার সামনেই রাস্তার ওপর জরাজীর্ণ একটি বাড়ি। এক সময় এখানেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবক্তা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এখান থেকেই এক সময় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। একসময় এখানে ছাপাখানাও ছিল। তবে কাগজপত্র ও তথ্যপ্রমাণের গেরোয় কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যের তালিকা থেকে মুছে যেতে পারে কবির খিদিরপুরের ৮০বি কার্ল-মার্কস সরণির পৈতৃক বাড়িটি। এমনকি বর্তমান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙাও পড়তে পারে।

সম্প্রতি এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও চলছে আদালতে। তবে প্রামাণ্য নথি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না আদালতের কাছে। পুরোনো দিনের তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে বাড়িটি যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তার চেষ্টা চালাচ্ছে পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ তালিকায় এই ভবনটি গ্রেড ১বি হিসেবে নথিভুক্ত। ১৯০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই বাড়িটি। বহুবার মালিকানায় পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রামাণ্য নথি দেখানো যায়নি আদালতে। জানা গিয়েছে, কবির বাবা রাজনারায়ণ দত্ত এই বাড়িটি কিনেছিলেন। তখন কবির বয়স মাত্র ৭ বছর। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় চলে এসেছিলেন তাঁরা। এই বাড়ি থেকে তিনি হিন্দু কলেজে

মাইকেল মধুসূদন দত্তর সেই বাড়ি।

পড়াশোনা করতেন। এখান থেকেই তাঁর বন্ধুকে বেশ কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য পারিবারিক কিছু কারণে খিদিরপুরের বাড়ি ছেড়েছিলেন কবি। এই বাড়িটির উত্তরাধিকার নিয়ে অনেক মামলার ঝক্কিও পোয়াতে হয়েছে। কবির জীবনীকার গোলাম মুর্শিদ বা যোগিন্দ্রনাথ বসুর লেখাতেও এই সংক্রান্ত তথ্য উঠে এসেছে। তবে তাঁর এই বাড়ির দলিল বা নথিপত্র কার কাছে থাকার কথা তা স্পষ্ট নয়। পুরসভা সূত্রের খবর, তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা বহু চিঠির ঠিকানা ছিল খিদিরপুরের এই বাড়িটি। এমনকি মামলা, মোকদ্দমা জেতার তথ্যও পুরসভার হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু তা জোগাড় করার চেষ্টা করছে তারা। বর্তমান মালিক বাড়িটি ভাঙতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুরসভার হেরিটেজ বিভাগ এই নিয়ে আপত্তি জানায়। মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। পুরসভা নথি দেখাতে পারলে তবেই জরাজীর্ণ এই বাড়িটি ঐতিহ্যশালী ভবনের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি নথি জোগাড় করার। এরপর আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।' পুরসভার নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক হেরিটেজ কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'আদালত আমাদের সময় দিয়েছে নথি জোগাড় করার। বাড়ির মালিক মামলা করেছিলেন। আমরা ওই সময় কবির সম্পর্কে যাঁরা যা কিছু লিখেছিলেন তা আদালতে দিয়েছি। তবে আদালত হার্ড এভিডেন্স চাইছে। আমরা অনেকটা এগিয়েছি তা জোগাড় করতে।'

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০৮/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৪৭০এ/ওটি/৭৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮০-২০১৬ (আরইভি.০) অনুরূপে এসজি এসি এবং এসি না থাকা কোচসমূহের জন্যে ১২ ভি, ৭ এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন সীলড মেইন্টেন্যান্স ফ্রি ব্যাটারি সহিত এলইডি আধারিত ইমার্জেন্সি অটোম্যাটিক লাইট ইউনিট টাইপ-১, স্পেসিফিকেশনঃ আইসিএফ স্পেসিফিকেশন নং. আইসিএফ ইলেক্ট্রি১৭ আরইভি-১। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ টি। ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ টি, পি.এল. সংখ্যা. ৪৫১৫০৫১৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৭৮বি/ওটি/৭৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ হুইল সি এণ্ড ডব্লিউ এনজি (পার্ট ফিনিশ্‌ড) ডিআরজি. নং. এনএফআর, ডিএইচআর/সি/০১০, এএলটি-৫ এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস, আইআরএস-১৯/৯৩ পিটি-II (আরইভি-৪) সংশোধনী নং. আগষ্ট ২০১৫ এর ১। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০ টি, (২) পরিমাণঃ তিনধরিয়া স্টোরস ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৯০৬০০৫৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৩/ওটি/৭৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪২১৮ পর্যন্ত ৬০ কেজি পিএসসি স্লীপারের উপরে ১২ টার্ণ আউটে ১ এর জন্যে ৬ মিলিমিটার ঘনত্বের নাইলন রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেটস, রেলের নিচে স্থাপন করার জন্যে রেইল প্যাডের হেতু আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুরূপে, যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা. টি-৫৫-২০২৩ অনুসারে (টেন্ডার খোলার সঠিক তারিখের পূর্বে ৫ দিন পর্যন্ত অন্তিম পরিবর্তনের শর্ত যেখানে প্রযোজ্য হবে যেটা অর্থ বহন করবে)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস, সাব আইটেমঃ জিআরএসপি) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬১৯ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৯০৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০২৯১এ/ওটি/৭৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ "বাফার প্লাঞ্জারের হেতু ফেস প্লেট" আরডিএসও ড্রয়িং নং.ঃ এসকে-৯৪২৫৪, এএলটি-৩ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ অন্তিম সংশোধনী এবং পরিবর্তন সহিত ড্রয়িং অনুসারে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০০১১, সাইড বাফার এআরআরজিটি, ফেস প্লেট সহিত), আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫৩১ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো. এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৬১০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৭১৩০১৫৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০২/ওটি/৭৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ অনুসারে যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্যে উপযুক্ত হওয়া ওয়াইডার পিএসসি স্লীপার সহিত ব্যবহারের জন্যে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৭ অনুরূপে ওয়াইডার বেস পিএসসি স্লীপারের জন্যে ১০ মিলিমিটার ঘনত্বের কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটস। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে যদি আছে অন্তিম সংশোধনী এবং সংশোধনী নং. ২০১৮ এর ১ সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এমএণ্ডসি/আরপি-২০০/২০০৭ (প্রভিজনাল)। এটি একটি সুরক্ষা আইটেম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস, সাব আইটেমঃ সিজিআরএসপি) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৮৩৬৮৩ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৮৩১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৫/ওটি/৭৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪১৪৯ অনুসারে সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের জন্যে বিজির (১৬৭৩ এমএম) হেতু প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রিট স্পেশাল স্লীপারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান (প্রিটেনশন টাইপ) আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুসারে, ঠিকার প্রচলন ব্যাপি সময়ে সময়ে সংশোধিত হওয়া অনুসারে ট্র্যাক স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটি দ্বারা প্রস্তুত যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত (ষষ্ঠ সংশোধনী মার্চ% ইউ ২০১৯ ২০২১) এবং ওয়ার্ক স্টেশন/ওয়ার্ক সাইডিঙের জন্যে এবং পথ বাহন/রেলওয়ে ওয়াগনে যথোচিতভাবে লোড করে ৫২/৬০ কেজি ইউআইসি রেলের উপযোগী হওয়া ইহার উপরে পার্ট ড্রয়িং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৩১৭ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০৪৬৩। ২) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪১৪৯ অনুসারে সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের জন্যে বিজির (১৬৭৩ এমএম) হেতু প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রিট স্পেশাল স্লীপারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান (প্রিটেনশন টাইপ) আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুসারে, ঠিকার প্রচলন ব্যাপি সময়ে সময়ে সংশোধিত হওয়া অনুসারে ট্র্যাক স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটি দ্বারা প্রস্তুত যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত (ষষ্ঠ সংশোধনী মার্চ% ইউ ২০১৯ ২০২১) এবং ওয়ার্ক স্টেশন/ওয়ার্ক সাইডিঙের জন্যে এবং পথ বাহন/রেলওয়ে ওয়াগনে যথোচিতভাবে লোড করে ৫২/৬০ কেজি ইউআইসি রেলের উপযোগী হওয়া ইহার উপরে পার্ট ড্রয়িং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সীওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ডালখোলা, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৪ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১৯০১৩৮০০৪৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭ টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১০০১/ওটি/৭৯/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ০৪ টি আইটেম থাকা আইসিএফ ডিজাইন (বিএমবিসি) কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ারের বুশের কিট, ড্রয়িং-আরডিএসও ডিআরজি. নং.-স্কেটস-৮১০৩৯, এএলটি-১৫ অথবা অন্তিম, আইটেম- ২-১২০ টি/কিট, আইটেম-৩-৫২টি/কিট, আইটেম-৭-৩২ টি/কিট, আইটেম-১১-০৮টি/কিট মোট = ২১২ টি/কিট এমএটি স্পেসিফিকেশন- সেলফ ল্যুব্রিকেটিং পলিয়েস্টার রেজিন আধারিত কম্পোজিত ব্রেক গিয়ার বুশেজ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সি-কে৬০৫ (জুলাই ১৯ এর সংশোধনী ০২) পর্যন্ত মেইন লাইন কোচে (বিজি) ব্যবহৃত হবে অথবা ইনজেকশন মোল্ডেড হাই পারফরমেন্স পলিয়ামাইড% ইউ০১ সিএইচপিপিএ% ইউ ২০১ডি পর্যন্ত (সেলড ল্যুব্রিকেটেড সুপিরিয়র নাইলন গ্রেড), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৯/সিজি-১৭ পর্যন্ত বিজি মেইন লাইন কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ার বুশেজ (এপ্রিল ২০২৩ এর সংশোধনী ৩) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০১৯৯, ইনজেকশন মোল্ডেড হাই পারফরমেন্স পলিয়ামাইড (এইচপিপিএ) (সেলড ল্যুব্রিকেটেড সুপিরিয়র নাইলন গ্রেড) বিজি মেইন লাইন কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ার বুশেজ। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ সেট। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩০৩২৭১০৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১৩১২/ওটি/৮০/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে বেইল জয়েন্ট ট্র্যাকশন লিভার, ড্রয়িং নং.ঃ সি৫৩৯৭৩আরইএফ বিআরইইডি ৮৪০৩, আরইভি ০২ (এফএফ১৫২১৭২৮) অথবা অন্তিম এমএটি স্পেসিফিকেশন নং. টি-এস১৭.৫৩২.১০০.০০, টিএস ১৭.৬১৭.১০০.০২ এমডিটিএস১৪৮ আরইভি০১ অথবা অন্তিম এবং এমডিটিএস ১২২ আরইভি ০৩ অথবা অন্তিম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৯৬, ফ্ল্যাট রোগিল জন্যে রাবার-মেটাল বণ্ডেড আইটেমের সেট, আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮০২৪ টি। ২) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৬ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭১৮৯ টি। ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি, জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১২ টি। ৫) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৩২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০০০১০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৮/ওটি/৮১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিডব্লিউএসইজে স্লীপার টি-৮৮৩৮ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:], আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৮৯৪ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৫০০৩৬২১৩৬।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্মৃতি মুছতে তৎপরতা

মুম্বই, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি মুছতে তৎপর এয়ার ইন্ডিয়া। সেই কারণে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক যাওয়ার উড়ানের 'অভিশপ্ত' নম্বরটিই বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাটাদের মালিকানাধীন বিমান সংস্থা। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি সূত্র জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর এবার থেকে ওই উড়ানের নম্বর আর এআই১৭১ থাকবে না। তার বদলে নতুন নম্বর হবে এআই ১৫৯। লন্ডন থেকে ফিরতি উড়ানের নম্বর হবে এআই ১৬০। মঙ্গলবার থেকে নতুন নম্বর কার্যকর হতে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারটি এয়ার ইন্ডিয়া ব্যবহার করছিল। এয়ার ইন্ডিয়া সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে আর কোনও বিমানেই '১৭১' সংখ্যাটি ব্যবহার করবে না সংস্থা। দুর্ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত ও যাত্রীদের ভাবাবেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর ক্ষেত্রেও '১৭১' নম্বর বাতিল করা হচ্ছে। আইএক্স ১৭১ নম্বরের বিমানও নতুন নম্বর পাবে বলে দাবি।

উড়ানের নম্বর মোছার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি ভুলতে এই সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক উড়ান রীতি অনুযায়ী, যে কোনও বিমানের নির্দিষ্ট নম্বর বড়সড় দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, সেটিকে আর পুনরায় ব্যবহার না করাই দস্তুর। সেই রীতিই এবার মেনে চলল এয়ার ইন্ডিয়া। ২০১৪ সালে কুয়ালালামপুর-বেজিং রুটে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর উড়ানটির নম্বর বদলে এমএইচ ৩৭০ থেকে এমএইচ ২১৮ করা হয়েছিল।

ফিরল ৪৭ বছর আগের স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর এখন শুধুই মৃত্যুমিছিল এবং কাছের মানুষদের হারানোর হাহাকার। দুর্ঘটনাস্থল জুড়ে শুধু পোড়া কটু গন্ধ আর কালো ছাই। জোরকদমে চলছে মৃতদেহ এবং দেহাংশ উদ্ধারের কাজ। অভিশপ্ত এআই ১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ৪৭ বছর আগের একটি বিমান দুর্ঘটনাকে। সেই বার অভিশপ্ত বিমানটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৮৫৫ 'এম্পেরর অশোকা'। সেটিই ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম বোয়িং ৭৪৭ বিমান। মুম্বই (তখন বম্বে) থেকে দুবাই যাচ্ছিল বিমানটি। সান্তাক্রুজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমানে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) থেকে রাত ৮টা ১২ নাগাদ দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ওই উড়ানটি। বিমানে যাত্রী ছিলেন ১৯০ জন। পাইলট, কো-পাইলট সহ ক্রু সদস্য ছিলেন মোট ২৩ জন। ড্রিমলাইনারের মতো এম্পেরর অশোকাও আকাশে ওড়ার মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যে আরব সাগরে ভেঙে পড়ে। জানা যায়, রানওয়ে ২৭ থেকে ওড়ার এক মিনিট পরই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। রাতের অন্ধকারে ঠিক মতো দেখাও যাচ্ছিল না। পাইলট এবং কো-পাইলট চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। আরব সাগরে ভেঙে পড়ে ২১৩ জন যাত্রী সহ এআই ৮৫৫। সকলেই মারা গিয়েছিলেন। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা ফিরিয়ে আনল সেই রাতের ভয়াবহ স্মৃতি।

অভিশপ্ত বিমানের খণ্ডাংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন উদ্ধারকারীরা। শনিবার আহমেদাবাদে।

কৃষকের ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর গ্রাম

'তুমি যাও, আমি আসছি'

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তখন ঘড়ির কাঁটা দু'টো ছুঁইছুঁই অবস্থায়।

আহমেদাবাদের বিজে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের মেসে এক বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়া আরিয়ান রাজপুত। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আরিয়ান তাঁর বন্ধুকে মোবাইল দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি যাও, আমি হাত ধুয়ে আসছি।'

তারপর দু'মিনিটেই বদলে গেল পৃথিবী, দু'জনেরই।

বন্ধু বেরিয়ে যান। আরিয়ান তখন মেসের ভিতরেই। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে ধেয়ে আসা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে হস্টেল ভবনের পেটের ভিতর। মুহূর্তে গোটা ভবনটি ধ্বংসস্তূপ।

ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই

আরিয়ান রাজপুত।

বন্ধুর ঘোর কাটতে সময় লাগে মিনিট দশেক। তখনও তাঁর হাতে ধরা আরিয়ানের মোবাইল ফোন। তিনি সেই ফোন থেকে ফোন করেন আরিয়ানের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাড়িতে। উত্তেজিত গলায় বলেন, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আরিয়ান আহত, তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।'

ততক্ষণে মধ্যপ্রদেশের জিকসৌলি গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে বেরিয়ে পড়েছেন স্বজনেরা, একগাড়ি আতঙ্ক আর প্রার্থনা নিয়ে। তবে আহমেদাবাদ পৌঁছে যা জানলেন, তা কোনও বাবা-মা, কোনও ভাইয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়—'আরিয়ান নেই'।

জুনিয়ার ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ধবল ঘামেটি বলেন, 'আরিয়ান তখন মেসে ছিল। বিমানটি সেখানেই আছড়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় সে মারা যায়। তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

আরিয়ানের দাদা ভীকম সিং ফোনটা পেয়েছিলেন প্রথমে। গলায় তখনও সেই মুহূর্তের ভার। বললেন, 'খাবার খেতে গিয়েছিল ভাইটা। ঠিক তখনই দুর্ঘটনা ঘটল। আর তারপর কিছুই থাকল না।' তিনি বলছিলেন, তাঁর ভাই বরাবর প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ডাক্তারিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ৭২০-র মধ্যে ৭০০ পেয়েছিলেন ডাক্তারির (এমবিবিএস) প্রবেশিকা পরীক্ষায়। গাইড, টিউশন কিছুই ছিল না। বাবা রামহেত রাজপুত চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে। বাবার স্বপ্নপূরণ হয়েও হল না।

আরিয়ানের মা এখনও জানেন না, ছেলে আর নেই। গ্রামের সরপঞ্চ পঙ্কজ সিং কাঁড়ার বলেন, 'ওর মা এখনও কিছু জানে না। আমরা সময় নিচ্ছি। কেউ ওদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে না। আরিয়ান ছিল গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে মডেল। সকলে ওর মতো হতে চাইত। আর কি চাইবে!'

যাওয়ার কথা ছিল না মানালি-সানির

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : মানালির শেষবার্তা ছিল, 'সব ঠিক আছে।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার সেই বিমান এআই-১৭১।

গুজরাটের 'এনআরআই সিটি' নামে পরিচিত আনন্দ শহরের বাতাস এখন ভারী কান্না, শোক আর আক্ষেপে। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে ওড়ার পরই ভেঙে পড়ে লন্ডনগামী বিমানটি। ওই বিমানে ছিলেন আনন্দ জেলার ৩৩ জন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়। তাঁদেরই দু'জন মানালি প্যাটেল ও তাঁর স্বামী সানি।

মানালি আর সানির আদৌ ১২ জুনের ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল না। তাঁরা আসলে ৬ জুন লন্ডনে ফেরার টিকিট কেটেছিলেন। কিন্তু কিছু পারিবারিক কারণে ফেরা পিছিয়ে যায়—অজান্তেই মৃত্যুর দিকে আরও কিছু কদম এগিয়ে যান তাঁরা।

মানালির তুতোভাই জিগনেশ প্যাটেল জানালেন, 'মানালি গত দু'মাস ধরে এখানে ছিল। ওর চিকিৎসা চলছিল। সানি নিজের ব্যবসার কাজ ছেড়ে মানালির পাশে থাকার জন্য লন্ডন থেকে এসেছিল।'

১২ জুন সকালে জিগনেশ তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মানালি ও সানিকে বিদায় জানাতে। 'মানালি আমার বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসত। ওদের নিজের সন্তান ছিল না। আমাদের ছেলেমেয়ের মধ্যেই ওরা ভালোবাসা খুঁজে নিত', বলছিলেন জিগনেশ। বিদায়ের সময় মানালি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমি আবার ফিরব।' জিগনেশের অসহায় ক্রোধ, 'ও মিথ্যা বলেছিল! বলল না যে আর ফিরবে না...।'

সিভিল হাসপাতালে মানালির বাবা মুকেশ ডিএনএ নমুনা দিয়েছেন, যাতে মেয়ের দেহাবশেষটুকু অন্তত শনাক্ত করা যায়। মানালির মা জয়শ্রী তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, মেয়ে আর নেই। 'ও তো বিমানে ওঠার সময়েই বলেছিল সব ঠিক আছে, তাহলে... কেন এমন হল!' ওই কেন-র উত্তরই তো এখন খুঁজছে গোটা দেশ।

আহত অবলাদের পাশে অনেকে

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর শুধু মানুষ নয়, বিপর্যস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু পথকুকুর ও পাখিরাও। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় পশু সেবা সংগঠন 'দর্শন অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার'। সংস্থার কর্ণধার আকাশ চাভদা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬-৭টি কুকুর ও ৫০টিরও বেশি পাখির। তবে তাঁর দল ৩-৪টি কুকুর ও ৬-৭টি পাখিকে উদ্ধার করে অবলা প্রাণীগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে চাভদা বলেন, 'আমাদের সংস্থা আহত বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে কাছাকাছি হাসপাতালে ভর্তি করায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই আমরা অ্যাম্বুল্যান্স ও টিম নিয়ে এখানে চলে আসি। আগুনে পুড়ে গিয়েছিল পশুপাখির শরীর। কুকুরগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আনুষঙ্গিক হল্লায় খুব ভয় পেয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের মতো পশুপাখিদেরও কিন্তু ট্রমা হয় ভয়ংকর বিপদের অভিঘাতে। এদেরও সেটাই হয়েছে। তাদের এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।'

চাভদা জানান, 'ওদের জন্য আমরা দুধ, বিস্কুট ও মাল্টিভিটামিনের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স আরও খাবার ও ওষুধ আনতে গিয়েছে।'

দুর্ঘটনার কারণ খুঁজবে নয়া কমিটি

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৯

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে কেটে গিয়েছে তিনদিন। নিহতের সংখ্যা একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখনও উদ্ধার হচ্ছে দগ্ধ, পোড়া মৃতদেহ এবং দেহাংশ। চলছে বিমানের ভগ্নস্তূপ সরানোর কাজও। এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় যাঁরা নিজেদের স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই এখনও মৃতদেহ পাননি। ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ালেও রিপোর্ট আসতে দেরি হওয়ায় অসন্তোষ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২৭৯ বলে জানা গিয়েছে।

এই অবস্থায় শনিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু প্রথমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের মন্ত্রক অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দুর্ঘটনাটিকে দেখছে। এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র ডিজি ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়েছেন। এএআইবি ইতিমধ্যে ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে বা তার আগে ঠিক কী হয়েছিল সেটা জানা যাবে ব্ল্যাকবক্স থেকে।' অতীতে বোয়িং সংস্থার তৈরি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও প্রথমবার এই বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দিতে হবে। সোমবার কমিটির বৈঠকে বসবে। ভবিষ্যতে যাতে এয়ার ইন্ডিয়ার মতো বিমানে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি তৈরি করবে ওই কমিটি। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণও বিশ্লেষণ করবে তারা। কী কী বিধি এখন মানা হয়ে থাকে, সেগুলিও পর্যালোচনা করবে তারা।

ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স ডিকোডিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল নাকি পাইলটদের ভুল ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে। এর পাশাপাশি ওই বিমানে দূষিত জ্বালানি ব্যবহার হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবে কমিটি। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে একগুচ্ছ সুপারিশ করতে পারে তারা। বিমান সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পাইলট প্রশিক্ষণ, এবং পরিকাঠামো বিষয়েও এই কমিটি খতিয়ে দেখবে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ভারতে থাকা বোয়িং ড্রিমলাইনারগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে ডিজিসিএ। নাইডু বলেন, 'বোয়িং ৭৮৭ সিরিজের বিমানগুলির ওপর জোরদার নজরদারি চালানো হবে। ডিজিসিএ এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে ভারতে ৩৪টি ৭৮৭ বিমান আছে। সেগুলির মধ্যে ৮টি বিমানে নজরদারি করা হয়েছে।' এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ডিজিসিএ-র নির্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে বোয়িং ৭৮৭ উড়ানগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। সেই কারণে উড়ানে বিলম্ব হবে।

একনজরে

- আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় যাত্রীদের বাইরেও নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৮
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন
- ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা আটকাতে এসওপি নির্ধারণ করবে কমিটি
- উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্স ডিকোডিংয়ের কাজ শুরু
- ডিজিসিএ-র নির্দেশ মেনে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনারগুলির নিরাপত্তা পরীক্ষা শুরু

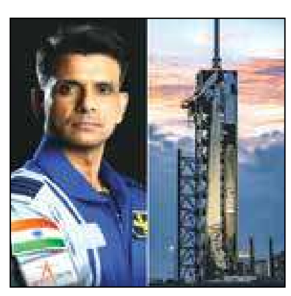

১৯ জুন যাত্রা শুরু শুভাংশুর

ফ্লোরিডা ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুন : সব ঠিকঠাক চললে ১৯ জুন মহাকাশ অভিযান শুরু হচ্ছে শুভাংশু শুক্লার। শুভাংশু এবং তাঁর তিন সঙ্গীর মহাকাশ অভিযানের দিন পিছিয়ে গিয়েছে বারবার। শনিবার তাঁদের অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানের নতুন দিন ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞানমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। ইসরোকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান, আগামী বৃহস্পতিবার মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র (আইএসএস)-এর উদ্দেশে পাড়ি দিতে চলেছেন শুভাংশুরা। আইএসএস-এর রুশ অংশে একটি লিক ধরা পড়ার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মিশন বন্ধ করা হয়েছিল। তবে সেই সমস্যা কাটিয়ে এখন মিশন প্রস্তুত।

'নাসা' বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ক্রু সদস্যরা কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডক করার সময় ধরা হয়েছে বুধবার, ১১ জুন, ভারতীয় সময় রাত ১০টা (স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট)।'

নিহত জওয়ান

ভুবনেশ্বর, ১৪ জুন : ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডে লাগাতার মাওবাদী দমন অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। এরই মধ্যে শনিবার ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমানার সারান্ডার জঙ্গলে অভিযান চলাকালীন মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন সিআরপিএফ জওয়ান সত্যবান কুমার সিং (৩৪)। উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের বাসিন্দা সত্যবান।

অস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ১৪ জুন : মণিপুরের ৫ জেলা- ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং এবং থৌবালার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করল যৌথবাহিনী। শনিবার ভোররাত থেকে অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩২৮টি রাইফেল। ৫৯১টি ম্যাগাজিন, ৩,৫৩৪টি এসএলআর রাইফেল, ২,১৮৬টি ইনসাস রাইফেল, ২,২৫২টি ৩০৩ রাইফেল, ২৩৪টি একে ৪৭ রাইফেল, ২০টি পিস্তল, ১০টি গ্রেনেড, ৭টি ডিটোনেটর সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এবার ক্ষতিপূরণ দেবে এয়ার ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১৪ জুন : বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু এবং একমাত্র জীবিত যাত্রীকে অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দেবে শনিবার জানাল এয়ার ইন্ডিয়া। অন্যদিকে অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের ধাক্কায় যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে টাটা গোষ্ঠী। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিমানবন্দর লাগোয়া মেঘানিনগর এলাকায় বিজে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলের ওপর ভেঙে পড়েছিল। কলেজের পড়ুয়া, ডাক্তার, কর্মচারী সহ ৩৩ জন মারা যান ড্রিমলাইনারের আঘাতে। টাটারা জানিয়েছে, ওই ৩৩ জনের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবে টাটা গোষ্ঠী।

এর আগে এআই১৭১-এর যাত্রী, পাইলট,ক্রু সদস্য সহ ২৪১ জনের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ। দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হস্টেলটি পুনর্নির্মাণও করে দেবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৪ দাঁড়িয়েছে। শুধু টাটারাই নয়, ড্রিমলাইনারের নিহত যাত্রীদের প্রায় দেড় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে বিমা সংস্থাগুলিও।

এদিকে ১২ জুন তারিখকে টাটা গোষ্ঠীর ইতিহাসের অন্ধকারতম দিনগুলির একটি বলে আখ্যা দিয়েছেন গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ। কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে শুক্রবার তিনি বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার যা ঘটেছে তার বর্ণনা করা যায় না। আমরা এখন শোকাহত, মর্মাহত। একজনকে হারালে আমরা তাকে ট্র্যাজেডি বলে জানি। কিন্তু এতগুলি মৃত্যু একসঙ্গে ঘটা ধারণারও বাইরে।' আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে টাটা গোষ্ঠী সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চন্দ্রশেখরণ বলেন, 'আমরা যখন এয়ার ইন্ডিয়াকে হাতে নিই তখন যাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলে জানিয়েছিলাম।'

ভারতের মানচিত্রে ভুল

ক্ষমাপ্রার্থী ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১৪ জুন : ইরানের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তিতে পড়তে হল ইজরায়েলের বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারকে।

ইরানে হামলার কারণ বোঝাতে গিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। কিন্তু সেখানে ভারতের ভুল মানচিত্র দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরকে সেই মানচিত্রে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়।

আইডিএফ এই পোস্ট করার পর থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধে। ভারতের বহু নেটাগরিক সমাজমাধ্যমে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। বিতর্ক জোরালো হতেই ভুল স্বীকার করে নেয় ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, মানচিত্রটি 'শুধু একটি আঞ্চলিক চিত্রায়ণ' ছিল। তারা স্বীকার করেছে যে, 'এই মানচিত্র সীমানাগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেনি।' এক ভারতপন্থী এক্স হ্যান্ডলকে জবাব দিতে গিয়ে তারা সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জানায়, 'আমরা দুঃখিত, যদি কেউ এতে আঘাত পেয়ে থাকেন। এই ভুল অনিচ্ছাকৃত ও অনভিপ্রেত।'

জঞ্জাল কিনছে সুইডেন

স্টকহোম, ১৪ জুন : পথেঘাটে জঞ্জালের পাহাড় দেখলে আমরা নাক সিঁটকোই। মনে মনে বলি, 'ছিছি এত্তো

জঞ্জাল'। কিন্তু আপনার পাশে কোনও সুইডেনের নাগরিক থাকলে তিনি বলে উঠতেন, 'আহা এত্ত জঞ্জাল'!

যেখানে ভারতের মতো বহু দেশ ময়লা ফেলার জায়গা খুঁজে পায় না, সেখানে সুইডেন ঠিক উলটো সমস্যায় পড়েছে। সেদেশে ময়লাই নেই! ভাবছেন, এটাও আবার সমস্যা? হ্যাঁ, সুইডেনের রিসাইক্লিং প্ল্যান্টগুলি এতটাই আধুনিক আর খিদে এতটাই বেশি যে দেশের ভিতরকার আবর্জনা দিয়ে পেট ভরে না। তাই দেশের পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে সচল রাখতে বাধ্য হয়ে বিদেশ থেকে জঞ্জাল আমদানি করতে হচ্ছে দেশটিকে।

পরিবেশ দূষণের কথা মাথায় রেখে ১৯৯১ সালেই সুইডেন জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভারী কর বসায়। বর্তমানে সেদেশের প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎ আসে বিকল্প শক্তির উৎস থেকে। ৯৯ শতাংশ আবর্জনা চলে যাচ্ছে রিসাইক্লিংয়ে। ঘরোয়া ময়লার মাত্র ১ শতাংশ পড়ছে মাটিতে (ল্যান্ডফিলে)।

অফবিট

দাম বাড়িয়ে দুঃখপ্রকাশ

টোকিও, ১৪ জুন : ফেলো কড়ি মাখো তেলের জমানায় মুনাফাই শেষকথা যে কোনও কোম্পানির। মুনাফা বাড়াতে তারা দুধ, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিসের দাম যথেচ্ছ বাড়ায় একতরফাভাবে। কিন্তু এহেন লোভী বাজারে থেকেও নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এক জাপানি আইসক্রিম উৎপাদক সংস্থা। তারা আইসক্রিমের দাম মাত্র ৯ সেন্ট বাড়িয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। ৯ ডলার বা ৯ শতাংশ নয়, মাত্র ৯ সেন্ট। সেটাও আবার ২৫ বছর পর। কোম্পানির নাম গ্যারি-গ্যারি-কুন। বহু বছর ধরে একটানা ৬০ ইয়েনে (ভারতীয় মুদ্রায় মোটামুটি ৩৫ টাকারও কমে) তারা আইসক্রিম বিক্রি করে আসছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে কাঁচামাল ও উৎপাদন খরচ বাড়ায় সংস্থা বাধ্য হয়েছে দাম ৬০ থেকে ৭০ ইয়েন (মানে বাড়তি ৯ সেন্ট মাত্র) করতে। এরপরই সংস্থার কর্তারা

সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্ষমা চেয়ে বলেন, 'আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত যে আপনাদের ওপর এই বোঝা চাপাতে হচ্ছে।'

সব সংস্থাই যদি গ্যারি-গ্যারি-কুনের মতো বিবেকবান হত!

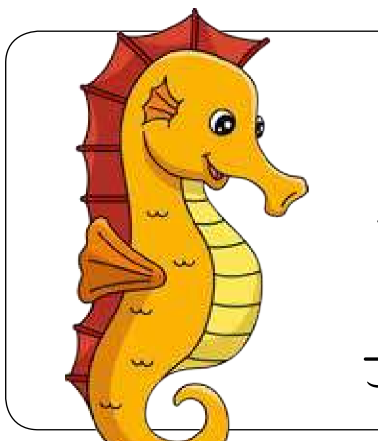

মায়েরা নয়,
সি-হর্স বা
সমুদ্র ঘোড়ার
জন্ম দেয়
তাদের বাবারা।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখালেখি

বৃষ্টিতে ভেজার সেই দিনটি এখনও আমার ভীষণ মনে পড়ে...

এবারও বৃষ্টি নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

দুপুরে আঁধার

তখনও বাড়ি ফিরতে পারিনি। আকাশে বিদ্যুতের চমকে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কানে তালা লেগে যাচ্ছে মেঘের গুড়গুড়, কড়কড় আওয়াজে। এরপর দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। দুপুরবেলাতেই যেন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল আর তার সঙ্গে লোডশেডিংও হয়ে গেল। উপায় না দেখে আমরা একটা দোকানে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আরও অনেকেই ছিলেন। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিজেই বাড়িমুখো হলাম। বৃষ্টিতে ভেজার এই অনুভূতিটা আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

- অদ্বিতা ধর
মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল

বৃষ্টিভেজা দিন

বছর তিনেক আগের কথা। তখন ঘোর বর্ষাকাল। তিনদিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। শিলিগুড়ি শহরের গলির রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। বিশেষ কাজে মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে। বর্ষাতি পরে বেরিয়ে পড়লাম বাস ধরতে। রাস্তায় কোনও যানবাহনের দেখা নেই। হেঁটেই বাসস্ট্যান্ডে যেতে হল। বাসে উঠে জানলা দিয়ে দেখলাম, বাইরের প্রকৃতি যেন স্নান সেরে হাসছে। মনটা ভালো হয়ে গেল। সেই অনুভূতি আজও মনে আছে।

- কৌস্তুভ রায়
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

দারুণ অনুভূতি

একদিন বিকেলে পড়তে বসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। মাকে বললাম, মা, আমি কবে বৃষ্টিতে ভিজব? আমার খুব ইচ্ছে করে সবার মতো বৃষ্টিতে ভিজতে। বৃষ্টিতে ভিজতে গেলেই তুমি হাতে ছাতা ধরিয়ে দাও।

ধমক দিয়ে মা বলল, পড়ার সময় এসব কথা শুধু তোমার মাথায় কেন ঘোরে? চুপচাপ পড়ো।

একদিন আমি ও মা আমার বান্ধবী ও তার মায়ের সঙ্গে মেলায় গেলাম। মেলায় সবে ঢুকেছি অমনি বৃষ্টি এল মুষলধারে। সবাই ভিজে গেলাম। বাড়ি ফিরে সর্দিকাশি ও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। তবু যত কষ্টই হোক না কেন, প্রথমবার বৃষ্টিতে ভেজার সেই অনুভূতিটা আমার কিন্তু দারুণ ছিল।

- রূপকথা নন্দী
ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ডাকাত ধরা

পিয়াল ভট্টাচার্য

দুপুর বেলা। চারদিকটা নিঝুম হয়ে আছে। এদিকে এখনও ঘন বসতি গড়ে ওঠেনি। দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। বাড়িতে তখন আশুবাবুর স্ত্রী বিছানায় গা এলিয়ে টিভি দেখছেন। ছেলে সোনাই ভেতরের ঘরে বসে গল্পের বই পড়ছিল। ওর স্কুল ছুটি আজ। আশুবাবু অফিসে। আশুবাবুর স্ত্রী উঠে এসে দরজা খুলতেই আচমকা হুড়মুড় করে দুজন দরজা ঠেলে ধাক্কা দিয়ে আশুবাবুর স্ত্রীকে মেঝেতে ফেলে দিয়েই দরজা বন্ধ করে দিল। একজন হাতে পিস্তল ধরে বলল, 'কোনও শব্দ করবি না।' আর একজন বলল, 'কোথায় কী আছে দেখিয়ে দে।'

অন্যজন বলল, মোবাইলগুলো আগে দে। বলে আশুবাবুর স্ত্রীর বিছানার ওপর রাখা মোবাইলটা দেখে ওটা নিয়ে ভেতরের ঘরে গেল। সব ঘর খুঁজে কোথাও মোবাইল আর দেখতে পেল না। কোনও লোকজনও দেখতে পেল না। আশুবাবুর স্ত্রী মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি না করে কোথাও চুপটি করে লুকিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। যাক বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে ডাকাতগুলো ওকে পেলে হয়তো ধরে মারধর করত।

এবার একজন বলল, 'আলমারির চাবি দে।' আশুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আলমারিতে জামা-কাপড় ছাড়া কিছু নেই।'

-'মিথ্যে কথা। সোনার গয়নাগুলো কোথায় তবে? ব্যাংকের লকার থেকে তুলে এনেছিস।'

আশুবাবুর স্ত্রী চমকে উঠলেন! কীভাবে জানল? কারও মাধ্যমে জেনেছে। কে সে? তবে কি মঙ্গলার কাজ! হতে পারে। ও-ই একমাত্র দেখেছে। মঙ্গলা আশুবাবুর বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। তবে নিশ্চয়ই ও ডাকাতদলের ইনফরমার।

দু'দিন আগে ছোট বোনের বিয়েতে গিয়েছিলেন। সেজন্য ব্যাংকের লকার থেকে গয়না বের করে এনেছিলেন। নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের হাতে আলমারির চাবি তুলে দিলেন। ওরা আলমারি খুলল। সব গয়না নিল। কিছু টাকা ছিল, সেগুলো নিল। তারপর ঘরগুলো ঘুরে দেখল কিছু নেওয়ার আছে কি না। আর কিছু পেল না।

এবার দরজা খুলে ডাকাত দুজন বাইরে এসে গেটের সামনে দাঁড় করানো বাইকে চাপতে যাবে দেখে বাইকের চাকায় হাওয়া নেই। কে করল? গতিক ভালো মনে হচ্ছে না। দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এদিক-ওদিক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। চোরের মন পুলিশ-পুলিশ। চাপা স্বরে একজন অপরজনকে বলল, 'চল ভালো মানুষের মতো এভাবেই হাঁটা দিই। বাইক নিয়ে চিন্তা পরে করা যাবে। মালগুলো আগে সরিয়ে রেখে আসি। গতিক ভালো ঠেকছে না। দৌড়ানো যাবে না। তাহলেও বিপদ। লোকে সন্দেহ করবে।'

এমন সময় দেখে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ বন্দুক তাক করে তাদের ঘিরে ধরছে। পুলিশ অফিসার গর্জে উঠলেন, 'একদম পালানোর চেষ্টা করবি না। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। নয়তো পায়ে গুলি করে ল্যাংড়া করে দেব। এত দুঃসাহস, দিনদুপুরে ডাকাতি!' ডাকাত দুজন অবাক। কী করে হল! বিস্ফারিত চোখে বড় হাঁ করে দুজন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

এমন সময় সোনাই মা-বাবার হাত ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খিলখিল করে হেসে বলে উঠল, 'কেমন বোকা ডাকু তোরা। কী করে ধরা পড়লি বুঝতে পারলি না? আমি রে তোদের ধরিয়ে দিয়েছি। বন্দুক পিস্তল নিয়েও পারলি না। আর তোদের দলের স্পাই যদি কেউ থাকে ওকেও ধরে ফেলবে পুলিশ দেখিস।' পুলিশ ডাকাত দুটোকে থানায় নিয়ে গিয়ে গয়না, টাকা সব উদ্ধার করে আশুবাবুর হাতে তুলে দিল।

ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়তেই অনেক লোক এসে আশুবাবুর বাড়িতে ভিড় জমাল। সকলের কৌতূহল, কী করে ডাকাত ধরলেন? সোনাই তখন বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ধরেছি। আমাদের ঘরে যখন ডাকু দুটো ঢুকে পড়ল, তখন আমি ভেতর ঘরে গল্পের বই পড়ছিলাম। আমি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর ভাবলাম ভয় পেলে তো হবে না। আবার ওদের সঙ্গে লড়াই করব কী করে? হাতে অস্ত্র। চিৎকার করে কাউকে ডাকাও যাবে না। ওরা ধরতে পারলে আছাড় মেরে আমার কান্না বন্ধ করে দেবে। তাহলে উপায়? তখন দেখলাম আমার ঘরে বাবার আর একটা পুরোনো মোবাইল রয়েছে। ওটা বাবা বাড়িতে রেখে যায়। ওই মোবাইলটা নিয়ে শুট করে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ে চুপিচুপি ফোন করে সব জানিয়ে দিলাম বাবাকে। চুপ করে ওখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম।'

সোনাই বলে চলল, 'ডাকাতগুলো ঘরে খোঁজাখুঁজি করে আমার সন্ধান পায়নি। বাবা তখনই পুলিশকে ফোন করে দেয়। আমাদের কাছেই থানা বলে পুলিশের আসতে সময় লাগেনি। ব্যাস, তারপর তো দেখলে কাণ্ড।'

আশুবাবু বললেন, 'পুলিশ এসেই ওদের মোটরবাইকের চাকার হাওয়া আগে খুলে দিয়ে চারদিকে পজিশন নিয়ে লুকিয়ে ছিল। যেই না ওরা বেরিয়েছে আর অমনি আক্রমণ।'

সকলে কিন্তু ছোট্ট সোনাইকে ধন্যবাদ দিল বেশি করে।

থেমে গেলে ক্ষতি নেই

গৌতমেন্দু রায়

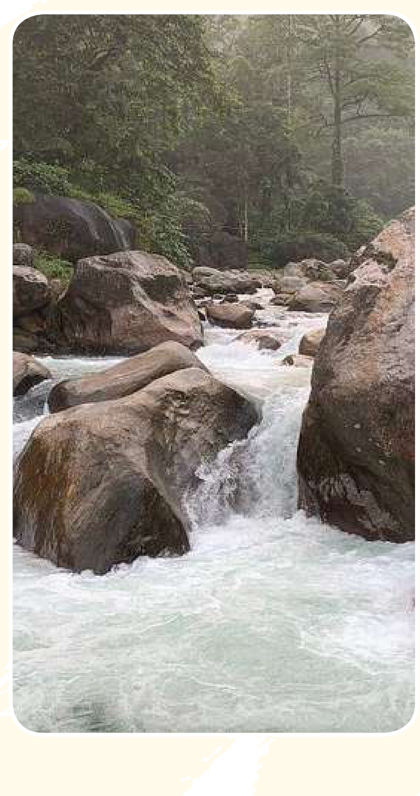

পিঠে রুকস্যাক, ঘাড়ে নেকব্যান্ড
হেঁটে চলে যাও রকি আইল্যান্ড।
পথটা নিরালা, শান্ত, গভীর
আশপাশে চোখে পড়বে না ভিড়।
কত পাখি ডাকে ময়না, তিতির
অদূরে দোকান কাঞ্ছি দিদির।
দিদির দোকানে পাহাড়ি খাবার
একটু খেলেই চাইবে আবার।
প্যাঁচালো কী এক শেলরোটি নাম
অপূর্ব স্বাদ, সামান্য দাম।

হেঁটে হেঁটে তুমি যখনই শ্রান্ত
চোখে পড়ে যাবে নদীর প্রান্ত।
নদীর জলেতে সচকিত মাছ
তুমি যে এসেছ, করেছে সে আঁচ।
নুড়ির শরীরে কালের চিহ্ন
জলস্রোত করে ছিন্নভিন্ন।
হঠাৎ কুয়াশা কাছে আসে ধেয়ে
অন্য ভুবন দেখো চেয়ে চেয়ে।
আরও যেতে হবে অনেকটা বাকি
সময় তোমাকে দেবেই যে ফাঁকি।

দ্রুত হেঁটে যাও ঝরনার কাছে
মনের শান্তি ওখানেই আছে।
শান্তি কুড়িয়ে ঝোলা নাও ভরে
প্রকৃতি দিয়েছে উজাড় করে।
আনন্দ আর উচ্ছ্বাস যত
বারিধারা হয়ে নামে অবিরত।
এখানেই তুমি থেমে যাবে নাকি?
রকি আইল্যান্ড অনেকটা বাকি!
থেমে যাও যদি ক্ষতি নেই তাতে
দেখা হবে ফের নতুন প্রভাতে!

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে

তুহিনকুমার চন্দ

তুরুক পাখি ধরুক আরও মেঘের ডানা
ছিঁড়ুক আরও পড়ুক ঝরে বৃষ্টি কণা,
মেঘমল্লার আনুক টেনে বৃষ্টি বাদল
লাজুক হাওয়ায় চতুর্দিকে বাজুক মাদল।

উড়ুক পাখি মেঘের ভেলায় বিকেলবেলা
ধানের খেতে বাতাস দোলায় নাগরদোলা,
বাঁশের ঝাড়ে কল্কে ফুলের রং বাহারী
ছিটেফোঁটা বৃষ্টি তোদের সঙ্গে আড়ি।

নদীর জলে ভাসছে পাতার নৌকোগুলো
উড়ছে হাওয়ায় আকাশ জুড়ে শিমুলতুলো
বইছে বাতাস উলটপালট উলটো দিকে
বৃষ্টি উধাও আকাশখানাও হচ্ছে ফিকে।

ঈশান কোণে জাল বুনেছে মেঘগুলো সব
শন শন শন চারদিকেতে সেই কলরব,
ঘরের চালে বৃষ্টি নামে টাপুরটুপুর
রাত্রি নামে নিকষ কালোয় মধ্য দুপুর।

মেঘমল্লার লুকিয়ে আছে মেঘের কোলে
উথালপাতাল পথের ধুলো হাওয়ায় দোলে
নামবে নাকি কালবোশেখি আমার গ্রামে
মধ্যরাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

চাতক ও বৃষ্টির জল

চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে/ ডাকে কুবো কুব কুব লুকায়ে কোথায়। এটা অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখা 'মধ্যাহ্নে' কবিতার লাইন। কবি এই কবিতায় গ্রীষ্মের দুপুরবেলার অসাধারণ ছবি তুলে ধরেছেন। চাতক, বক আর কুবো হচ্ছে তিনটি পাখির নাম। তার মধ্যে চাতক পাখিকে নিয়ে নানা গান আর গল্প প্রচলিত রয়েছে। একটা গল্পে আছে, বৃষ্টির জন্য চাতক পাখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে হাঁ করে থাকে। বৃষ্টি এলে মুখের মধ্যে ফোঁটা পড়ে। চাতক সেই জল খায়। যত দিন বৃষ্টি না হয় চাতক জল খায় না। গলা শুকিয়ে গেলে বৃষ্টির জন্য ওরা চিৎকার করে। কারও কারও ধারণা এই পাখি বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে মুখ করে ফটিক জল ফটিক জল বলে আওয়াজ করে। এইসব গল্প কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। শুধু চাতক নয়, অনেক পাখিকে নিয়েই নানারকম গল্প প্রচলিত আছে। বাস্তবে এই পাখি তেষ্টা পেলে মোটেও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে না। তার বদলে পুকুর নদী নালা খাল বিল যেখানে জল পায় সেখান থেকেই ঠোঁট ডুবিয়ে তেষ্টা মিটিয়ে নেয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

একটিমাত্র অক্ষর যোগ করে কীভাবে একজনকে ১২ জন করা যাবে?

চোখের সামনেই থাকে। সিঁড়ি ছাড়াই সব সময় ওঠানামা করে, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না। কী সেটা?

দেখতে সুন্দর হলেও কোন ফুল গাছে ফোটে না?

কোন জিনিস জন্মের পর থেকেই বুড়ো, তার ছোট বা শিশু হবার কোনও সম্ভাবনা নেই?

গত সংখ্যার উত্তর
স্পঞ্জ, নদী, মেঘ, নিঃশ্বাস ও ঘড়ি

অক্ষর সাজাও

- চিতাকারখত
  মেতিজমেক্ষিরি
  হীজিবিরনন
  তালবলতীজ্জা
- নশাকেনিতন্তি
- প্রতিকৃসলর
- হেমবাসাবেগ

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : ফোপরদালাল, সমাধি মন্দির, স্বর্ণালংকার, হিসাবনিকাশ, ভয়ালদর্শন ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভুবনমোহিনী

আঁকিবুকি

আয়ান ইসলাম, তৃতীয় শ্রেণি, এপিক পাবলিক স্কুল।

দময়ন্তী মণ্ডল, তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট মেরিজ স্কুল।

সমৃদ্ধি সাহা, সপ্তম শ্রেণি, নারায়ণা স্কুল।

সিদ্ধার্থ চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল।

দেবরূপ মহন্ত, পঞ্চম শ্রেণি, জার্মালস অ্যাকাডেমি।

দিনকয়েক আগে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে খুন হলেন ইন্দোরের এক তরুণ। তাঁর স্ত্রী তখন 'অপহৃত'। সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছিল সেখানকার স্থানীয় মানুষকে। ড্রাগসচক্র, নারী পাচার, বাংলাদেশ বা মায়ানমার যোগ-- কতরকম তত্ত্ব নিয়ে চর্চা হল। পরে দেখা গেল, নবপরিণীতা স্ত্রীর হাতেই খুন হয়েছেন স্বামী। উত্তর ভারতের মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এখন অনেকেই সরব। তাঁদের প্রশ্ন, সারা ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সবসময় ছোট করতে চায়, নিজেদের লোক ভাবে না। এখনও ওই রাজ্যগুলোর ছেলেমেয়েদের নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরুতে বিশেষ নামে কটাক্ষ শুনতে হয়। এমন কেন হয়? উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়েই চর্চা।

উপেক্ষিত সেভেন সিস্টার্স

ধূসর ধরে নেওয়া হয় উত্তর-পূর্বকে

অরূপরতন আচার্য

এক ভারত আর তার ভেতরেই অনেক ভারত। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কিংবা উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব। সব মিলিয়ে যেন এক রঙিন ক্যানভাস।

কিন্তু এই রঙিন ক্যানভাসের উত্তর-পূর্বের ভাগটা কি প্রকৃতির রং ছাড়া সত্যিই উজ্জ্বল? নাকি অবহেলার ধুলো জমতে থাকা দেখতে দেখতে গোটা উত্তর-পূর্বটাকেই ধূসর বলে ধরেই নিয়েছেন বাকি ভারতবাসী? যদিও চির অবহেলিত উত্তর-পূর্ব ভারতের কাহিনী যে আসলে অনেক বর্ণময় ঘটনার প্রতিচ্ছবি তা যে কোনও চিত্রশিল্পীর রংতুলি আর চলচ্চিত্র শিল্পীর ক্যামেরাকেও হার মানাতে পারে।

ছোট ছোট চোখ, নাকের আকর্ষণীয় চেহারার মানুষগুলোর উন্নয়নের জন্য কারই বা কী যায় আসে? কিন্তু ঘটনাচক্রে এই উত্তর-পূর্ব ভারতেই বেড়াতে এসে বাকি ভারতীয়দের যদি কোনও অসুবিধা হয় তখন ওই ছোট ছোট চোখের মানুষগুলোকে দোষারোপ করতে কেউ কিন্তু এক রত্তিও পিছপা হন না। ইন্দোরের সেই তরুণের মৃত্যুর পর পরিবারের তরফে অভিযোগ ছিল, মেঘালয় পুলিশ মিথ্যে গল্প ফাঁদছে আর স্থানীয় মানুষ এই খুনের সঙ্গে জড়িত। জাতীয় মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা তত্ত্ব দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা যদি তাই-ই হত, তাহলে সরকারি তথ্য অনুসারে ২০২৪ সালে ১৬ লাখ পর্যটক মেঘালয় ভ্রমণ করেছেন কীভাবে? যার মধ্যে ১৩.৭১ লাখ ছিলেন দেশি পর্যটক। কাজেই মেঘালয় যদি নিরাপদই নয়, তাহলে সরকারি তথ্য মতে এত দেশি-বিদেশি পর্যটক মেঘালয়ে আসেন কেন? আর নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মিউজিক লাভার ওই মানুষগুলোর কাছে পর্যটন অর্থনীতি কার্যত বেঁচে থাকার রসদ।

রাজা রঘুবংশীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সাতপাঁচ বিচার না করে নেটিজেনদের মন্তব্যে শব্দচয়ন থেকে ভাষা আর উদ্দেশ্য সব মিলিয়ে যে ছবিটা ধরা পড়েছে, তা সত্যিই খুব দুঃখজনক ও উদ্বেগের। কারণ নিজের দেশের এক প্রান্তিকায়িত প্রদেশের মানুষ সম্পর্কেই এই বিরূপ মন্তব্য করছেন অন্যান্য প্রদেশের মানুষ। গত দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যে মন্তব্যগুলো সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে তার কয়েকটি নমুনা যদি স্থানকালপাত্র বাদ দিয়ে একটু লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে যা খুশি, বলে গিয়েছে। তদন্তের পর যখন জানা গেল, এই হানিমুন মার্ডারের সঙ্গে একজন মেঘালয়বাসীরও কোনও সংশ্রব নেই, তখনও মন্তব্যকারীদের মধ্যে কারও একবারের জন্যও সমাজমাধ্যমে তাদের বিরূপ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনও উদাহরণ লক্ষ করা গেল না। কিন্তু এই ঘটনার ঘনঘটাকে ঠিক কীভাবে দেখছেন উত্তর-পূর্বের বা পূর্ব ভারতের কেউ কেউ? চলুন একটু দেখে নেওয়া যাক।

মেঘালয়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক শিলং টাইমস-এর সম্পাদক পেটিরিসিয়া মুখিম জোরগলায় বলেন, 'এটা খুব দুঃখের যে, এই বিষয়ে মূল ধারার কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত হয়নি।' মুখিমের স্পষ্ট দাবি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা প্রায় সকলেই উত্তর-পূর্ব ভারত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই তাঁরা মেঘালয়ের মানুষ সম্পর্কে কিছু না জেনেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

শিলচরের কাছাড় কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক জয়দীপ বিশ্বাস যেমন বলছিলেন, 'এই ন্যারেটিভটা কিন্তু একদম এমনি এমনি একদিনে তৈরি হয়নি। তবে এর পেছনে কিছু সত্যতা যে নেই তাও না।' উদাহরণ দিয়ে তাঁর দাবি, 'মেঘালয়ে ইনার লাইন পারমিট নেই, কিন্তু ইনার লাইন পারমিটের জন্য জোরালো দাবি আছে, বিভিন্ন খাসি ছাত্র সংস্থার তরফে। আবার মেঘালয়ে আজ পর্যন্ত ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়নি। যদিও চালু হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা দুটোই ছিল কিন্তু খাসি ছাত্র সংস্থা চায় না ট্রেন চালু হোক। কারণ ট্রেন চালু হলে অনুপ্রবেশের সংখ্যা বাড়বে আর খাসি সংস্কৃতি বিপন্ন হতে পারে। উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্য যেমন নাগাল্যান্ডে ইনার লাইন পারমিট ছাড়া মূল ভূখণ্ডের ভারতবাসী প্রবেশ করতে পারে না। অরুণাচলপ্রদেশের ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে।'

পাশাপাশি তিনি বলেন, এটা দিনের আলোর মতো সত্যি যে, মেঘালয়ে বাঙালিকে ভালো চোখে দেখা হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, সাম্প্রতিক অতীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে শিলংয়ে যে মিছিল হয়েছিল, সেই মিছিলের আয়োজকরা যে বেছে বেছে বাঙালিদের মারধর করেছিলেন তা কিন্তু কিছু সংবাদমাধ্যমের চোখ এড়ায়নি। আর বাঙালি বিদ্বেষভিত্তিক ঘটনা যে কিছু কিছু ঘটেনি তাও কিন্তু কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না বলে দাবি অধ্যাপকের। পাশাপাশি মন্তব্য, 'উত্তর-পূর্বের এইসব ছোট নৃগোষ্ঠীর মানুষ যখন নিজেদের যোগ্যতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেগা সিটিতে বেশ ভালো সংখ্যায় কাজ করতে গিয়ে পালটা রেসিয়াল আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসেরও যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সুতরাং কোনও একটা গোষ্ঠীকে একতরফাভাবে দোষী করা যায় না।'

কলকাতায় সাংবাদিকতার স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুদ্রাণী চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর এমএ পরীক্ষার জন্য ফিল্ম রিভিউ প্রোজেক্ট তৈরি করছিলেন, সেই সময় তাঁর গ্রুপের সহপাঠীদের সামনে গ্রুপ লিডার হিসেবে রিভিউয়ের জন্য অনুভব সিনহা পরিচালিত "অনেক" ছবির নাম উত্থাপন করেন। তখন তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা অবলীলায় বলে ওঠেন, 'ও আচ্ছা ওই নর্থ-ইস্টের চাউমিন মোমো রিলেটেড ছবিটা তো?' এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রুদ্রাণীর দাবি, এটা আসলে একটা নিখাদ স্টিরিওটাইপ ভাবনা।

অসম সরকারের পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক দিগন্ত ওজার সঙ্গে কথা হচ্ছিল এ নিয়ে। তাঁর মতে, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার সঙ্গে বাকি ভারতের প্রধান ভাষা হিন্দির দাপট এক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে পুঁজিপতিরা তাঁদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে বিক্রি করার সহজ সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই এ ধরনের মন্তব্যের পরিমাণ বাড়ছে।' কলকাতায় পড়তে আসা মেঘালয়ের ছাত্র সিতাং কুরের আবার হতাশা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরের অনেকেই নাকি চিঙ্কি শব্দটি ব্যবহার করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিত ও লাবণ্যের দেশের এই মানুষগুলোর কেউ কেউ গিটার হাতে বসে পড়েন, পর্যটকদের সঙ্গে গানের আসরে। হোমস্টের খাসি পরিবারের কোনও এক সদস্য যখন নিজের হাতে রান্না করা খাবার বুকিংয়ের টাকার বাইরে ভাগ করে নেন পর্যটক বন্ধুদের সঙ্গে, তখন ওই একের ভিতর অনেক ভারতের রঙিন ক্যানভাসে যে নতুন রং সংযোজিত হয়, তার খবর পান না সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরূপ মন্তব্যকারী সেই নেটিজেনরা।

(লেখক অসমের করিমগঞ্জের বাসিন্দা। কলকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক)

অন্ধের হস্তীদর্শনে বাস্তবজ্ঞান নেই

প্রসূন আচার্য

উত্তর-পূর্ব ভারত যেন এখনও এক বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, সেভেন সিস্টার্স-এর কথাই বলছি। আমরা ভারতের বাকি অংশের মানুষ, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের মানুষ শুধু প্রকৃতির টানে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যে বেড়াতে যেতে চাই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনওদিন একাত্ম হতে চাই না। পেশার কারণে বহুদিন অসমের শিবসাগরে ছিলাম। ওখানে থাকার পর এই উপলব্ধি আরও জমাট হয়েছে।

এই সাত রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্যাপারে জানতে চাওয়া বা বুঝতে চাওয়ার ঘোর অনীহা এবং কথায় কথায় তাঁদের জংলি মনে করে তাঁদের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা জুড়ে দেয় বাকি ভারতের মানুষ। এর পাশাপাশি অপহরণ, ড্রাগস, কিছু ক্ষেত্রে নারী পাচার, এইসব মিথ্যে ধারণা নিয়েই ভারতের বাকি অংশের মানুষ জীবন কাটায়। আর তাঁদের সেই মিথ্যে ধারণাকে অক্সিজেন, সার, জল দিয়ে পুষ্ট করে আমাদের দেশের মিডিয়ার একাংশ। বিশেষ করে মোদিময় ইডিয়ট বাক্স। যেখানে ফেক নিউজ এবং মিথ্যে প্রচারটা আসল। আর সত্যিটা চাপা দেওয়া হয়, একেবারে ওপরের নির্দেশে। যাঁরা চ্যানেলের মালিক।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম হানিমুনে মেঘালয়তে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এতদিনে সবাই জেনে গিয়েছেন, মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ের একটি হোমস্টেতে থাকার সময় রাজা নিখোঁজ হন।

তামাম মিডিয়া প্রচার করতে থাকে, তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। কেউ বলেন, বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে সোনমকে। মিডিয়া কোনও প্রমাণ ছাড়াই সন্ধ্যায় আলোচনার আসর বসায়, কীভাবে এই ৭ রাজ্যে অপহরণ একটা বড় শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে ড্রাগসের কারবার চলে এসব জায়গায়। অর্থাৎ যতটা সম্ভব কালি লেপন করা যায় ওই রাজ্যের মানুষগুলোর ওপর। কিন্তু ক'দিন পরেই জানা যায়, সোনম নিজের প্রেমিকের সাহায্য নিয়ে রাজাকে খুন করিয়েছে। মিডিয়া প্রসঙ্গ বদলায়। কিন্তু এই যে নির্দোষ মানুষগুলো, নির্দোষ রাজ্যগুলোর ওপর অযথা কালি লাগানো হল, তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ প্রকাশ করে না।

আসলে আমরা এইভাবেই দেখতে ভালোবাসি। সিংহভাগ হিন্দু। মোদি-শা'র জমানায় যাঁরা অন্ধভক্ত। সাংবাদিক হিসেবে কর্মসূত্রে অসমে থাকতে হয়েছে কিছু বছর। তখন সেভেন সিস্টার্সের কিছু রাজ্যেও ঘুরেছি। এই এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি একেবারে নেই, এটাও বলব না। কিন্তু যত বড় করে দেখানো হয় বা আমরা ভাবি, আদৌ সেটা নয়।

আসলে আমরা যাঁরা ভারতের অন্য অংশে বাস করি তাঁরা, কোনওদিন এঁদের সমস্যা কথা ভাবিনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে এই রাজ্যগুলি কীভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কীভাবে অসম খণ্ডিত হয়েছে বারবার, কীভাবে নাগাল্যান্ড তৈরি হয়েছে, ডিমাপুর কীভাবে নাগাল্যান্ডের মধ্যে গেল, কীভাবে মেঘালয় আলাদা রাজ্য হল, মণিপুর, মিজোরাম বা অরুণাচলের মানুষ ভারতের মধ্যে থাকার জন্য কী কী বিশেষ সুবিধা পান, আমরা কোনওদিন সেটা জানতে চাইনি। মিডিয়া আমাদের বলেনি। আমরা কোনওকিছু বোঝার চেষ্টা করিনি। ফলে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো আমাদের একটা ভাসা ভাসা ধারণা তৈরি হয়েছে। যেটা বাস্তব থেকে অনেকটাই আলাদা।

অসমের শিবসাগরে যখন আমি বদলি হলাম, (ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি-অগপ সরকার গঠিত হয়েছে) আমারও খুব বেশি ধারণা ছিল না আর পাঁচজনের মতো। কিন্তু দেখলাম, এত বাঙালি, বাংলার বাইরে দেখিনি। বিহারি, অহমিয়ারা তো আছেনই। শিবসাগর রাজনৈতিক সূতিকাগার। এখান থেকেই অসম গণ পরিষদ, উলফার উত্থান। রাজনীতির জন্য বহু খুন হয়েছে। মিলিটারি অপারেশন হয়েছে। অপারেশন রাইনো। অনেকেই স্বজন হারিয়েছেন। কিন্তু ভারতের বাকি অংশের মানুষ সম্পর্কে তাঁরা অনেক বেশি জানেন। খোঁজ নেন। শ্রদ্ধাশীল। তিনসুকিয়া থেকে জোরহাট, সর্বত্র।

শুধু তাই নয়, লোয়ার অসমের বিস্তীর্ণ এলাকায়, যেখানে বাঙালি মুসলিমদের বাস, সেখানকার অহমিয়া তাঁরাও অনেক বেশি সংবেদনশীল। বরপেটা, নগাঁও, ধুবড়ি এমনকি গুয়াহাটি অবধি। এখানকার মানুষ বাকি ভারতকে চেনেন। জানেন। কিন্তু আমরা তাঁদের জানি না। জানতে চাই না। বস্তুত ইংরেজ আমলে তেল, খনিজ পদার্থ, কয়লা, চা বাগান, কাঠ এই সবই শুধু এই এলাকা জুগিয়ে গিয়েছে ভারতের অন্য অংশের জন্য। প্রতিদানে তাঁরা পেয়েছেন খুবই কম। অবস্থার পরিবর্তন খুব বেশি স্বাধীন ভারতেও হয়নি।

এই ধরুন না অসমের শিবসাগর, সরাইদেও, ডিব্রুগড়ের কথা। সেখানে মাটির নীচে তেল। মাটির ওপরে চা, কাঠ, কয়লা। কাজ করেন যেসব শ্রমিক, অধিকাংশ বিহারের বা আদিবাসী, যাঁরা একসময় ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে এসেছিলেন। আর বেশিরভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উচ্চপদে, ওএনজিসি বলুন বা ইন্ডিয়ান অয়েল, তাঁরা সবাই সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। কেউ গুজরাট, কেউ তামিলনাড়ু বা কেউ বাংলা থেকে। এঁরা সবাই নিজের রাজ্যে যাতায়াতের জন্য বিশেষ ভাতা পান। স্থানীয় গ্রামের মানুষ কিন্তু আজ থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যেই আছেন।

একই অবস্থা অন্য রাজ্যেও। অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুরে ভিনরাজ্যের মানুষ জমি কিনতে পারেন না। কিন্তু ঘুরপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সব মাড়োয়ারি, গুজরাটি বা অন্যদের কবজায়। খাসি বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যাঁরা বাস করেন, সেই তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা থাকলেও চাকরি নেই। কাজের জন্য তাঁদের যেতে হয় ভিনরাজ্যে।

নাগাল্যান্ডের কোহিমায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ওখানকার মানুষের মনে এখনও ৯০-এর দশকে ভারতীয় সেনার কামান দাগার স্মৃতি ঘুরেফিরে আসে। রাস্তায় রাস্তায় সেনা। আসাম রাইফেলস। আফস্পা। এসব মিলিয়ে যেন এই মানুষগুলি পুরোটাই অন্য দেশের বাসিন্দা। মণিপুরের ইম্ফল বা চূড়াচাঁদপুরেও এক দশা। না হলে দেখুন, গত দুই বছর ধরে খ্রিস্টান কুকি আর হিন্দু মেইতেইদের দাঙ্গায় (এটা পুরোটাই বিজেপি এবং সংঘ-এর পরিকল্পিত) মণিপুর জ্বলে পুড়ে গেলেও মোদি একবারের জন্যও যাওয়ার সময় পান না। নাকি ইচ্ছে করেই যান না। কারণ ওখানকার পাহাড়ের নীচের খনিজ ভাণ্ডারে যে আদানির নজর। ঠিক যেভাবে ছত্তিশগড়ের হাসদেও জঙ্গল (আয়তন হুগলি জেলার মতো) তুলে দেওয়া হয়েছে আদানির হাতে। মাওবাদী বা নকশাল নিধন ছিল তার মধ্যে একটা পরিকল্পনার অংশ।

আর এসব নেতার অন্যায্য কাজের বৈধতা দিতেই এবং সহজেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মানুষকে 'অপরাধী' বলে দাগিয়ে দিতে পিছপা হয় না সর্বভারতীয় মিডিয়া। তখন মেরি কম, মীরা বাই চানু, রেনেডি সিং বা তাঁদের মতো আরও কয়েকশো ক্রীড়াবিদের সাফল্যের কথা ভুলিয়ে দিয়ে বারবার তুলে ধরা হয় হেরোইনের জন্য পপি চাষের কথা। ড্রাগস এবং অপহরণের কথা।

দায়ী সেই জাতীয় স্তরের গোদি মিডিয়া, যাঁরা ভারতের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং রাখছে। স্রেফ হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তানি গড়ার লক্ষ্যে।

(লেখক সাংবাদিক। দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্ব ভারতে কাজ করেছেন)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাবাদের দিন ...

‘বাবা’ শব্দটার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে ভালোবাসা, মায়া, নির্ভরতা। তাই মাতৃদিবসের মতো রবিবার পিতৃদিবস উদযাপনে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না জেন জি-রা। কেউ বাবার জন্য অর্ডার দিয়েছে কেক। কেউ নিজে হাতে রান্না করে বাবাকে খাওয়ানোর পরিকল্পনা করেছে। কারও বাবা বাইরে থাকেন, অনেকদিন পরে দেখা হয়। কারও বাবা নেই। এমন বিভিন্ন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বললেন অনসূয়া চৌধুরী এবং অনীক চৌধুরী।

কর্মসূত্রে যখন বাইরে

জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দেখছি বাবা রাজ্যের বাইরে থাকেন। পুজোর সময়ও সবাই যখন বাবার সঙ্গে ঘোরে তখন আমার পার্টনার মা। যখন এক কিংবা দেড় বছর পর বাবা আসে তখন আমার সেরা সময় কাটে। বাবার সঙ্গে স্কুল-টিউশনিতে যাই। মা বলেছে বাবা বর্ডারে দেশের সকলের রক্ষায় কাজ করছে, তাই সবসময় বাবাকে ফোন না করতে। বাবা যখন সময় পায় তখন ভিডিও কলে দেখি। মিস ইউ পাপা। ফাদার্স ডে-তে বন্ধুরা অনেক প্ল্যান করেছে। আমি ফোনে উইশ করব যদি কথা হয়। নয়তো বাবা এলে মজা হবে।

– তিতাস রায় ছাত্র

অনুভবে আছে

২০১৮ সাল আমায় বুঝিয়েছিল মাথার উপর থেকে ‘বাবা’ নামের ছাদটা চলে যাওয়ার যন্ত্রণা কতটা। আমার মনে হয় না বাবাকে আলাদা করে মনে করার জন্য কোনও বিশেষ দিনের প্রয়োজন। আমাদের যাদের বাবা নেই তারা হয়তো আমার মতো প্রতিটা মুহূর্তে বাবাকে শারীরিকভাবে দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারে। তাই বাবা নেই এটা আমি বিশ্বাসই করি না। প্রতি মুহূর্তে অফিস থেকে বাড়ি সর্বত্র বাবাকে অনুভব করি। বাবা মানে আশ্রয়, বাবা মানে পাহাড়সম ভরসা। প্রতিদিনের মতো আজও মনে মনে উইশ করব, কথা বলব বাবার সঙ্গে।

– আলোকিতা সেন চাকরিজীবী

মায়ের ভূমিকায়

১৪ বছর বয়সে মাকে হারানোর পর বাবা যেভাবে আমাদের দুই বোনকে মানুষ করেছেন, ঘরেবাইরে পুরোটা সামলে আমার বিয়ে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। যখন ছোট ছিলাম, না বুঝলেও এখন বড় হয়ে তাঁর অবদান এবং ত্যাগ বুঝতে পারছি। এই ফাদার্স ডে-তে প্রার্থনা করব, বাবা যেন সুস্থ থাকেন, বাবাকে যেন আমরা ভালো রাখতে পারি সবসময়।

– নবমিতা রায় গৃহবধূ

ছোট থেকে বড়দের পরিকল্পনা

বাবা সবসময় অনেক উপহার দেয় আমাকে। কিন্তু আমি তো অনেক ছোট তাই কিছুই দিতে পারি না। তবে বাবার জন্য কার্ড বানাব। মা’র সঙ্গে দোকানে গিয়ে সরঞ্জাম কিনে এনেছি। আমি চাই বাবা সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবে। রবিবার বাবার অফিস ছুটি। অনেক গল্প করব, খেলব, ঘুরতে যাব। মাম্মামও থাকবে আমাদের সঙ্গে। খুব মজা হবে। লাভ ইউ বাবা।

– বৈদূর্য্যা ঘোষ *৫ বছর বয়স*

এবার ফাদার্স ডে-তে বাবার জন্য স্পেশাল কিছু করতে পারছি না। একটা উপহার কিনে পাঠিয়েছি, কিন্তু ঠিক দিনে পৌঁছাবে কি না বুঝতে পারছি না। তাই স্পেশাল কেক অর্ডার দিয়েছি। একটু মন খারাপ তো করছেই। কিন্তু ফোনে অবশ্যই উইশ করব। তবে অনেকদিন বাবার কাছে যাই না। খুব মিস করছি বাবাকে।

– মিতালি মৈত্র *বেসরকারি ব্যাংককর্মী, কলকাতা*

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে বাবার অবদান ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পিতৃদিবস আমার কাছে একই প্রাধান্য পাবে, ঠিক যেমন মাতৃদিবস পায়। নিজের ব্যবসা আস্তে আস্তে দাঁড় করাতে শুরু করেছি। এখনও যদি এই মানুষটার জন্য কিছু না করি আক্ষেপ থেকে যাবে। ইচ্ছে আছে বাড়িতেই সকলে মিলে হইহুল্লোড় করে খেয়ে-সিনেমা দেখে কাটাব। এছাড়া কেক কেটে সেলিব্রেট করার ইচ্ছে রয়েছে।

– অনিরুদ্ধ দাস *জিম প্রশিক্ষক*

কেকে উদযাপন

এবার ফাদার্স ডে-তে চার ধরনের কেক এসেছে। ডিম ছাড়া ও ডিম দিয়ে দুই ধরনেরই ভ্যারিয়েন্ট থাকছে। কেকগুলো সবই ৩৫০ টাকার মধ্যে। এখনও পর্যন্ত প্রি-অর্ডার ১০-১২টি হয়েছে। আমরা পর্যাপ্ত স্টক রেখেছি।

– ধ্রুবজ্যোতি বল *কেকের দোকানের কর্ণধার*

মাতৃদিবস, জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা, ভ্যালেন্টাইন্স ডে সহ বিভিন্ন বিশেষ দিনে মিষ্টি ও গিফটের দোকানে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়, যার বিন্দুমাত্র রেশ চোখে পড়ল না এই বিশেষ দিনে। কিছু কেকে ফাদার্স ডে’র ট্যাগ থাকলেও নেই কোনও উপহার কেনার তাগিদ। কেকে অবশ্য সুপার ম্যান বাবা, বাবা আই লাভ ইউ, বট বৃক্ষ বাবা প্রভৃতি ট্যাগ জায়গা করে নিয়েছে।

মোড়ে মোড়ে শুরু নিরাপত্তা সমীক্ষা

বাণীব্রত চক্রবর্তী ও সপ্তর্ষি সরকার

ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১৪ জুন : শহরের রাজপথে দুর্ঘটনায় রাশ টানতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাভিত্তিক এগোতে চাইছে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এজন্য শনিবার দিনভর ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি শহরে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা ঘুরে দেখেন কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ), সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পুলিশের কর্মকর্তারা।

রাজ্যজুড়ে পথনিরাপত্তা বিষয়ক এই সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আলাদা একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন পুর এলাকার পথ নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে তথ্য লিপিবদ্ধ করছেন। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা হবে রাজ্য পুর দপ্তরে। এরপর সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে স্কুল, হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী রাস্তাকে। এছাড়া কোথায় স্পিডব্রেকার, গার্ডওয়াল, ডিভাইডার, ফুটপাথ, পথবাতি ইত্যাদি প্রয়োজন তা দেখা হচ্ছে।

এদিন ময়নাগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ আটটি মোড় ঘুরে দেখেন কেএমডিএ-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমিত চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস, পুরসভার একাধিক ইঞ্জিনিয়ার এবং কাউন্সিলারদের একাংশ। প্রথমেই বিশেষজ্ঞ দলটি শহরের দাড়িভেজা মোড় পরিদর্শন করে। পুরসভার সীমান্তবর্তী এলাকা। মালবাজার-ধূপগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দাড়িভেজা মোড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত এলাকা। এরপর সিনেমা হল মোড়, দেবীনগর সানরাইজ ক্লাব মোড় এবং দুর্গাবাড়ি মোড়ে যান তাঁরা। এখানে কোনও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে না। ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে গার্লস হাইস্কুল মোড়েও যায় দলটি। সেখান থেকে থানা মোড়, খেলার মাঠ মোড় এবং নতুন বাজার ট্রাফিক মোড়ের অবস্থা খতিতে দেখা হয়।

কেএমডিএ-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমিত চৌধুরী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সমীক্ষা শুরু হয়েছে বিভিন্ন পুর এলাকায়। এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানুষকে রাস্তায় সুরক্ষা দিতে কোথায় কী পদক্ষেপ করা জরুরি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এই তথ্য রাজ্য স্তরে জমা দেওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।’

ময়নাগুড়িতে কেএমডিএ-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যরা।

এদিন ধূপগুড়ি শহরেও কেএমডিএ-র পরিদর্শন হয়। মোট ১১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কলেজ রোডের গণেশ মোড়, হাসপাতাল গেট, গার্লস স্কুল মোড়, মায়ের থান মোড়, বামনি ব্রিজ, সুপার মার্কেট মোড়, চৌপথি, টার্মিনাস মোড়, ২ নম্বর ও ৩ নম্বর ব্রিজ এবং স্টেশন মোড়। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘আশা করছি সার্ভের রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ করা হবে।’

দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা

ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় শনিবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করল ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা। এদিনের কর্মসূচিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউত, কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় সহ অন্যরা।

একই উদ্দেশ্যে এদিন শোকপালন ও মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি করেছেন ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এদিন রাতে কলেজ রোডের ওপর মায়ের থান মোড়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও পথচলতি মানুষজন অংশ নেন।

রক্তদান

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : প্রতি বছর ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে এবং জেলা ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব মেটাতে শনিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে প্রয়াস হলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব সেবা জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংক। ছয়জন মহিলা সহ মোট ৫৫ জন রক্তদান করেন। শিবির শুরুর আগে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় বলে জানান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

জল বিলি

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : শনিবার সাধারণ মানুষকে জল এবং ওআরএস বিতরণ করল ট্রাফিক পুলিশ। এই গরমে রাস্তায় বেরিয়ে যাতে কেউ অসুস্থ না হয়ে পড়েন তাই এই উদ্যোগ।

তিন ধাপে মিলবে হাসপাতালের টাকা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ জুন : গত মাসে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ধূপগুড়িতে ১০ তলা ভিতের ওপর ছয় তলা মহকুমা হাসপাতাল গড়তে দেওয়া হচ্ছে ২৮ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এর দিন দশেক পর এবিষয়ে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। ১০০ বেডের এই হাসপাতাল গড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেডের জন্যে তিন বছরে তিন দফায় পর্যায়ক্রমে অর্থবরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। হাসপাতাল গড়ার প্রকল্প অনুমোদনের পর অর্থবরাদ্দের খবরে শাসকদল তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা পুর প্রশাসক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘ধূপগুড়ি মহকুমার জন্যে পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রী দরাজ বরাদ্দ করেছেন। ধূপগুড়ির মানুষ হিসেবে আমরা এক উন্নত হাসপাতাল পেতে চলেছি।’

চলতি ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে হাসপাতাল গড়ার প্রথম কিস্তি হিসেবে মিলবে ৩ কোটি টাকা। ২০২৬-’২৭ অর্থবর্ষে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল গড়তে দেওয়া হবে ১০ কোটি টাকা। কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে তৃতীয় বা শেষ দফার টাকা মিলবে ২০২৭-’২৮ অর্থবর্ষে। শেষ দফায় ১৫ কোটি ৭৬ লাখ ২৯ হাজার ৫৬ টাকা মিলবে। গত ২০ মে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ভার্চুয়াল শিলান্যাসের পর অর্থবরাদ্দ হওয়ায় আগামী পুজোর আগেই হাসপাতাল গড়ার কাজ শুরু হবে বলেই খবর। হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি আবাসন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়তে আগামীদিনে পর্যায়ক্রমে আরও বরাদ্দ করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর হাসপাতালের জন্যে অর্থবরাদ্দের খবরে বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, ‘তিন দফার অর্থবরাদ্দের এই ঘোষণার মাধ্যমে ২০২৬ এর বিধানসভা থেকে ২০২৯ এর লোকসভা পর্যন্ত ভোট প্রচারের সুযোগ তৈরি করতে চাইছে শাসকদল। ব্যানার টাঙানো মহকুমা হাসপাতাল চাই না আমরা।’

অর্থবরাদ্দের প্রশাসনিক অনুমোদনের আগেই চলতি বছরের গোড়ায় ধূপগুড়িতে ছয় তলা হাসপাতাল ভবন গড়তে প্ল্যানিং ও ডিজাইনের কাজ শুরু হয়েছিল। এজন্যে নির্মাণস্থলের মাপজোখ এবং মাটি পরীক্ষার কাজও হয়েছে আগেই। বর্তমান ধূপগুড়ি হাসপাতালের মূল গেটের সোজাসুজি পুরোনো হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের কিছু অংশ ভেঙে পাশের ফাকা জায়গার সঙ্গে জুড়ে নির্মিত হবে নতুন ছয়তলা হাসপাতাল। অর্থবরাদ্দের খবরে দীর্ঘদিন হাসপাতাল নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, ‘এক বছরের বেশি আমরা মহকুমা হাসপাতাল নামটা শুনছি। এবারে বরাদ্দ অর্থে নির্মাণ শুরু হোক। মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পাক এটুকুই আমাদের আশা।’

তৃণমূলের কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : ৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শনিবার তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা কর্মসূচি পালিত হল। থানা মোড় থেকে বেরিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে যান জলপাইগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীরা।

শহর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী লক্ষ্মী বাগচী বলেন, ‘স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যা কিংবা কোনও প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত কি না, সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছি। পরবর্তীতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বা বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থেকে সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে।’

কলোনি ময়দানে রথমেলার প্রস্তুতি শুরু

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ জুন : হাতে আর মাত্র ১২ দিন, তারপর প্রথা মেনে রথ টানবেন মালবাজার শহরের মানুষজন, যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল শনিবার। শুক্রবার বিকেলে রথের মেলার বাঁশ পড়েছে কলোনি ময়দানে। শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দোকানঘর তৈরির কাজ।

অপরদিকে, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠেও বসছে মেলার একটি অংশ। সেখানে বাঁশের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়েছে আগেই। অপেক্ষা ছিল মেলা কমিটির ছাড়পত্রের। সেই অনুমতি পাওয়ার পরেই জোরকদমে চলছে মেলার কাজ।

ঘর সাজানোর সামগ্রী, ছোটদের খেলনা, প্রসাধনী সামগ্রী, রান্নাঘরের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র সাজিয়ে বসবেন দোকানিরা। মেলায় চড়ার জন্য থাকবে নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, নৌকা, ড্রাগন সহ অন্যান্য রাইড। স্থানীয় অনেকেই জিলিপির দোকান দেন রথের মেলায়। মেলার দশটা দিন স্থানীয় তরুণদের অনেকেই আইসক্রিম ও মোমো-চাউমিনের দোকান দেন। ফলে ব্যবসার দিক থেকেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই রথের মেলা।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও মিষ্টি ব্যবসায়ী অরুণ শাহর কথায়, ‘প্রথা মেনেই মেলায় জিলিপির দোকান দেওয়া হবে। এবার মেলা নিয়ে জটিলতা থাকায় আমরা চিন্তিত ছিলাম।’ তবে ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা হচ্ছে শুনেই শহরবাসী খুব আনন্দিত বলে জানালেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা।

রথ উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল মালবাজারের কলোনি ময়দানে। শনিবার।

এদিকে, শাসক থেকে বিরোধী- সবাই এই মেলাকে সমর্থন জানিয়েছেন, যাকে নজিরবিহীন বলে মনে করছেন শহরবাসী। আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, ‘মেলা মানেই মিলন উৎসব। দিনভর কাজ অথবা পড়াশোনার পর মানসিক স্থিতি ভালো রাখতে এমন মেলা অবশ্যই একরকম ওষুধের কাজ করে।’

অন্যদিকে, মেলার পর কলোনি ময়দান কীভাবে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে পুরসভার উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে জানালেন তৃণমূলের মাল টাউন সভাপতি অমিত দে।

রাস্তার জন্য দাবি

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুন : ময়নাগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার একেবারেই বেহাল অবস্থা। এটি তিনটি ওয়ার্ডের সংযোগকারী রাস্তা। সম্পূর্ণ রাস্তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। পাশেই রয়েছে পুরসভার ২ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ড।

স্থানীয় বাসিন্দা রতন সাহার কথায়, ‘নিজেই টোটো চালিয়ে এই রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করি। নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। বেহাল পরিস্থিতি গোটা রাস্তার। রোজগারের বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে যায় টোটো মেরামতির কাজে। প্রতিদিন টোটোর যন্ত্রাংশ ভাঙছে।’ এমন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন আরও অনেকেই।

গৃহবধূ মমতা সাহা বলেন, ‘বাজার সেরে বাড়ি ফেরার সময় এখানকার কথা বললেই টোটোচালক আসতে চান না। খুব বিরক্তি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই রাস্তা মেরামত করতে পুরসভার কাছে দাবি করছি।’

এই অবস্থায় রাস্তার একটি প্রকল্প তৈরি করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জমা দিয়েছেন বলে জানালেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি সেন। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রথম দফায় কয়েকটি রাস্তার আর্থিক বরাদ্দ মিলেছে। আমরা আশাবাদী পরবর্তীতে নিশ্চয়ই রাস্তা নির্মাণের আর্থিক বরাদ্দ মিলবে।’

ধর্ষণের 'দাম' ১০০ টাকা

শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : ধর্ষণের পর মুখ বন্ধ রাখার জন্য ১২ বছরের মেয়েটির হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল ১০০ টাকার একটা নোট। প্রতিবেশী ৫৫ বছরের এক ব্যক্তি মাসকয়েক আগে নিজের খালি বাড়িতে ওই নাবালিকাকে ডাকে। এরপর তাকে ধর্ষণ করে। নাবালিকা অন্তঃস্বত্ত্বা হওয়ার পর গোটা বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতেই বাড়ি ছেড়ে পালায় ওই ব্যক্তি। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। মোবাইল টাওয়ার ট্র্যাক করে ঘোকসাডাঙ্গা থেকে শনিবার সকালে অভিযুক্ত নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি শহরে নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শহরে গত এক সপ্তাহে নাবালিকা নির্যাতনের চারটি ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে দুই নাবালিকা অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ে। শনিবারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পুলিশকর্মীরাও। অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়া বছর বারোর ওই নাবালিকার মায়ের প্রশ্ন, 'ছোট মেয়েদেরও কি এখন কারও ওপরেই ভরসা করে ছাড়া যাবে না?'

সূর্য সেন কলেজের অধ্যাপিকা সুতপা সাহার প্রশ্ন, 'শুধুই কি বিশ্বাস? মর্যালিটি ডিগ্রেডেশন-ও আমাদের মধ্যে হচ্ছে। সমাজে আমাদের জায়গা কোথায়, আমরা কী আচরণ করছি, সবকিছুই আমরা ভুলে যাচ্ছি।' শহরের নাট্যকার পার্থ চৌধুরীর মতে, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, নাবালিকা নির্যাতনের এই ধরনের ঘটনা প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের একটা অংশ ঘটাচ্ছে। ফলে সমাজে কিছুটা হলেও বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। কোনওকিছু বলার আর ভাষা থাকছে না।'

শুক্রবার রাতে আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার ওই পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। ওই পরিবার জানায়, গত কয়েকদিন ধরেই তাদের বারো বছরের মেয়ের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। চলতি মাসের ৬ তারিখ চিকিৎসককে দেখাতেই ওই পরিবার জানতে পারে, মেয়ে চার মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা। জিজ্ঞাসাবাদে ওই নাবালিকা প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও পরবর্তীতে জানায়, প্রতিবেশী বছর ৫৫-এর নুরুল ইসলামই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। মুখ বন্ধ রাখার জন্য ওই নাবালিকার হাতে ১০০ টাকাও দেয় ওই ব্যক্তি। এরপর মুখ খুললে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, নুরুল ইসলাম তার স্ত্রী-সন্তান নিয়েই ভাড়াবাড়িতে থাকত। নাবালিকার বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ নুরুলের খোঁজ করতে যেতেই সে পালিয়ে যায়। এরপর মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত ঘোকসাডাঙ্গা পালিয়ে গিয়েছে। শনিবার সকালে আশিঘর ফাঁড়ির একটি টিম সেখানে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে।

> আমরা এই ধরনের কেসগুলো স্পেশাল কেস হিসেবে দেখছি। গুড টাচ-ব্যাড টাচ সম্পর্কে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত করে চার্জশিট আমরা জমা দিচ্ছি, যাতে করে অভিযুক্তরা কড়া শাস্তি পায়।
>
> **রাকেশ সিং** ডিসিপি (ইস্ট)
> শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

শুক্রবার নাবালিকা সংক্রান্ত অপরাধের আর একটি ঘটনা সামনে আসে এনজেপি থানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার এনজেপি থানা এলাকার এক নাবালিকা পড়তে বের হলেও আর বাড়িতে ফেরেনি। এরপর মিসিং ডায়েরির ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার গজলডোবা এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে থাকা এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে, প্রেমের ফাঁদে ফেলে ওই নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়েছিল তরুণ। ধৃত ওই তরুণের নাম ডন রায়। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রসঙ্গত, গত রবিবারই প্রধাননগর থানা এলাকায় ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে তার জেল হেপাজত হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। পরপর এমন ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে সমাজের সব মহলকে। পার্থের কথায়, 'আসলে এই ধরনের ঘটনাগুলো বন্ধে নাটক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা, চর্চা চললেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা এই ধরনের কেসগুলো স্পেশাল কেস হিসেবে দেখছি। গুড টাচ-ব্যাড টাচ সম্পর্কে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত করে চার্জশিট আমরা জমা দিচ্ছি, যাতে করে অভিযুক্তরা কড়া শাস্তি পায়।'

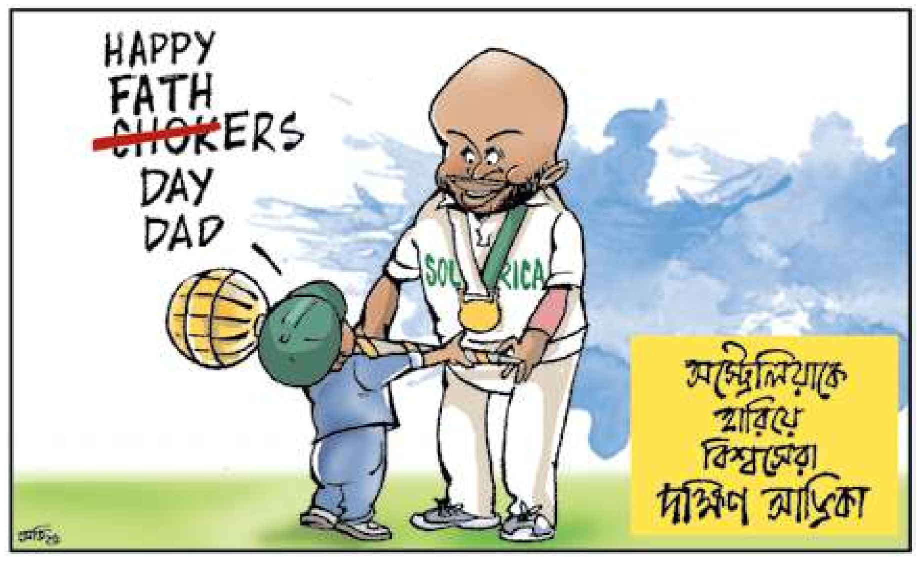

ধসে বিচ্ছিন্ন বক্সার আদমা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুন : লাগাতার কয়েকদিনের ধসে বহির্বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বক্সা পাহাড়ের আদমা গ্রাম। এই গ্রামের সঙ্গে তরিবাড়ি, পোখরি সহ আরও কয়েকটি জায়গার যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে আদমার ১ হাজারের বেশি বাসিন্দা এখন গ্রামেই বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন। কালচিনির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় র‍্যাশন তুলতে পারছেন না। তাই গ্রামের ঘরে ঘরে খাদ্যসংকটও দেখা দিয়েছে। ধসের ফলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে রাস্তা। তাই প্রশাসনের পক্ষেও এখন আদমায় পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব।

আদমার বাসিন্দা প্রেমা ডুকপার কথায়, 'আমাদের গ্রাম থেকেই রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন। ভেবেছিলাম প্রধান ধস মেরামত এবং ভালো রাস্তা আমাদের দেবে। কিন্তু কোথায় কী? এখন দিন-দিন আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। জানি না ভাগ্যে কী আছে।'

আদমার এই দুরবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এই গ্রাম থেকেই নির্বাচিত রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম জ্যাংমো ডুকপা। প্রধানের কথায়, 'কয়েকদিনের লাগাতার ধসে এই অবস্থা। সমতল থেকে যে গ্রামে কোনও সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব, বিধ্বস্ত রাস্তার জন্য সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।'

এখনও তো সেভাবে আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। কিন্তু স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কয়েক জায়গায় এমনভাবে ধস নেমেছে যে, এখন হাঁটাচলাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বন্দি হয়ে থাকছেন আদমা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আরও কিছু ছোট জনপদের বাসিন্দারাও। পাহাড়ের বিভিন্ন ঢাল ধস নেমে বিচ্ছিন্ন। আদমা গ্রামের বাসিন্দা প্রেমাজান ডুকপার কথায়, 'বৃষ্টির আগেই এবার পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক ধস নেমেছে। ধসে যাওয়া জায়গার মাঝে বাঁশ ফেলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাতে বিপদ বাড়ছে বই কমছে না।'

বক্সা পাহাড়ের ধস বা বেহাল রাস্তার বিষয়টি কিন্তু নতুন কিছু নয়। স্থায়ীভাবে ধস মেরামত এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি বক্সা পাহাড় থেকে উঠে এসেছে বহুবার।

সম্প্রতি পোখরি থেকে আদমা যাওয়ার রাস্তায় মারাত্মক ধস নেমেছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত মাস ছয়েক ধরেই লাগাতার ধস নামছে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বাঁশ দিয়ে সিঁড়ির মতো বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধস নামলে পাহাড়ের দুই অংশে যোগাযোগের জন্য ওই সিঁড়ি পাতা হত। কিন্তু বাসিন্দারাই জানিয়েছেন, বাঁশ দিয়ে বানানো সব সিঁড়িই লাগাতার ধসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

আদমা থেকে চুনাভাটি হয়ে বক্সা দুর্গে যাওয়ার আরেকটি রাস্তা রয়েছে। যেটা দিয়ে অনেকটা ঘুরে যাতায়াত করতে হয় ওই এলাকার বাসিন্দাদের। তারপর সেখান থেকে নীচে আসা যায়।

রাখে ১১এ আসন, মারে কে...

প্রথম পাতার পর

অথচ এতদিন যাঁরা নিয়মিত বিমানে যাতায়াত করেন, তাঁরা এড়িয়ে চলতেন ওই আসনটি। কারণ, আসনটি ঠিকমতো নড়ানো যায় না। আরামদায়কও নয়। কিন্তু এখন বিশ্বাসের ঠেলায় সেই অসুবিধা পিছনে ঠেলে দিচ্ছেন অনেকে। ১১এ চাই-ই চাই। অথচ আসনটিতে সমস্যা কম নয়। এক বেসরকারি বিমান সংস্থার আধিকারিক জানালেন, 'এই আসনটিতে যাত্রী শারীরিকভাবে সক্ষম হলে ভালো। কেননা, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত দরজা খুলে অন্যদের সাহায্য করতে হয় ওই আসনের যাত্রীকে।'

যদিও বিমান বিশেষজ্ঞ অঙ্গদ সিংয়ের মতে, 'বিষয়টি একেবারেই কাকতালীয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিমানের পিছন বা একেবারে সামনের দিক কিছুটা বেশি নিরাপদ মনে করা হয়। মাঝখানটা তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় ১১এ আসন মাঝামাঝি ছিল, ডানার ঠিক আগে।'

আবার সব বিমানে আসন বিন্যাস একরকম থাকে না। ১১এ সবসময়েই জরুরি দরজার পাশে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস এফেক্টে কে শোনে কার কথা। তার মধ্যে ২৭ বছর আগের দুর্ঘটনায় জীবিত যাত্রী রুয়াংসাক বলছেন, 'ভারতে দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত যাত্রী আমার মতোই ১১এ নম্বরের আসনে বসেছিলেন।' ওই দুর্ঘটনায় বেঁচে এখন তিনি দ্বিতীয় জীবনে আছেন বলছেন। ফলে বিশ্বাস এফেক্টের পোয়াবারো।

আগামী সপ্তাহে আমেরিকা যাওয়া নির্ধারিত আছে কলকাতার এক অবাঙালির। তিনি বুকিং সংস্থাকে বলে দিয়েছেন, '১১এ না পেলে যাবই না। ওই নম্বরের আসন পেতে যত দাম লাগে দেব।' নিয়মিত বিমানযাত্রা করেন, এমন একজনের বক্তব্য, 'জানি, জীবন-মৃত্যু ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যেখানে একটু হলেও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা, সেই আসন বুক করার চেষ্টা করব না কেন!'

ন্যাশনাল এজেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া মানছে, বিমানের ইমার্জেন্সি এগজিটের কাছে আসন পাওয়ার চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। সব বিমানে দরজার পাশে না থাকলেও নজর ১১এ আসনেই। তা যেখানেই থাকুক আসনটি। ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার এক কর্মকর্তা অঞ্জলি ধানুকা বলছেন, 'সবটাই বিশ্বাসের ব্যাপার। ওই আসন পেলে যেন যাত্রীরা শান্তি পাচ্ছেন।'

বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, দুর্ঘটনায় বাঁচা-মরা সিট নম্বরের ওপর নির্ভর করে না। তবু বিশ্বাস যেন মানসিক নিরাপত্তা তৈরি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট সেফটি ফাউন্ডেশনের পরিচালক মিশেল ফক্সের কথায়, 'প্রতিটা বিমান দুর্ঘটনার ধরন আলাদা। কোন সিটে বসলে বেশি নিরাপদ, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব।'

জখম পাঁচ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : শনিবার দুপুরে পাঙ্খাবাড়ি রোডে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁরা শুক্রবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। ফেরার সময় পাঙ্খাবাড়ির সাতঘুমটি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনায় গাড়ির চালক সহ পাঁচজন আহত হন। সে সময় ওই পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠছিলেন জিটিএ সভাসদ অনস থাপা। তিনি আহতদের নিজের গাড়িতে তুলে দ্রুত কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন।

আয়রন ডোম

প্রথম পাতার পর

শুক্রবারই জুম্মার নমাজের পর দেশের জাকমারান মসজিদে লাল পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল তেহরান। এতে উৎফুল্ল প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। ওই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শাখার নেতা ইজ্জত আল-রিশেক বলেন, 'সব অহংকারের জবাব দেওয়া যায়। আগ্রাসন হলে শাস্তি পেতেই হবে।' তাঁর কথায়, 'ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রচুর প্রচার হয়েছে। বাস্তবে দেখা গেল, ইরানের কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত করেছে।'

আমেরিকার সঙ্গে ওমানে নির্ধারিত রবিবারের পরমাণু বৈঠক বাতিল করে ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই শনিবার বলেন, 'অন্য পক্ষ যে আচরণ করছে তাতে আলোচনা সম্ভব নয়। আলোচনায় বসবেন, নাকি ইজরায়েলকে ইরানে হামলার সুযোগ করে দেবেন, সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।' পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে আমেরিকা যে ইজরায়েলের পক্ষে থাকবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

ট্রাম্প শনিবার বলেন, 'আমেরিকার অবস্থান স্পষ্ট। ওদের (ইরান) পরমাণু বোমা তৈরি করতে দেওয়া যাবে না।' যদিও ইরানে ইজরায়েলের সাম্প্রতিক হামলায় আমেরিকার কোনও ভূমিকা ছিল না বলে তাঁর দাবি। ট্রাম্পের কথায়, 'আমি হামলা পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিলাম। আলোচনার জন্য ইরানকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে।'

পালটা পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলি নিশানায় থাকবে বলে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে আগেই ঘোষণা করেছিলেন। ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি আবার শনিবার বলেন, 'কোনও দেশ যদি ইজরায়েলকে সাহায্য করে আমরা তাদের ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করব।' ইজরায়েল অবশ্য শনিবার দিনভর ইরানের খোররামাবাদ, তাবরিজ ও কোরামানশা শহরে বড়সড়ো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

এতে ক্ষয়ক্ষতি কম নয়। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম স্বীকার করেছে, ৩৩০টি সামরিক ও অসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এতে ৭৮ জন ইরানি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩২০ জন। তেল আভিভের পক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজে হুঁশিয়ারি দেন, 'ইজরায়েলের বসতি এলাকা লক্ষ্য করে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে তেহরান আগুনে ছাই হয়ে যাবে।'

যুযুধান দু'পক্ষকে সংঘর্ষ বন্ধের আবেদন জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উত্তেজনা প্রশমনে ভারত আলোচনা এবং কূটনৈতিক মাধ্যমগুলি ব্যবহারের পক্ষে।' পাকিস্তান অবশ্য সরাসরি ইরানের পক্ষ নিয়েছে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইরানিরা আমাদের ভাই।'

গ্রেপ্তার আরও এক বাংলাদেশি তরুণ

দাদার প্রেমিকাকে আনতে গিয়ে ধৃত

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৪ জুন : দাদার বাংলাদেশি প্রেমিকাকে নিতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন ভিনরাজ্যের এক তরুণী। একইসঙ্গে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার আরও এক বাংলাদেশি তরুণ। একই দালাল মারফত অবৈধ উপায়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশি প্রেমিকাকে নিয়ে আসার পাশাপাশি ফেরার পথে ওই তরুণকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাদের পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হলদিবাড়িতে।

শুক্রবার গভীর রাতে হলদিবাড়ি ব্লকের আঙ্গুলদেখা বাজার এলাকা থেকে এক দক্ষিণ ভারতীয় তরুণীকে আটক করে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। ওই তরুণীর দাবি, তাঁর এক দাদার সঙ্গে তিনি ওই এলাকায় আসেন। পুলিশ দেখে তাঁর দাদা সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান। জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম তহিদা। বাড়ি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে। তহিদা পুলিশকে জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর দাদার প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদিন এক দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে দাদার সেই প্রেমিকার আসার কথা ছিল। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতেই ভাই-বোন হলদিবাড়ি সীমান্তে আসেন।

তার আগে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় পুলিশ। তরুণীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশের দাবি, ওই তরুণীর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, তার আগে পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছে ভারতে আসার কোনও বৈধ নথিপত্র ছিল না। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম জীবন দাস। বয়স ৩০ বছর। বাড়ি বাংলাদেশের রংপুর জেলার বুড়ারঘাট বাজার এলাকায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ২০-২৫ দিন আগে খোলা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। তারপর মাথাভাঙ্গায় বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে গভীর রাতে হলদিবাড়ি ব্লকের তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছায়। উদ্দেশ্য ছিল, চোরাপথে দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উভয়ের সঠিক উদ্দেশ্য কী তা জানার চেষ্টা করছে হলদিবাড়ি থানা। পাশাপাশি ওই দালালের খোঁজ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, শনিবার ধৃত বাংলাদেশিকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

হামসফর এক্সপ্রেস চালু

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় ২৪১ জনের মৃত্যুর কারণে আড়ম্বর ছাড়াই জলপাইগুড়ি রোড থেকে শিয়ালদাগামী হামসফর এক্সপ্রেস শনিবার প্রথম যাত্রা শুরু করল। ১৪৫০ আসনের ট্রেনটি প্রায় অর্ধেক যাত্রী নিয়ে শনিবার দুপুর ২টায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে রওনা হয়। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় ফ্ল্যাগ অফ করেন। পাশে ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। আগামী ২০ জুন শিয়ালদা থেকে (১৩১১৫) এবং জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে (১৩১১৬) হামসফর এক্সপ্রেস স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে ডিআরএম জানান।

অন্যান্য ট্রেনে টিকিট না পাওয়ায় জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার থেকে অনেক যাত্রী এদিন এই ট্রেনে রওনা দিয়েছেন। কোচবিহার থেকে সেলিনা পারভিন সপরিবারে বাসে জলপাইগুড়ি চলে আসেন। কোচবিহার থেকে পদাতিক, উত্তরবঙ্গ বা তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে টিকিট না পেয়ে নতুন ট্রেনে তিনি কলকাতা রওনা দেন।

নতুন ট্রেনে দুটি সংরক্ষিত স্লিপার, ১৬টি এসি থ্রি টিয়ার, দুটি লাগেজ ও একটি প্যান্ট্রি কার রয়েছে।

আকাশি উর্দির স্বপ্নপূরণ সুদর্শনের

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : আদিত্য সিং ও সুদর্শন প্রধান। দুই তরুণের ঠিকানা আলাদা। রাস্তা আলাদা। কিন্তু লক্ষ্য এক। শিলিগুড়ি সেবক রোড গান্ধিনগর এলাকার বাসিন্দা আদিত্য ও ডালির বাসিন্দা সুদর্শন, দুজনেই সুযোগ পেলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফ্লাইং অফিসার পদে যোগ দেওয়ার।

আদিত্য শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর পরিবারের আরও সদস্য ভারতীয় সেনায় রয়েছেন। সুযোগ পাওয়ার পর স্বভাবতই খুশি আদিত্যর কথায়, 'ছোটবেলায় সুকনাতে যাওয়ার সময় আর্মি ক্যাম্পে সেনাদের দেখে অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেই স্বপ্ন এতদিনে পূরণ হল।'

স্নাতক স্তরে সেলেশিয়ান কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার সময় এনসিসি-তে যুক্ত হয়েছিলেন আদিত্য। ২০২৩ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেই অক্টোবর মাসে এয়ার ফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষায় বসেন এই মেধাবী পড়ুয়া। পড়াশোনার ফাঁকা সময়ে গিটার বাজাতে ভালোবাসেন আদিত্য। তাঁর এই সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা অনিলকুমার সিং ও মা রিনাকুমারী সিং।

ফ্লাইং অফিসার সুদর্শন প্রধান।

অন্যদিকে, ঘুম থেকে দার্জিলিং পৌঁছানোর রাস্তায় আড়াই কিলোমিটার আগে পড়ে ডালি। সেখানে একটা ছোটখাটো স্টেশনারি দোকান চালান সুষেণ প্রধান। তাঁকে নানা কাজে সাহায্য করেন তাঁর স্ত্রী সুজাতা। কোনওমতে ব্যাংক ঋণ নিয়ে ছেলে সুদর্শনকে বেঙ্গালুরু পাঠিয়েছিলেন বিটেক করতে। কিন্তু আচমকাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এনসিসিতে ভর্তি হয়ে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন সুদর্শন। সিদ্ধান্ত নিলেন, সেনাবাহিনীতেই ঢুকবেন তিনি। পরীক্ষা দিয়ে সুযোগও পেলেন সুদর্শন। প্রথমে অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, সেখান থেকে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি। শনিবার হায়দরাবাদে পাসিং আউটের পর বিমানবাহিনীর ডানাওয়ালা ব্যাজ দেওয়া উর্দি যখন তাঁর গায়ে উঠল, তখন সুদর্শনের স্বপ্ন যেন সত্যিকারের ডানা পেল।

শনিবার হায়দরাবাদে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চিফ অফ এয়ারস্টাফ এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং। একে একে ২৫৪ জন যখন গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে হাজির হলেন, তখন দর্শক আসনে বসা বাবা-মায়ের চোখে শুধুই ভাসছিল ফ্লাইং অফিসার সুদর্শন প্রধানের মুখ। সুজাতা বললেন, 'আমার ছেলেও দেশের শত্রুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবে, এটা ভাবতেও ভালো লাগছে।'

বাড়িতে মধুচক্র, মা-মেয়ের মুখে কালি

বালুরঘাট, ১৪ জুন : দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দেহব্যবসা চালিয়ে আসছেন মা ও মেয়ে। স্থানীয়দের এমনটাই অভিযোগ। গত মঙ্গলবার বাইরের ছেলেমেয়েকে হাতেনাতে ধরেছিলেন গ্রামের মহিলারা। তারপর বৃদ্ধা মা ও মেয়েকে গ্রাম ছেড়ে উঠে যেতে বলেছিলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে ফের ওই মহিলার বাড়িতে বহিরাগত ছেলেমেয়েদের দেখতে পান স্থানীয়রা। এতেই খেপে ওঠেন স্থানীয়রা। এরপরেই ক্ষুব্ধ মহিলারা জড়ো হয়ে ডাঙ্গা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে মেয়ের চায়ের দোকানে চড়াও হন। ভাঙচুর করা হয় দোকান। দোকান থেকে টেনে বার করে তাঁকে ও তাঁর মায়ের মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত মেয়েকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই বৃদ্ধার বাড়ি। বাড়ির সামনে চায়ের দোকান চালান মেয়েটি। অভিযোগ, ওই বাড়িতে মা ও মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেহব্যবসা চালিয়ে আসছেন। প্রায় দিনই বাইরে থেকে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসে ওই বাড়িতে। বছর খানেক আগেও দেহব্যবসার বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন গ্রামবাসী। সেই সময় মা-মেয়ে এলাকাবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস্তার পান। এমন কাজ কোনও দিন করবেন না বলে আশ্বাস দেন। গ্রামবাসী সে যাত্রায় তাঁদের শুধরে যাওয়ার জন্য সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের মা ও মেয়ের বিরুদ্ধে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ ওঠে। গত মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে বহিরাগত এক যুগলকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। শনিবার ফের ওই বাড়িতে বহিরাগত যুগল আসে। বাসিন্দারা টের পেয়ে তাঁদের বাড়িতে প্রথমে চড়াও হন।

ড্রোন উড়িয়ে

প্রথম পাতার পর

বস্তিবাসীদের সকলকে সতর্ক করা হয়, বাইরের কাউকে নজরে এলেই দ্রুত বন দপ্তর কিংবা পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য। এরপর ড্রোন উড়িয়ে জঙ্গলের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে খোঁজ শুরু হয়। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত খোঁজ চলে।

ময়নাগুড়ি থানার তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছেন, গাড়িতে একাধিক নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হলেও গ্যাংটি বিহারের হতে পারে। বিহারের দুষ্কৃতীরা যে ধাঁচে এটিএম লুট করে সেই কায়দাতেই এটিএম কাটা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিহারের দুষ্কৃতীরা যেভাবে গাড়ি ব্যবহার করে, নম্বর প্লেট বদলায় সেভাবেই এক্ষেত্রেও কাজ হয়েছে। এটিএম লুটের পর জাতীয় সড়ক ধরে শিলিগুড়ির দিকেই যাচ্ছিল অভিযুক্তরা। তাই তদন্তকারীদের ধারণা, বিহারের দিকেই পালানোর ছক ছিল ওই গ্যাংয়ের।

৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে অধরা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পুলিশ দুষ্কৃতীদের গাড়ি কোন রাস্তা ধরে পালিয়েছে তার হদিস পাচ্ছিল না। অভিযুক্তদের ধরতে ময়নাগুড়ি থানা থেকে জেলা পুলিশে যোগাযোগ করে। আশপাশের সমস্ত থানার পাশাপাশি শিলিগুড়ি কমিশনারেটকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়। তখনই পুলিশের ১০০ ডায়ালে ফোন আসে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী জলপাইগুড়ির বাসিন্দা রাজু রায়ের। তিনি পুলিশকে জানান, বৌলবাড়ির একটি এটিএম থেকে কয়েকজন বের হয়ে একটি সাদা গাড়িতে করে পালাচ্ছে। পুলিশ রাজুর কাছ থেকে ওই গাড়ির নম্বর সহ সমস্ত তথ্য পেয়ে যায়।

এদিকে, রাজু ওই গাড়িটির পিছু ধাওয়া করতে থাকেন। গাড়িটি সিঙ্গিমারি মোড় হয়ে দোমোহনি দিয়ে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। রাজু গাড়ির পিছু ধাওয়া করে গোশালা পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু সামনের গাড়ির গতি বেশি ছিল এবং রাজুর সঙ্গে স্ত্রী ও মেয়ে থাকায় তিনি আর এগোতে পারেননি। তাঁর থেকে তথ্য পেয়েই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট বিভিন্ন থানা এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের গজলডোবা, গেটবাজার, মিলনপল্লি, ক্যানাল মোড়, ফুলবাড়ি, নেপালি বস্তি, শালুগাড়া চেকপোস্ট এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু হয়। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশও জাতীয় সড়কে পাহাড়পুর, ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ সহ একাধিক এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করে। দুষ্কৃতীরা চারটি ব্যাগে টাকা নিয়ে সাদা রংয়ের গাড়িতে চেপে পালাচ্ছিল। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওই গাড়ির পিছু নেয়। গাড়িটি ফাটাপুকুরের কাছে আসতেই রাজগঞ্জ থানার ভ্যান দেখে তালমার দিকে ঘুরিয়ে নেয়। পিছু নেয় ওই পুলিশের ভ্যানটি। গাড়িটি তালমা হয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভোরের আলো থানার গেটবাজারের দিকে চলে যায়। .

সেখানে আগে থেকেই গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশ উপস্থিত ছিল। ওই গাড়িটি সেখানে পৌঁছাতেই গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশ তাদের তাড়া করে। উপায় না দেখে অভিযুক্তরা গাড়ি নিয়ে সোজা জঙ্গলের রাস্তার দিকে চলে যায়। কিন্তু রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ায় গাড়ি ফেলে সঙ্গে থাকা চারটি ব্যাগ নিয়ে তারা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্বৃত্তরা এটিএমের ভিতরে ঢুকে সিসিটিভি ক্যামেরায় কোনও কিছু স্প্রে করে সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল করে দেয়। সিসিটিভি বিকল হওয়ার আগে পর্যন্ত দেখা যায় একজন দুর্বৃত্ত কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে এটিএমে ঢুকে সিসিটিভি বিকল করছে। তারপরে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম মেশিন দুটি কেটে সেখানে থাকা টাকা ব্যাগে ভরে গাড়িতে তুলে পালিয়ে যায় ময়নাগুড়ির দিকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে চারজনের গ্যাং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় বৌলবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশীল রায়ের অভিযোগ, 'গোটা বাজারে কোনও পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা নেই। এটিএম লুঠ হয়েছে, আগামী দিনে ব্যবসায়ীদের দোকানপাটও লুঠ হতে পারে।'

পুলিশ যখন গাড়িটি উদ্ধার করে তখন তাতে অসম নম্বর প্লেট লাগানো ছিল। গাড়ির ভেতরে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের নম্বর প্লেটও ছিল। গোটা ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা এটিএম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার তরফে কেউই মন্তব্য করতে চাননি।

নদীর ধারে দেহ মিলল

প্রথম পাতার পর

সুজন বললেন, 'বাবার মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল। শুধুমাত্র শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।'

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের দুটো মূল প্রবেশপথে দিনভর পাহারা থাকে। বিকেলের পর একটি পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাতায়াতের জন্য শুধু জরুরি বিভাগের গেট খোলা থাকে। সেখানেও রাতে একাধিক নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। পাশাপাশি হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প আছে। পুলিশকর্মীরা পালা করে হাসপাতালের নিরাপত্তার দেখভাল করেন। তাছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে নিরাপত্তারক্ষী, ওয়ার্ড বয় সহ নার্সিং স্টাফ রয়েছেন। ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি চলে। তা সত্ত্বেও কী করে ওই রোগী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলেন সেই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। ওয়ার্ডের অন্য রোগীরা জানিয়েছেন, নিখোঁজ হওয়ার আগে পর্যন্ত বুধুয়া বারবার শৌচাগারে যাচ্ছিলেন। তারপর কী হয়েছে তা অবশ্য তাঁদের জানা নেই। এর আগে ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর মালবাজার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক মানসিক ভারসাম্যহীন রোগিণী উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তাঁকে বানারহাটের মোরাঘাট হিন্দি কলেজের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সেবারেও ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছিল।

এবারের ঘটনায় বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা, কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস, সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তের মতো অনেকেই কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। নিরপেক্ষ তদন্ত করতে তাঁরা পুলিশকে অনুরোধ করবেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের মাল টাউন ব্লক সভাপতি অমিত দে জানিয়েছেন।

১৪
ছোটগল্প অনিন্দ্য রায় আমেদ

১৫
ছোটগল্প নবকুমার বসু
আয় মন বেড়াতে যাবি অরবিন্দ ভট্টাচার্য

১৬
কবিতাগুচ্ছ সমর রায়চৌধুরী
কবিতা নন্দা হাংখিম, অজয় মজুমদার, কৌশিক সেন, মাধবী দাস, দীপশিখা পোদ্দার ও ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল
ধারাবাহিক শেষ পর্ব পূর্বা সেনগুপ্ত

বাবা

আজ পিতৃদিবস। মাতৃদিবস নিয়ে যেমন হইচই হয়, সেরকম আলোচনা হয় না পিতৃদিবস নিয়ে। বাবাদের কথা তুলে আনা হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরাণেও 'সিঙ্গল ফাদার'রা ছিলেন। অন্য ভাষার সাহিত্যেও দাপট দেখিয়েছেন বাবারা। বাবাদের নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

শেষ পারানির কড়ি

বিজয় দে

স্কুলের ঘণ্টা বেজেছে কি বাজেনি, সে, ছোট্ট ছেলেটি, সে যেন একটা খুব পরিচিত শব্দ শুনতে পেয়েছে। তাই ছুট ছুট, এক দৌড়ে নদীর ঘাট। সেখানে আরও কেউ কেউ আছে। তবে সবাই যে স্কুলে যাবে এমনটা নয়। যাই হোক, সেখানে ইজের-প্যান্ট খুলে, ঘাড়ে গামছা আর মাথায় বইপত্তর নিয়ে সোজা নদীতে। একবুক জল। জল ঠেলতে ঠেলতে ওপারে যাওয়া। পারাপারের নৌকা থাকলেও, পারানির কড়ি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ পয়সা নেই। স্কুলের বারান্দায় পা রাখতেই হেডমাস্টার মশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল ''ওরে গণেশ, গামছা দিয়া ভালো কইরা শরীর মুইছ্যা ক্লাসে ঢুকবি, নাইলে কিন্তু ঠান্ডা লাগব''। এই ছোট্ট ছেলেটির প্রতি হেডস্যরের বড়ই নজর।

স্কুল শেষ হলে সেই একই চিত্র। সেখানে যদিও ফেরার পথে হেডমাস্টার মশাইয়ের দেখা নেই। ফলে কোনওক্রমে প্যান্ট জামা পরে এক দৌড়ে বাড়ি। সেখানে ছেলেটির মা অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে এক পেট ভাত যা তখন ছেলেটির খুবই দরকার।

তারপর দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসে। ছেলেটি কুপি জ্বালিয়ে বারান্দায় পড়াশোনায় বসে যায়। এবং বারান্দায় যথারীতি ভেজা গামছাটি প্রতিদিনের মতো হাওয়ায় হাওয়াও শুকোতে থাকে। কেননা আগামীদিনেও তো নদী পেরিয়ে স্কুলে যেতে হবে। এবং এর মধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে, নদী না পেরোতে পারলে আবার শিক্ষা কীসের? কুমিল্লার চাঁদপুর আর ডাকাতিয়া নদীর হাওয়া এই কথাটি যেন বাতাসে বাতাসে প্রতিদিন জানান দিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এই ছোট্ট ছেলেটি আমার বাবা। স্বাভাবিকভাবেই বয়স বেড়ে যায়। ছোটবেলায় নদী পেরিয়ে স্কুলে যাবার গল্পের পর এসে গেল দেশ পেরোনোর গল্প। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, বাবা যে সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন, সেখানে '৪৬য়ের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার হুলুসস্থুলুস চলছে। ঢাকা শহর আর নিরাপদ নয়, ফলে এক রাতের নোটিশে আবার ছুট ছুট, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, ঝোলার ভেতরে কিছু কাগজপত্তর, খুব গোপনে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে রেলস্টেশন, সেখান থেকে ট্রেন ধরে সোজা ভাগ্যের সন্ধানে অজানা-অচেনা জলপাইগুড়ি।

বাবা অবশ্য কলকাতায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন, কেননা সেখানে অনেক আত্মীয়স্বজন আগেই চলে গিয়েছেন। কিন্তু দৈব যোগাযোগ এমনই, ঘাটে এসে গ্রামের সেই স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনিই পরামর্শ দিলেন, কলকাতায় বীভৎস দাঙ্গা চলছে, সুতরাং সেখানে না গিয়ে বরং জলপাইগুড়ির দিকে চলে গেলেই ভালো হয়। জলপাইগুড়ি অনেক নিরাপদ, সেখানে মাস্টামশাইয়ের অনেক ছাত্র ভালো চায়ের ব্যবসা করছে। স্যরের কথা শিরোধার্য। অতএব বাবার যাত্রাপথের দিক পালটে গেল। জীবনও পালটে গেল, বলা যায়। জন্মভূমির সঙ্গে সেই যে নাড়ির তার ছিঁড়ে গেল, '৪৭য়ের পর', কয়েকবার যাতায়াতেও আর জোড়া লাগেনি। কেননা বাবার মনে তখন একটাই কথা বাঁচতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচতেই হবে। নদী জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে বাঁচতে হবে, জন্মভূমি পেরিয়ে গিয়েও বাঁচতে হবে।

সরল ও সাদাসিধে। ধুতি ও শার্ট। টিপিক্যাল চিরকালীন ভদ্রলোক। তিনি কোনও দিন মহল্লার হুজুর হতে পারেননি। বা চেষ্টাও করেননি। শহুরে প্যাঁচপয়জার তাঁর একেবারেই অনায়ত্ত ছিল।

ছেলের অসুখ, বৃষ্টির রাতে, চারদিক অন্ধকার হ্যারিকেন হাতে নিয়ে যে লোকটি ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়েছেন, তিনিই আমার বাবা। মায়ের কঠিন অসুস্থতার সময়, যে লোকটি রান্না করে আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে, বাসন মেজে কাজে চলে যেতেন, তিনিই আমার বাবা। আবার যে লোকটি পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে প্রতিমা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

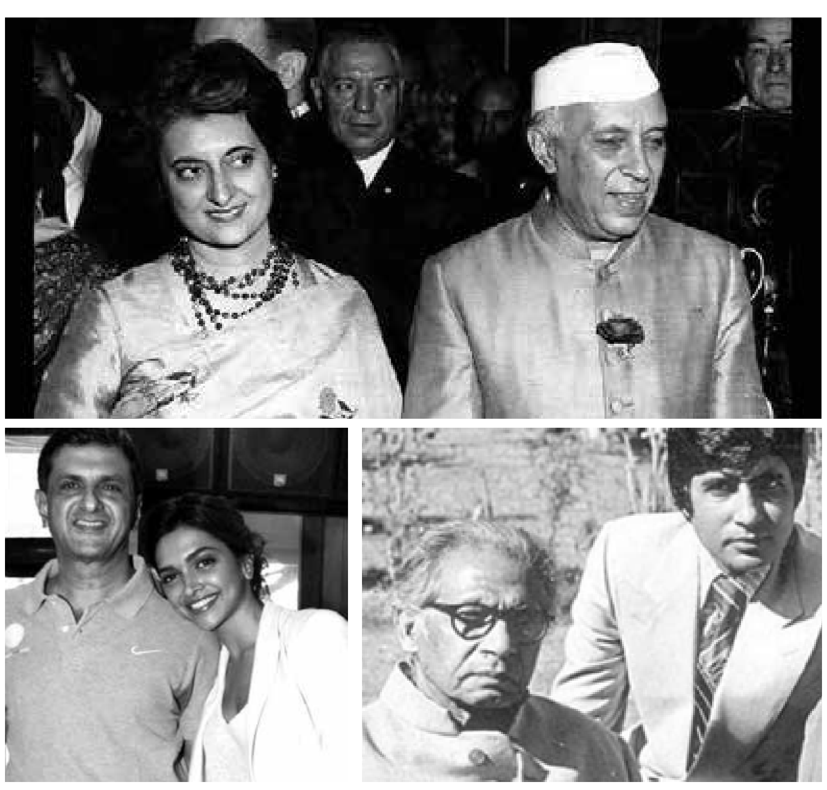

বাবা ও সন্তান দুজনেই যখন বিখ্যাত। নেহরু-ইন্দিরা, প্রকাশ-দীপিকা, হরিওয়াংশ-অমিতাভ।

পিতার নাম চারু মজুমদার

অভিজিৎ মজুমদার

গত শতকের সন '৬৭-র নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের আগে '৬২-র চিন-ভারত বা '৬৫-র ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আমার বাবার গ্রেপ্তার হওয়া এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জেলখানায় ধর্না দিয়ে কারাবন্দি বাবাকে ক্ষণিকের জন্য দেখা তাঁর পরিবারের সন্তান হিসাবে আমাদের তিন ভাইবোনের নিতান্তই গা-সওয়া হয়ে উঠেছিল।

নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পরে আর কোনও কিছুই আগের মতো রইল না। নকশালবাড়ির স্থানীয় স্তরের নেতা থেকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত নিশানা হয়ে পড়ল রাষ্ট্রের সহিংস প্রতিক্রিয়ার।

১৯৭১-এর ৪ অগাস্ট মধ্যরাতে সিপিআই (এমএল)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখক-প্রাবন্ধিক সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা ময়দানে গুলি করে হত্যা করে রাজ্য পুলিশ। পুলিশের খাতায় তিনি আজও নিখোঁজ।

এই বীভৎসতার ঠিক এক বছরের মাথায় ১৬ জুলাই, ১৯৭২ কলকাতার এন্টালির একটি গোপন আশ্রয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আমার বাবা চারু মজুমদারকে।

গ্রেপ্তারে নেতৃত্ব দেওয়া কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় যে গ্রেপ্তারের দিন থেকেই ইতিপূর্বে দু'দুবার হার্ট অ্যাটাকের রোগী, অশক্ত চারু মজুমদারের সঙ্গে থাকা পেথিডিন সহ অন্য জীবনদায়ী ওষুধগুলি চরম সংকট মুহূর্তের প্রয়োজনেও তাঁকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় না। এমনকি কার্ডিয়াক অ্যাজমার প্রকোপ বাড়লে সাময়িক স্বস্তির জন্য আবশ্যক অক্সিজেন সিলিন্ডারের সুবিধা থেকে বাবাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপ সংলগ্ন একটি ছোট্ট ঘরে।

মনে আছে, ১৬ জুলাই একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের শিলিগুড়ির নিজস্ব সংবাদদাতা দুপুরবেলা বাড়ি এসে চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারের খবর জানায়। আমার বড়দি অনীতা তখন কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়ছে। দিন দুয়েকের মধ্যে মা আমার ছোড়দি মধুমিতা ও আমাকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছে যান। ওখানে দিদিকে নিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করে লালবাজারে বন্দি বাবাকে দেখতে পাই মাত্র অল্প সময়ের জন্য।

দেবী রায়, বিভূতি চক্রবর্তীর মতো 'এনকাউন্টার এক্সপার্ট' পুলিশ অফিসারদের ঘেরাটোপের মধ্যে মা'র জিজ্ঞাসার জবাবে বাবা জানান যে পুলিশ অফিসারদের উপর্যুপরি জেরার দরুন দুপুরবেলায় তাঁর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম মেলে না।

২৫ জুলাই পুলিশ প্রধানরা বাবার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেন। মা সহ আমরা দু'ভাইবোন ২৭ তারিখ সকালে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি।

পরদিন সকালে হঠাৎ মায়ের চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি উঠোনের অন্যপ্রান্তে আমার কমিউনিস্ট বিপ্লবী মা, সম্ভবত জীবনে সেই প্রথমবার কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ভাষা আলাদা হলেও সব এক

বিতস্তা ঘোষাল

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ ক'রে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক। (বাবরের প্রার্থনা, শঙ্খ ঘোষ)

বাবরের তাঁর অসুস্থ পুত্র হুমায়ুনের জন্য এই আকুতির মধ্যে দিয়েই এঁকে ফেলা যায় সাহিত্যের পাতায় কীভাবে বারবার ছুঁয়ে গেছে বাবাদের হাহাকার, সন্তানের জন্য তার উৎকণ্ঠা। 'বাবা' এই শব্দটা জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। জীবনের প্রতি পদে মায়ের সঙ্গে যে মানুষটি প্রতিমুহূর্তে তার সন্তানের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করেন, তিনি বাবা।

সারা বিশ্বের সাহিত্যেই তাই আমরা গল্প, উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে একজন বাবাকে সক্রিয় বা নীরবে উপস্থিত থাকতে দেখি। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রথম থেকেই যেহেতু পরিবারকেন্দ্রিক তাই তার উপস্থিতি সাহিত্যে ভীষণভাবেই পরিলক্ষিত হয়। শুরু করা যাক রামায়ণ দিয়েই। কারণ এখনও পর্যন্ত রামায়ণের মতো কোনও মহাকাব্য এত ভাষায় অনূদিত হয়নি। সেই মহাকাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র দশরথ। রামের বাবা। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাকি কাব্যের গতিপথ নির্ধারিত। তাঁরই নির্দেশে রামের বনবাস। আবার রামায়ণেই দেখছি অপর দুই বাবাকে, যাঁদের সঙ্গে কাব্যের নায়িকা সীতার ভাগ্য জড়িয়ে। রাজা জনক ও লঙ্কেশ্বর রাবণ। পিতা হিসাবে দুজনেরই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, হাহাকার, যন্ত্রণা কোথাও যেন পাঠককে নিজেদের বাবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আরেকটি কালজয়ী মহাকাব্য মহাভারত। সেখানেও রাজা শান্তনুর উপর ভর দিয়েই পুরো কাব্য বা উপন্যাসের বিন্যাস। তিনি ভীষ্মের পিতা। তাঁরই সিদ্ধান্তের ফলে দেবব্রত ভীষ্ম হয়ে ওঠেন এবং বাকি অংশের ভাগ্য তখনই গাঁথা হয়ে যায়। আবার অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পুত্ররা একের পর এক অন্যায় করছে জেনেও পিতৃস্নেহে তাদের সব অন্যায় মেনে নেয়। তারই অনিবার্য পরিণতি কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ। আশ্চর্যভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গেও জড়িত আরও অনেক পিতা। দ্রোণাচার্য, ধ্রুপদ, কৃষ্ণ...। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

এবার দেখা যাক মহাকাব্য ছেড়ে বাবারা কীভাবে ভারতীয় অন্য সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ। তাঁর গল্প 'কাফন'। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু বাবা আর ছেলে। ছেলের স্ত্রীর প্রসববেদনা ওঠাকে কেন্দ্র করে গল্প এগোয়। আদর্শ বাবার মতোই ছেলেকে বারবার যন্ত্রণায় কাতর বৌকে দেখে আসতে অনুরোধ করে। কিন্তু খিদেয় কাতর ছেলে ভাবে বাচ্চা জন্মালে তার পেট কীভাবে ভরাবে! কারণ তারা নিজেরাই অর্ধেকেরও বেশিদিন হয়ে গেছে না খেয়ে রয়েছে। অবশেষে সেই রাতেই স্ত্রী মারা যায় সন্তান সমেত। বাবা আর ছেলে সৎকারের জন্য সকলের কাছে হাত পেতে যে টাকা পায় তাতে আগে নিজেরা পেট ভরে খাবার কথা ভাবে। কারণ যে মরে গেছে তার আর খিদে নেই। গল্পটা বিয়োগান্তক। কিন্তু ভেবে দেখার এক বাবা তার ছেলেকে ক্রমাগত নিজের স্ত্রীকে যত্ন নেবার কথা বলছে। যখন আর তার দরকার নেই বুঝতে পারছে, তখন কাফনের টাকা জোগাড় করেও অভুক্ত ছেলে যাতে খেতে পায় সেই ভাবনাই তার মাথা ঘোরে। এ যেন অসহায় এক বাপের চিরকালীন স্বপ্ন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ঋষি হেসে তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি একজন সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তবুও গোরক্ষনাথকে সন্তান রূপে প্রতিপালন করলেন। যিনি একদিন নিজের পিতার মতোই একজন শক্তিশালী মহান নাথযোগী হয়ে ওঠেন।

পুরাণের সেই 'সিঙ্গল ফাদার'রা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

বাবাদিনের দেখনদারি হালে শুরু হয়েছে। আজ পণ্যসংস্কৃতির আওতায় বাবাদিন। আমাদের বাবাশূন্য পৃথিবীও ঝলমল করে ওঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। তা যতই বাঙালি অন্যকে কথায় কথায় 'বাপের নাম ভুলিয়ে খগেন' করুক বা আরও রেগে গিয়ে 'তোর বাপের সম্পত্তি' বলুক অথবা 'বাপের সুপুত্তুরেরা' বুড়ো বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসুক। আবার 'বাপেরও বাপ আছে' মানে প্রবলের চাইতেও যার প্রাবল্য প্রবলতর মানে সেই তিমির চেয়ে তিমিঙ্গিল-এর প্রমাণ দিয়েছে আমাদের দেশ। নিজের অনভ্যাসের অক্ষমতা ঢাকতে 'বাপের জন্মে দেখিনি' বলি আজও। আর মজার মেয়েলি প্রবাদ 'বাপের বোন পিসি ভাতকাপড় দিয়ে পুষি'? বাপের বাড়িতে পিসিদের যথেষ্টই আদরযত্ন, সম্মান, খাতির ও প্রতিপত্তির ঘাটতি ছিল না সেকালে। কিন্তু যৌথ পরিবার ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়ার পর কোনও অলিখিত কারণেই হোক পিসিদের নিজের বাপের বাড়িতে সেই রমরমা না থাকলেও পিসির ভাই বা আমাদের পিতা আমাদের কাছে স্বর্গসমান, ধর্মসমান, পরমপূজ্য এবং পিতা খুশি হলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন...এ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। তাই 'পিতাঃ স্বর্গ, পিতাঃ ধর্মঃ পিতা হিঃ পরমন্তপঃ, পিতরি প্রিতিমাপন্ন্যে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা' আজও পিতৃশ্রাদ্ধের সময় উচ্চারিত হয়।

আজকাল বিয়ে না করে অনেক পুরুষই পিতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। এই সিঙ্গল পেরেন্টিং বা ফাদারহুড কিন্তু আমাদের দেশে সুপ্রাচীন। পুরাণে একাধিকবার একক মাতৃত্বের মতো একক পিতার গল্প পাই আমরা। আজ পিতৃদিবসে তাঁদের স্মরণ মনন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে নাথযোগী গোরক্ষনাথের পিতা মতস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের কথা। একদিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যিনি ক্রন্দনরত এক চাষি বৌকে দেখে একমুঠো ছাই খেয়ে নিয়ে সন্তানধারণের আশ্বাস দেন। কিন্তু চাষি বৌয়ের সন্দেহ হয় তাই কিছুটা ছাই খেয়ে বাকিটুকু সে পাশেই পরিত্যক্ত সার তৈরির গোবরগাড়ায় ফেলে দেয়। এরপর কেটে গিয়েছিল ১২ বছর। মৎস্যেন্দ্রনাথ সেখান দিয়ে যেতে যেতে চাষি বৌকে দেখে বললেন, 'তোমার ছেলের বয়স তো এখন প্রায় ১১ বছর হবে!' চাষি বৌ কী বলবে বুঝতে পারল না, কিন্তু হাবেভাবে প্রকাশ পেল সব। মৎস্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন তাঁকে বৌটি অবজ্ঞা করেছে। বৌটি ঋষিকে গোবরসারের গর্তে নিয়ে গেলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ তা খুঁড়ে এগারো বছরের একটি সুন্দর ছেলেকে বের করলেন। 'এই পুত্রটি তোমার পুত্র হতে পারত কিন্তু এখন আমি একে আমার পুত্র বলেই দাবি করি। গোবর গর্তে জন্মগ্রহণ তাই সে গোরক্ষনাথ।' নিঃসন্তান, চাষি বৌ ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও ঋষি হেসে তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি একজন সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তবুও গোরক্ষনাথকে সন্তান রূপে প্রতিপালন করলেন। যিনি একদিন নিজের পিতার মতোই একজন শক্তিশালী মহান নাথযোগী হয়ে ওঠেন।

এরপরেই মনে পড়ে শ্রাবস্তী নামক বৌদ্ধনগরে মহারাজ পৃথুর বংশে দ্বিতীয় যুবনাশ্বের পুত্রহীনতার কথা। একদিন মনের দুঃখে বনে গিয়ে ঋষিদের আশ্রমে বাস শুরু করলেন তিনি। যদি কোনও উপায়ে একটি পুত্রলাভ হয়, সেই আশায়। আশ্রমের মুনিগণ তাঁর পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ শুরু করলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কম্বল

অনিন্দ্য রায় আমেদ

ছোটগল্প

বিকেল নাগাদ সুমিত ফোন করল। "ভাই এক্ষুনি স্টেশনে আয়। একটাকে ধরেছি হাতেনাতে।"

কথাটা শুনে আমি চমকে গেলাম। বললাম, "কী হয়েছে? কাকে ধরেছিস?"

সুমিত বলল, "আরে কম্বল চোর। মানে কিনতে এসেছিল। হাতেনাতে ধরেছি। তুই আয় না তাড়াতাড়ি!"

স্টেশন বেশি দূর না। তাড়াতাড়ি জামাপ্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছাতেই দেখি সুমিতের সঙ্গে বেশ জোরালো কথা কাটাকাটি হচ্ছে একজনের।

কাছে যেতেই সুমিত বলল, "এই যে। এই মালটাই।"

লোকটা তেড়ে উঠল, "এই ছোকরা, মুখ সামলে কথা বলো!"

আমি তাকালাম তার দিকে। মাঝবয়সি একটা লোক। খুব অবস্থাপন্ন চেহারা নয়।

বললাম, "কী ব্যাপার দাদা? আপনি এদের থেকে কম্বল কিনেছেন?"

লোকটা বলল, "দ্যাখো ভাই, আমার ব্যবসা আমি বুঝব। তোমরা কম্বল বিলিয়ে দিয়েছ। ওটা আর তোমাদের সম্পত্তি না। আমাদেরকে বিক্রি করে যদি ওরা টু পাইস ইনকাম করতে পারে, তাহলে লাভটা তো দু'দিকেই হচ্ছে!"

টিকিট কাউন্টারের বাঁদিকে নিশীথ বসে ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "শীত করে না?"

নিশীথ কিছু বলল না। ফোকলা দাঁতে অল্প হাসল।

লোকটা দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "আমি সামান্য কর্মচারী। কিন্তু বাস্তবটা তোমাদের চেয়ে বেশি বুঝি। তোমরা ছোট ছোট ছেলে, আবেগের বশে এসব কম্বল-টম্বল বিতরণ করো। অমন সোশ্যাল ওয়ার্ক অনেকেই করে। কিন্তু এদের তো কম্বল লাগে না! বছরের পর বছর ধরে এরা কম্বল ছাড়াই কাটিয়েছে। তার চেয়ে সেগুলো বিক্রি করে—"

আমি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এক সেকেন্ড। আমরা প্রতি শীতে এদেরকে কম্বল দিয়ে যাই, আর প্রতিবার আপনারা সামান্য টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নিয়ে যান ওদের কাছ থেকে! বিবেকে লাগে না?"

লোকটা হেসে ফেলল। তারপর বলল, "বিবেক দিয়ে ব্যবসা চলে না, ভাই। আর যদি বিবেকের কথাই বলো, তাহলে এই কম্বলগুলো বিক্রি করে যে কত ছোট ব্যবসায়ী লাভ করছে, সেদিকটা দেখবে না? আমাদের তো গোডাউনে গিয়ে সব জমা হয়। বেস প্রাইস এত কম, তাই ওদেরকে আমরা কম দামেই বিক্রি করি। এটাও তো সোশ্যাল ওয়ার্কই হল, বলো?"

আমি আর কিছু বললাম না। এদের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না এইধরনের লোক।

কুলি জাতীয় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। কম্বলগুলো বাঁধা হচ্ছিল। লোকটা ওদেরকে কীসব নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে।

আমি ধীরপায়ে হেঁটে গিয়ে প্রতিমা মাসির কাছে গিয়ে বসলাম। মাসি ঝিমোতে ঝিমোতে দুলছিল অল্প অল্প। ওই অবস্থাতেই বলল, "জোর করে নিয়ে যাবে বলেছে পরের দিন। অনেকেই দেয়নি তো..."কম্বলটা আঁকড়ে ধরে বসে ছিল মাসি। দেখলাম সেটার এক কোনায় কালো সুতো দিয়ে সেলাই করে একটা সুন্দর ডিজাইন করেছে।

কিছুক্ষণ পর সুমিত বলল, "দিয়ে লাভ নেই আর। আবার কিনে নেবে এরা। এরকমই হয়ে গেছে সিস্টেমটা, বুঝলি! লোকটা ভুল কিছু বলেনি।" আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম। বেশ কয়েকমাস পরের কথা। নর্থের দিকে যাচ্ছিলাম। কয়েকটা বস্তিতে চালডাল দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। গেটের বাইরেই সারি সারি দোকান। হরেকরকম জিনিস তাতে। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম কম্বল বিক্রি করছে।

বললাম, "এটা কী গো?"

মাসি চোখ খুলে তাকাল। কম্বলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আমার ছেলেকে ছোটবেলায় রুমালে এইটা বানিয়ে দিতাম সেলাই করে। খুব প্রিয় ছিল ওর।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমার ছেলে? বলোনি তো কোনওদিন। কোথায় থাকে?"

মাসি আবার চোখ বুজে বলল, "মারা গেছে, তাই বলিনি।"

আমি চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে এলাম ধীরে ধীরে।

সুমিত প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আমাকে দেখে বলল, "কী করবি? আর দিবি?"

আমি কিছু বললাম না। নিজেও সিগারেট ধরালাম একটা।

কিছুক্ষণ পর সুমিত বলল, "দিয়ে লাভ নেই আর। আবার কিনে নেবে এরা। এরকমই হয়ে গেছে সিস্টেমটা, বুঝলি! লোকটা ভুল কিছু বলেনি।"

আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম।

বেশ কয়েকমাস পরের কথা। নর্থের দিকে যাচ্ছিলাম। কয়েকটা বস্তিতে চালডাল দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। গেটের বাইরেই সারি সারি দোকান। হরেকরকম জিনিস তাতে। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম কম্বল বিক্রি করছে।

হাতে বেশ কিছু টাকা ছিল। সুমিতকে বললাম, "কয়েকটা কিনে নিবি নাকি? একদমই যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, তাদের দিয়ে আসি?"

সুমিত নিমরাজি হল।

কম্বলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটায় আমার চোখ আটকে গেল। সেই ডিজাইনটা! প্রতিমা মাসি এঁকেছিল কম্বলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী? কোথায় পেলে?"

দোকানদার বলল, "মাল তো গোডাউন থেকে আসে। কেন বাবু, কী হইছে?"

আমি বললাম, "এই ডিজাইনটা দ্যাখো। এই কম্বলটা একজনের থেকে চুরি করা হয়েছে।"

দোকানদার বলল, "কী যে বলেন! এই ডিজাইনটা নতুন আসছে তো মার্কেটে! দ্যাখেন, ওই লটটা দ্যাখেন। সব এই ডিজাইন।"

কম্বলগুলো তুলে দেখলাম। সত্যিই তাই! প্রতিমা মাসির ডিজাইনটা কপি করে নতুন নতুন কম্বল বানাচ্ছে এরা!

কয়েকটা কম্বল তুলে নিয়ে বস্তিতে গেলাম। ঢোকামাত্রই কয়েকজন গুন্ডামতন ছেলে চলে এল সামনে।

"কী চাই?"

"কিছু জিনিসপত্র দিতে এসেছি..."

"ওসব হবে না, ফোটো! এখানে শুধু আমাদের পার্টি অফিস থেকে জিনিস আসবে!"

"কিন্তু আমরা এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে—"

"আরে বললাম তো ফোটো!"

আমরা আর কথা বাড়াইনি। জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। পাঁচ বছরে প্রথমবার এই অভিজ্ঞতা হল।

বাড়ি ফিরে এসেই ছুটেছিলাম স্টেশনের দিকে। প্রতিমা মাসির সাথে একবার দেখা করাটা দরকার। ওর ডিজাইন দিয়ে নতুন নতুন কম্বল তৈরি হচ্ছে শুনলে না জানি কত্ত খুশি হবে! মাসি আর কপিরাইটের কী বোঝে!

বেশ ক'দিন আসা হয়নি স্টেশনের দিকটায়। মাসিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

টিকিট কাউন্টারের সামনে ডেনড্রাইট টেনে পড়ে ছিল নিশীথ। ওকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "প্রতিমা মাসি কোথায় রে?"

নিশীথ অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "চলে গেছে তো!"

আমি ছেড়ে দিলাম ওকে। কিছুক্ষণ হন্যে হয়ে খুঁজলাম দুটো প্ল্যাটফর্মেই। কোথাও দেখতে পেলাম না মাসিকে।

কে জানে, কোথায় হারিয়ে গেল! প্ল্যাটফর্মে থাকা সবাই বোধহয় সাময়িক হয়। তাদের বেঁচে থাকা বা মৃত্যুতে কারও কিছু যায়ও না, আসেও না। বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে। বাইরে ফুটপাথে কম্বলের দোকানটার দিকে তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরালাম।

ভাষা আলাদা

তেরোর পাতার পর

তামিল সাহিত্যের অন্যতম লেখক ডি জয়কান্তন। পেয়েছেন পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাদেমি। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প কুঞ্জবনের খ্যাপা। খ্যাপা থাকে শ্মশানে। পেশায় ডোম। শ্মশানে নিয়ে আসা মরদেহর জন্য কবর খোঁড়াই তার কাজ। মানুষের সন্তানশোকের বেদনা তার বুদ্ধির অতীত। যখন সে কোনও শিশুর কবর খোঁড়ে তখনও সে গান গাইতে থাকে। তার চোখে কোনও শোক, দয়া, মায়া, কোমলতা দেখা যায় না। এহেন খ্যাপার বিয়ের পনেরো বছর পর একটি ছেলে হল। যে হাত এত শিশুর কবর খুঁড়েছে, সেই হাত এখন সারাক্ষণ নিজের বাচ্চাকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা। মৃত শিশুকে কবরে দিয়েই সে ছুটে আসে দোলনায় শোয়ানো নিজের শিশুটির কাছে। আদর করে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। কিন্তু মাত্র দু'বছর বয়সে ছেলে মারা গেল। 'এত কাল সে লোকের মৃত্যুদেহই দেখে এসেছে। কিন্তু সেই মৃত্যুর পশ্চাতে যে কী গভীর শোক তা তার জানা ছিল না।...খ্যাপা এগিয়ে যাচ্ছে তার মৃতসন্তানকে কোলে নিয়ে। ...ছেলের দেহটিকে মাটির ওপর শুইয়ে দিল খ্যাপা। কাঁধের কোদালখানা হাতে নিয়ে শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটো একদৃষ্টে চেয়ে আছে শূন্য আকাশের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই উদ্ভ্রান্ত চোখে জল ছাপিয়ে এল। শোকের জ্বালায় নাক ও ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের মধ্যে কোথায় কী যেন একটা আটকে রয়েছে। ...হাতদুটো কাঁপছে। মাটিতে দাঁড়াতে না পেরে পা-দুটো নড়ছে ঠকঠক করে। উঁচিয়ে তোলা কোদালটাকে ফেলে দিয়ে, বাবা গো... বলে চিৎকার করে শিশুর মরদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে খ্যাপা... কপালে তার জমাটবাঁধা বিন্দু বিন্দু ঘাম...।" এই যে সন্তান হারানোর শোক তা এক মুহূর্তে জগতের সব পিতাকে এক সুরে বেঁধে দেয়।

মালয়ালম লেখিকা কমলা দাস নারী কেন্দ্রিক লেখার জন্যই বিশ্বখ্যাত। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প মিষ্টি পায়েস। গল্পের শুরুই হচ্ছে "লোকটি অনেক রাতে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরছিল। আমরা তাকে বাবা বলে ডাকব। কারণ এই শহরে একমাত্র তার তিন সন্তানই জানে তার কী গুরুত্ব। তারা তাকে বাবা বলে ডাকে।..." গল্প শেষ হয় সমাজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে স্ত্রীর রান্না করে রেখে যাওয়া পায়েস তিন বাচ্চার মুখে সে তুলে দেয় যখন। কারণ এক মাত্র সেই জানে তাদের মা আর কখনও বাড়ি ফিরে পায়েস বানাবে না।

সাহিত্য আকাদেমি, গালিব পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঞ্জাবি লেখক কর্তার সিং দুগগালের গল্প 'বাপটা কবে মরবে' শিরোনামই বুঝিয়ে দেয় গল্পের বিষয়। দিনের পর দিন বাপের হাতে মায়ের মার খাওয়া দেখতে অভ্যস্ত গনি রোজ বাপের মৃত্যুর কামনা করত। একদিন সেই জুয়াড়ি বাপ মরলে তার বদলে মা বিয়ে করে আনল যাকে, সে আগে গনিকে ও মাকে খুব ভালোবাসলেও ক'দিন যেতে না যেতেই মদ খেয়ে এসে মারতে লাগল। এমনই একদিন পেটানোর পর ক্লান্ত নতুন বাপ বেরিয়ে গেলে গনি তার মায়ের বুকে মুখ রেখে প্রশ্ন করে, 'মা, এই বাপটা কবে মরবে?'

এই লেখা শেষ করব দেশভাগের প্রেক্ষিতে লেখা উর্দু লেখক মন্টোর বিখ্যাত গল্প 'খুলে দাও' দিয়ে। "...সিরাজুদ্দিন সিধা উঠে দাঁড়াল আর পাগলের মতো চারদিকের ছড়িয়ে থাকা জনতার সমুদ্রে খুঁজতে লাগল... পুরো তিন ঘণ্টা সে 'সাকিনা-সাকিনা' বলে ডেকে ডেকে সমস্ত ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরল, কিন্তু তার একমাত্র তরুণী মেয়ের খোঁজ পেল না। ...সন্ধের সময়ে ক্যাম্পের এক কোণে নিরালায় চুপচাপ বিচ্ছিন্নভাবে বসেছিল সিরাজুদ্দিন। স্ট্রেচারে একটা লাশ পড়েছিল। সিরাজুদ্দিন ধীরে ধীরে সেখানে গেল। এই সময়ে সমস্ত কামরায় আলো জ্বলে উঠল। সেই আলো পড়ল স্ট্রেচারের ওপরে শায়িত নিস্পন্দ দেহটির উপরে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সিরাজুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল- সাকিনা! যে ডাক্তার কামরায় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সিরাজুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সিরাজুদ্দিন শুধু বলতে পারল, জী, ম্যায় ইসকা বাপ হুঁ। ডাক্তার স্ট্রেচারের ওপরে শায়িত দেহটিকে দেখলেন, তারপর একটা হাত তুলে নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে করতে সিরাজুদ্দিনকে বললেন, খিড়কি খোল দো। ডাক্তারের এই কথাটা মৃতপ্রায় সাকিনার শরীরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। ...শরীরের নড়াচড়া দেখে বৃদ্ধ সিরাজুদ্দিন খুশিতে চিৎকার করে উঠল, বেঁচে আছে- আমার মেয়ে বেঁচে আছে।"

এর পর নিস্তব্ধতাই অক্ষর।

সবাই একটাই কামনা করেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। ঈশ্বরী পাটনি যেন পৃথিবীর সব বাবার একমাত্র প্রতিনিধি।

পিতার নাম চারু মজুমদার

তেরোর পাতার পর

বলছেন, 'অভি, সব শেষ হয়ে গেল!' আমি মাকে আগলাতে লেগেছি এবং ততক্ষণে জেনে ফেলেছি যে শিলিগুড়ি থানা থেকে পুলিশের জিপগাড়ি এসে মাকে জানিয়ে গেছে সেদিন ভোরে তাঁর স্বামী

চারু মজুমদারের মৃত্যু ঘটেছে পিজি হাসপাতালে।

মৃত্যুসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই আমাদের স্বজন প্রতিবেশীরা ভিড় করেন বাড়ির চত্বরে। '৭২-এর পুলিশি নজরদারি ও সন্ত্রাসকে পায়ে ঠেলে ভিন্ন রাজনীতির সমর্থক এঁদের অনেকেই কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে আমাদের মা-বাবার প্রতি তাঁদের অন্তর্লীন শ্রদ্ধার তাগিদে সেই বিপর্যয়ের দিনে পরম আত্মীয়ের ভূমিকা নেন। কীভাবে যেন দুপুরের কলকাতাগামী বিমানের টিকিট হাতে ধরিয়ে আমাদের তিনজনকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। ঘোর লাগা অবস্থায় জীবনের প্রথম বিমানযাত্রার বিঘ্ন কাটিয়ে আমরা দমদমে পৌঁছাই। বিমানবন্দরের বাইরে লালবাজারগামী ট্যাক্সির খোঁজে যখন দিশেহারা অবস্থা, ঠিক সেই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি উপযাচক হয়ে আমাদের ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে উঠে সামনের সিটে জাঁকিয়ে বসেন। আমরা বুঝতে পারি ওই ব্যক্তি সাদা পোশাকে পুলিশের লোক। লালবাজারে পৌঁছালে আগে থেকে অপেক্ষমাণ দিদি সহ গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি ডিরেক্টর 'খুনে' দেবী রায়ের চেম্বারে পড়ন্ত বিকেল অবধি অপেক্ষায় বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যার মুখে পুলিশের কনভয়ের নিশ্ছিদ্র প্রহরায় একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে চাপিয়ে মা ও আমাদের তিন ভাইবোনকে পিজি হাসপাতালে মর্গের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

মর্গের টিমটিমে আলোয় মৃতদেহ শনাক্ত করানোর অছিলায় পরপর দুটি ট্রে-তে রাখা অচেনা মৃতদেহ দর্শন করিয়ে, সবশেষে আমাদের বাবার মরদেহ সংবলিত ট্রে-টি বের করে দেখানো হয়। সেই মুহূর্তের বিষাদ-যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতির সঙ্গে মিশে থাকা ঘৃণার বোধ আজও চেতনার অভ্যন্তরে দগদগে হয়ে আছে।

মৃতদেহটি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় বাবার ছিল, এটা যেমন সত্যি, তেমনই মরদেহের দুটি পায়ের তলার দিক মিশকালো হয়েছিল কেন— অদ্যাবধি উত্তর মেলেনি। পুলিশ লকআপের 'বাস্তবতা' তখন অগণন যুবকের শরীরে দাগ রেখে যাচ্ছিল।

শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হতে এবারে আরও বেশি সংখ্যায় রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর অগুনতি গাড়ির অতিকায় কনভয় চলল কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে।

সেদিনের কলকাতায় দেখেছি রাস্তাঘাট শুনসান। মহানগরের বাতাস কেমন থমথমে। এরই মধ্যে আমাদের গতিপথের একাধিক ছোট গলির ক্রসিংয়ে ছোট ছোট স্কোয়াডে মিছিল পুলিশি কনভয়ের প্রথম গাড়িটির সামনে দিয়ে 'চারু মজুমদার লাল সালাম' স্লোগান দিয়ে গলির অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ওই অকুতোভয় বিপ্লবী যুবকদের প্রতি আমাদের অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ জানাবার কোনও অবকাশ ছিল না।

কেওড়াতলায় পৌঁছেই রাজ্য পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী মৃতদেহ সৎকার করতে আসা নাগরিক ও পরিবারগুলির মানুষজনকে জোরজবরদস্তি মৃতদেহ সহ শ্মশান চত্বর খালি করতে বাধ্য করে, শ্মশানের চারদিক ঘিরে থাকা স্বল্প উচ্চতার কংক্রিটের দেওয়ালের উপর রাইফেল হাতে প্রচুর সিআরপিএফ জওয়ানকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

মৃত মানুষকেও কত ভয়?

এর পরে সাতের দশকের শুরুতে মহানগরের একমাত্র

বৈদ্যুতিক চুল্লির পাটাতনে সাদা কাপড়ে আমার বাবার ঢেকে দেওয়া মুখে আমাকে জোর করে মুখাগ্নি করানো হল। তখন আমার বয়স ১২। সন্ত্রাসের অভিব্যক্তি ছিল এমনই নির্মম!

আমার দুই মামা তাঁদের দিদির পাশে দাঁড়াতে শ্মশানে এলেও তাঁদের নাগালের বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়। বাবার বাল্যবন্ধু সমর জেঠুর ভাই ছিলেন পাঁচু সরকার। তিনি চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পারিবারিক বন্ধু হিসাবে তিনি শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন টাওয়ার হোটেলের চিলেকোঠার ঘরে আমাদের বিষাদঘন কালো রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এই হৃদয়বান কৃত্যটির জন্য অচিরেই তাঁকে যারপরনাই পুলিশি হেনস্তা সহ্য করতে হয়। অর্ধভুক্ত অবস্থায় রাত কাটিয়ে পরদিন সন্ধে পাঁচটার দার্জিলিং মেলে শিলিগুড়ি ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন হোটেলের সহৃদয় মালিক।

শিলিগুড়ি ফেরার পর আমি জ্বরে পড়ি আর মেজদি বাবার শোকে পরবর্তী তিনমাস চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলে শয্যাশায়ী থেকে যায়। দিদিকে কিছুদিনের মধ্যেই হস্টেলে ফিরে যেতে হয়। প্রাথমিক বিহ্বলতা ও ভালোবাসার মৃত্যুতে অনুভবী বৈকল্যকে জয় করে আমার মা আবার তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর দুরূহ ভূমিকায় ফিরে যান।

১৯৭০ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী, ফেরারি চারু মজুমদারের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার সিদ্ধান্ত জানায় ভারত সরকার। সেই মতো একদিন আমাদের মহানন্দপাড়ার সাবেক বসতবাড়িতে সকালবেলা হানা দিয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলে এক বিশাল পুলিশবাহিনী। আমাদের বিহ্বলতাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে বাবার বইয়ের কাঠের আলমারি, সস্তা কাঠের খাট-বিছানা, বাসনপত্র, বাবার হাতে লেখা রাজনৈতিক দলিল আর পাণ্ডুলিপি, বাবার অতি কষ্টে সংগৃহীত মার্কস-লেনিন-স্তালিন- মাওয়ের রচনাবলি আর সর্বোপরি আমাদের ভাই- বোনদের চিরন্তন রহস্যের আকর সেই মরচে পড়া ভীষণ ভারী লোহার সিন্দুকটি কেড়ে নেয় তারা।

মাকে দিয়ে বাজেয়াপ্তনামায় সইসাবুদ করানো হয়।

'খতরনাক অ্যান্টিন্যাশনাল' চারুর মৃত্যুর দু'দশক পরে তাঁর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে চাইলে স্থানীয় থানার মালবাবু সদর্পে জানান, 'মালখানার উইপোকা লোহার সিন্দুক শুদ্ধু হজম করে ফেলেছে।' পাঁচ দশক পেরিয়ে আজ আবার কর্পোরেট পুঁজির প্রাকৃতিক সম্পদ লুট অবাধ করতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ছত্তিশগড়ের জঙ্গলমহলে প্রতিরোধী সংগ্রামরত মাওবাদী দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ অগণিত নিরপরাধ মূলবাসী আদিবাসী নাগরিকদের গণহত্যা ঘটিয়ে চলেছে। আর আজও পুলিশ প্রশাসন যখন একইভাবে মিথ্যে সংঘর্ষে মৃতদের দেহগুলি তাঁদের দুঃস্থ পরিজনদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে, তখন মৃত স্বামীর মরদেহ শিলিগুড়ি ফিরিয়ে আনার আমার মায়ের জোরালো দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করার রাষ্ট্রীয় নির্লজ্জতার বেআইনি ট্র্যাডিশনেরই নির্মম পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করি।

পুরাণের সেই 'সিঙ্গল ফাদার'রা

তেরোর পাতার পর

যজ্ঞ শেষে একটি মন্ত্রপূত কলস যজ্ঞস্থানে রেখে মুনিরা চলে গেলেন। রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কলসের জল পান করায় একজন পুরুষের সর্বপ্রকার গর্ভধারণের চিহ্ন অচিরেই প্রতিভাত হল যুবনাশ্বের শরীরে। যথাসময়ে রাজার ডান দিকের কুক্ষি ভেদ করে এক পুত্রের জন্ম হল। রাজা সুস্থ কিন্তু এহেন সদ্যোজাতকে স্তন্যপান করাবে কে? সেসময় ইন্দ্র উপস্থিত হয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শিশুটির মুখে ধরলেন। শিশু সেটি চুষেই পুষ্ট হতে থাকল। ইন্দ্র বললেন, 'মাং ধাতা' অর্থাৎ আমাকে ধয়ন করবে যে আর তাই তার নাম হল মান্ধাতা। সূর্যবংশের এই রাজা মান্ধাতার নাম নিয়েই আমরা অতি প্রাচীন বোঝাতে মান্ধাতার আমল শব্দবন্ধ ব্যবহার করি।

এছাড়া বিশ্বামিত্র মুনি ও অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা? যে জন্মের পরেই পরিত্যক্ত হয় অরণ্যে আর কণ্বমুনি কীভাবে পিতৃস্নেহে লালন করেছিলেন তাকে তাও আমাদের অজানা নয়। সেদিক থেকে ঋষি কণ্বও একজন একক পিতৃত্বের দায় নিয়ে আজও সম্মানিত।

রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে মনে পড়ে? যিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করায় দশরথের পুত্রলাভ হয়েছিল? সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বাবা হলেন কশ্যপ বংশীয় মুনি বিভাণ্ডক। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দেখে যিনি কামতাড়িত হলে রেতঃপাত হয় আর তা এক হরিণী (সে-ও হয়তো ছদ্মবেশে এক অভিশপ্ত অপ্সরা) গলাধঃকরণ করায় হরিণীর গর্ভে জন্ম হয় দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট এক পুত্রের যার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই অর্থে বিভাণ্ডকও একজন একক পিতা যিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রতিপালন করেছিলেন।

আর সেই একক পিতা ভরদ্বাজ মুনি? সমুদ্রস্নানে গিয়ে অপ্সরা ঘৃতাচীর রূপ দেখে কামমোহিত হয়ে বীর্যস্খলন হয়েছিল যাঁর? সেই বীর্য একটি দ্রোণ বা কলসের মধ্যে সংরক্ষণ করে যে নির্ধারিত সময়ে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল তিনিই বীর দ্রোণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মহান শিক্ষক এই দ্রোণ আজন্ম পিতা দ্বারা লালিতপালিত। যদি ধরেই নিই কারও গর্ভে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল মুনির এই দেহরস? ঠিক আজকের আইভিএফ অথবা সারোগেট মাদার কিংবা টেস্টটিউব শিশুর মতো তবে তো বলতে হয় শুধু একক পিতৃত্ব বা ফাদারহুড এনজয় করার জন্য অনেক পুরুষ যে আজ এই পন্থায় বাবা হচ্ছেন। আমাদের দেশে নতুন নয়। অতবড় বীর দ্রোণের বাবাও ভরদ্বাজ মুনিও সেই অর্থে বিবাহপন্থায় না গিয়ে একক পিতা।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে শরদ্বান নামক ঋষি ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী নামক এক অপ্সরাকে পাঠান তাঁর কাছে। এই অপ্সরাকে দেখে শরদ্বান বীর্যপাত করেন নলখাগড়ার বনে আর তা একটি শরস্তম্ভে পড়লে ক্রমে তা থেকে যমজ পুত্রকন্যার জন্ম হয়। রাজা শান্তনু সেই যমজ পুত্রকন্যাকে কৃপা করে সন্তানের মতো পালন করেন বলে তাঁদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে কৃপ (কৃপাচার্য) ও কৃপী। দ্রোণাচার্য কৃপীকে বিবাহ করেন যার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম। দ্রোণের মতো, এই কৃপা ও কৃপীর পিতা থাকলেও মাতা ছিলেন না। শরদ্বান তাদের জন্ম সম্পর্কে অবগতও ছিলেন না। আবার এই শান্তনুর ঔরসজাত পুত্র ভীষ্মের জন্ম দিয়ে গঙ্গা চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের মতো। আর সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ের আগে পর্যন্ত সেই সন্তান দেবব্রত ভীষ্মকে পুত্রস্নেহে লালনের সম্পূর্ণ ক্রেডিট শান্তনুর।

আর ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের জন্মটি? বড়ই আশ্চর্য লাগত ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতের গল্প পড়ে। শুকদেবের কোনও মা ছিল না। গুণবান দেবতুল্য পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন ব্যাসদেব। এক বছর কঠোর তপস্যার পর মহাদেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসকে বললেন, "দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেবের অন্য নাম) তুমি শীঘ্রই অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পরম গুণবাণ পুত্র লাভ করিবে। সেই পুত্র তাহার সমুদয় মন প্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ পূর্বক ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবে।"

আর সেই পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত অতি সহজে ব্যক্ত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর এভাবে...'ইহাতে ব্যাসদেব যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম পূর্বক হোমের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হোমের প্রথম প্রয়োজন অগ্নি। তাহার জন্য ব্যাসদেব অরণী কাষ্ঠ দুখানি (সেকালে দিয়াশলাই এর বদলে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন বাহির করিতে হইত ঐ কাঠের নাম অরণী) লইয়া ঘর্ষণ করিতেছে। এমন সময় সেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বা পরম সুন্দর এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই কুমারই ব্যাসদেবের পুত্র, তাহার নাম শুক।'

সূত্র :

মহাভারত, বেদব্যাস, অনুবাদ : কালীপ্রসন্ন সিংহ, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, ভারত অমৃতকথা - ডঃ পূর্বা সেনগুপ্ত, সীতা, জয়া- দেবদূত পট্টনায়ক

শেষ পারানির কড়ি

তেরোর পাতার পর

দেখতে বেরোতেন, তিনিই আমার বাবা।

আর আমরা ভাইবোনেরা গোল হয়ে বসে মনে মনে প্রার্থনা করতাম "হে ভগবান, আমাদের বাবা কিন্তু চিরকালের মজুর, আমাদের বাবাকে একটু দেখো।''

তবে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও বাবার কি কোনও গ্লানিবোধ ছিল না? অপমান ও অপ্রাপ্তিবোধ? নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তিনি সেটা কাউকে বুঝতে দেননি। সেটা টের পেলাম তাঁর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর। তিনি সাংসারিক সব দায়িত্ব ছেড়ে অন্য জগতে, শুধু উঠোনে ফুলবাগান আর ঠাকুরঘর নিয়ে মেতে রইলেন। তিনি নিশ্চয় বিগত সময়ের কথা ভুলে থাকতে চাইলেন। ঠাকুরঘরের কথা আলাদাভাবে বলতেই হয়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, প্রচলিত অপ্রচলিত দেবতার ছবির সামনে কত রকমের মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনাগীত আমরা শুনতে পেতাম, তার ইয়ত্তা নেই!

তবে বাবা যখন তাঁর দুর্বল কণ্ঠে, সঠিক সুরের তোয়াক্কা না করেই গাইতেন "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।'' তখন তাঁর হৃদয়ের আকুতি দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত। ৯৪ বছর বয়সে দেহত্যাগের পর' তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি খুলে দেখি, পাতায় ওই রবীন্দ্রসংগীতটি গোটা গোটা অক্ষরে নিজের হাতেই লেখা। ওপরে শিরোনাম "ঠাকুরের সংগীত"। এতটাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। আর বোধহয় এই গানটিই ছিল তাঁর শেষ পারানির কড়ি।

আজকের এই প্রবল সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসীদের জগতে বাবা যেন একাকী একজন, আমার কাছে পরম বিস্ময় হয়েই থেকে গেলেন।

ছোটগল্প

ইস্কুল

নবকুমার বসু

আঁকা : অভি

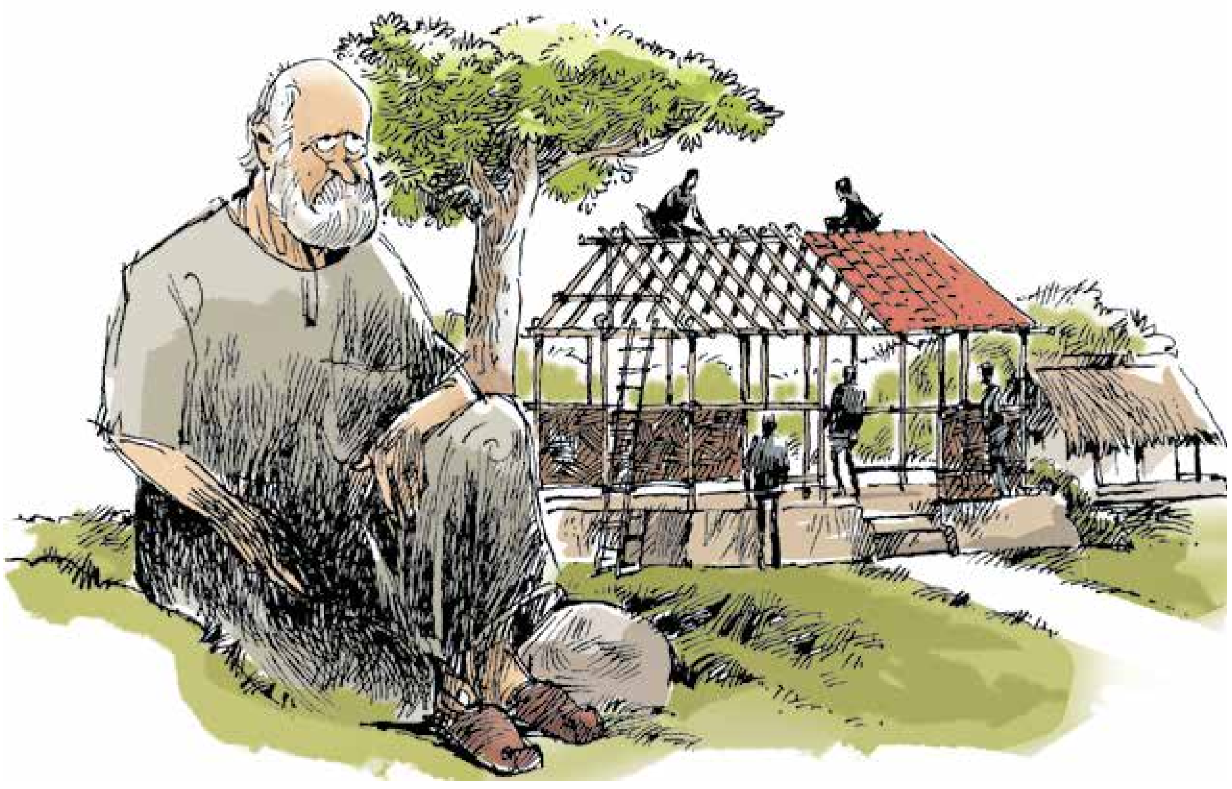

মন্মথনাথ ভেবে দেখলেন, বুড়ো বয়সে জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা না রাখা প্রায় একই ব্যাপার। তাঁর দিক থেকে অবশ্য দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক নিজের বাচ্চাদের প্রতি। কিন্তু দুই মেয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, তিন ছেলের যে তাঁর বাঁচামরা নিয়ে কতখানি মাথাব্যথা, বেশ ভালোই বোঝেন। গঞ্জের বাড়ি আর জমিজিরেত নেহাত কম ছিল না। ভাগাভাগি করে দিয়েছেন ছেলেদের যার যেরকম বড় সংসার, প্রয়োজন... সেইসব আন্দাজ করে। যথারীতি তারপর থেকেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়ঝাঁটি, গালমন্দ, এমনকি প্রায় হাতাহাতি আর অনিবার্য হাঁড়ি আলাদা। সেসব চুকে গেছে আজ অনেক বছর হল।

নিজের আড়াই কামরা পাকাবাড়ি আর সতেরো কাঠার শাকসবজি-লেবু-পেয়ারা-কুল-আম-কাঁঠালের বাগানটি কিন্তু মন্মথ ছাড়েননি। বিভারানি তাই নিয়ে গোড়ার দিকে চিল্লামিল্লি করলেও, পরে 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো,' টের পেয়েই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিন বছর আগে গঙ্গাযাত্রা করার আগে দিব্যি হেসেখেলে, খেয়েদেয়ে রসেবশেই জীবন কাটিয়েছিলেন বলা যায়।

কিন্তু মন্মথনাথ এবার কী করবেন নিজেরটুকু নিয়ে! ছেলেরা, পাড়ার তোলাবাজরা তো বসে আছে।

একাশি বছর বয়সেও ঠকঠকে আছেন তাইতে সন্দেহ নেই। তা বলে অনন্তকাল তো থাকবেন না! শরীর জানান দেয় মাঝেমধ্যে। কখনও মাথা হালকা হয়ে যায়, কখনও শরীর অস্থির লাগে, কাঁপে, বসে পড়তে হয়। আবার জল খেয়ে, ডাব খেয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়েন। লাগোয়া জমিতেই তো ঘরবাড়ি করে ছেলেরা থাকে। নজরও রাখে নিশ্চয়ই। নজরেরও কত রকমফের আছে, ছেলে-বৌমা সকলেরই, মন্মথ কি আর বোঝেন না! নিজেরটা নিয়ে বাবা কী করবে! এটাই প্রশ্ন।

বাবা নিজেই কি জানে নিজেরটা নিয়ে বাবা কী করবে? ভাড়াটে গোছের একটা ফ্যামিলি তো রয়েছেই।

চারে মাছ ঘোরার মতো চুনোপুঁটি বাদ দিয়ে, চাকদার বাজেকদমতলা আর কেষ্টপুরের দু-তিনটে রাঘববোয়াল না হলেও, রুইকাতলা যে মন্মথনাথের বাড়ির আশপাশে ইদানীং ঘোরাঘুরি বাড়িয়েছে, বুড়ো তাই ভালোই জানেন। তারা খোঁজখবর রাখছে, বাড়ি-জমির ব্যাপারটা কী করবেন বুড়ো মানুষটা! ওই ভাড়াটে মাস্টারটাই ঝেঁপে দেবে না তো!

উঠোনোর একধারে পড়ন্ত বিকেলে আম গাছের ঝিরঝিরে হাওয়াটা বড় মিঠে এই সময়ে। চৈত্রের গরমটা গায়ে লাগে না ছায়ায় বসলে। কুশি-কুশি কাঁচা আমের গন্ধটাও বেশ মনমাতানো। চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে উলটো দিকে বসা পাড়ার বন্ধু তথা পুরোনোদিনের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অখিলেশ ভদ্রকে মন্মথ বললেন, তোমার ওষুধটা ভালোই কাজ দিয়েছে অখিল... শরীরে বল পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

অখিলেশের মুখখানা তাঁর শরীরের মতোই কাঠখোট্টা, শুকনো মতো। ইদানীং তার ওপর যেন দুশ্চিন্তার ভার মিশেছে। বলল, আগে তো বিশ্বাসই করতেন না!

ভালো ফল দিলেই বিশ্বাস করব।

একটু সময় দিতে হয়... এ তো আর অ্যালোপ্যাথির মতো 'ধর তক্তা, মার পেরেক' চিকিৎসা নয়! কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট। তার সঙ্গে তোমার মেয়ে-জামাইয়ের যত্নআত্তি, খাওয়াদাওয়া, সেবাযত্নর কথাও বলতে হবে।

মন্মথর মুখ থেকে মেয়ে-জামাইয়ের কথা শুনেই অখিলেশের মুখখানা যেন আরও করুণ আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল। বলল, তা তো বটেই। আপনি বিশ্বাস করে ওদের থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওরা তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর হয়তো পারবে না। ওদের নিশিপুর গাঁয়ে ফেরে যাবে বলছে। মন্মথনাথের মুখখানা বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে ঝুলে থম মেরে রইল। বোধহয় বুঝতে চাইলেন, ব্যাপারখানা কী! কেন?

অখিলেশের মেয়ে অর্পিতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ-বিটি। আটপৌরে ঘরোয়া মেয়ে, গাঁ-গঞ্জে যেরকম হয়। স্কুল সার্ভিস-এর পরীক্ষা দিয়ে বাড়ির কাছেই মদনপুরে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রেম করেছিল বর্ধমানে পড়ার সময়েই। পরে বিয়েও সেই সুখময়কে। সাত বছর ধরে সে-ও ভূগোলের মাস্টার হালিশহর বয়েজ স্কুলে। উত্তরবঙ্গের ছেলে। রায়গঞ্জের নিশিপুরে বাড়ি। কিন্তু ওদিকে আর ফেরা হয়নি।

অর্পিতা-ই পাড়ার গণ্যমান্য মন্মথ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর বাড়িবাগানের পূর্বদিকে এক সময় তাঁর যে খাজাঞ্চিবাবু ছিল, সেই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বর আর দেড় বছরের ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ির কাছেই উঠে এসেছিল। অখিলেশের সঙ্গে থাকার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। কেননা সে নিজেই থাকে পৈতৃক বাড়ির এক কোণে- ঘর, চেম্বার নিয়ে। তাছাড়া সুখময় আত্মবিশ্বাসী মানুষ, শ্বশুরবাড়িতে থাকবে ভাবতেই পারে না। খাজাঞ্চিবাবু মন্মথর একটু ভরসার মতো ছিলেন। বৌ চলে যাওয়ার পরে একাই ছিলেন আউটহাউসে। কিন্তু তিনিও মারা গেলেন। মন্মথ নিঃসঙ্গ বোধ করলেও, নিজের মতো থাকার জন্যই ছেলেদের বা তাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চাননি। অতীতের কর্মঠ, ব্যবসাদার মানুষ তিনি। অবস্থাপন্ন, মেজাজি এবং স্বাধীন। শেষপর্যন্ত কতদিন থাকতে পারতেন, তা বলা যায় না। কিন্তু অর্পিতা-সুখময়রা বছর চার আগে এসে সত্যিই যখন আউটহাউসটা সংস্কার করে থাকতে শুরু করল, একটু একটু করে মন্মথও যেন নতুন মানুষই হয়ে উঠলেন আবার এই বয়সে।

না, এমনি এমনি হয়ে ওঠেননি। বলা যায়, একটু একটু করে কন্যাসমা অর্পিতা আর পরিশ্রমী ওর বর সুখময়ের সাহচর্য, দেখাশোনাতেই দীর্ঘদিনের বিপত্নীক মানুষটা আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। মন্মথ ভাড়া নেন না ওদের কাছ থেকে, কেননা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার লোক নন তিনি।

আপনি ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষকের চাকরি হারানোর কথা শোনেননি? ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে মন্মথ তাকালেন অখিলেশের দিকে। - সে তো বেশ কিছুদিন ধরেই মাঝেমাঝে টিভিতে শুনি কিংবা কাগজে দেখি। ডিটেল আর কে পড়ে ওসব! মনেও থাকে না। শুধুই চুরির খবর।

তাছাড়া বাড়ির হাতায় কৃতজ্ঞ হয়ে কেউ থাকবে, এই অনুভূতি তাঁকে মনের জোর দেয়। ওদের শুধু বলে দিয়েছিলেন, যেন গুছিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে, আর বাগানটার দেখাশোনা করে।

যা বলেছিলেন, সুখময়-অর্পিতা তার বেশিই করেছে এই ক'বছরে। একটা ঢাকা বারান্দামতো করে নিয়েছে তাঁর অনুমতি নিয়ে। আর একটা বাচ্চাও হয়েছে ওদের কেষ্টপুরে আসার পরে। ছাগল পুষেছে।

কিন্তু মন্মথর আসল উপকার যেটা হয়েছে, তা হচ্ছে, তাঁর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরের দিকে অর্পিতাদের একটু নজরদারি। রাঁধুনি, চাকর সবই তাঁর আছে তো বটেই। কিন্তু যা হয়, বিপত্নীক বয়স্ক লোকটার দিকেই তাদের নজর কম। কোনটা খাওয়া উচিত না, কোনটা খাওয়া দরকার, মাঝেমধ্যে একটু উৎসাহিত করা কিংবা নিরস্ত করা... কবে থেকে এসব ব্যাপারগুলোতেই অনাত্মীয় ছেলে আর মেয়েটা একটু একটু করে ঢুকে পড়েছে। কৃতজ্ঞতাবশতই। ভালোবাসাও হয়েছে।

সরকারি স্কুলের চাকরি করে দুজনের মিশিয়ে রোজগার খারাপ না। হয়তো দু-এক বছর পরে উঠেও যাবে মন্মথনাথের বাগানবাড়ি ছেড়ে। মাঝেমাঝে এটা সেটা রান্না করে দিয়ে আসে... শুক্তো, মোচার ঘণ্ট, মুলো দিয়ে শোল মাছ বা মৌরলা মাছের টক... বর্ষায় খিচুড়ি, শীতে একটু পুলিপিঠে... ছাগলের দুধটা নিয়মিতই দেয়।

ক-বছরে একটা অভ্যাসও তৈরি হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। বাইরের লোকেরাই আপনজন হয়ে ওঠে। আপনরা স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠে, এ তো নিজের চোখেই দেখছেন মন্মথ। নিজেদের ধান্দা, সংসার নিয়ে ছেলেমেয়েরাই পর। তো সে যাক।

এখন হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুটো পাট গুটিয়ে উত্তরবঙ্গে ওদের সেই নিশিপুর গ্রামে ফিরে যাবে! হ্যাঁ কাজকর্মে বদলি হলে কিংবা বাড়ির দরকারে ফিরে যেতে হলে কিছু বলার নেই। হয়তো মন্মথকে সোজাসুজি জানাতে একটু বাধছে।

একটু চুপ থাকার পরে অখিলেশকে মন্মথ বললেন, ফিরে যাবে! আমায় তো কিছু বলেনি। আপনাকে আর কী বলবে বলুন তো পালবাবু! সুখবর কিছু তো না।

তা না হোক। ক-বছর ধারেকাছে রয়েছে, খারাপ খবর হলেও তো জানাবে... নাকি?

হয়তো অনুমান করেছে, আপনি জানেন.. কিংবা বুঝে নিয়েছেন।

সামান্য ভেবে নিয়ে মন্মথ বললেন, কই—সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না...। ব্যাপারখানা কী অখিল?

আপনি ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষকের চাকরি হারানোর কথা শোনেননি?

ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে মন্মথ তাকালেন অখিলেশের দিকে। - সে তো বেশ কিছুদিন ধরেই মাঝেমাঝে টিভিতে শুনি কিংবা কাগজে দেখি। ডিটেল আর কে পড়ে ওসব! মনেও থাকে না। শুধুই চুরির খবর।

তলে তলে পুকুরচুরি হয়ে গেছে পালবাবু। কিন্তু সরকারি চাকরি চুরি হয়ে যায়, শুনেছেন কোনোদিন?

এত চুরির কথা এতদিন ধরে শুনতে শুনতে গা-সওয়া হয়ে গ্যাছে অখিল।

কিন্তু যাদের চাকরি চুরি গ্যাছে... আজ এত বছর চাকরি করার পরে, সেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে পথে বসেছে!

শুনলাম তো মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন- কারুর চাকরি যাবে না! তারপরে আর...।

তারপর জল অনেক দূর গড়িয়ে গ্যাছে পালবাবু...। মন্ত্রীদের হাতের বাইরে।

আমার তো মাথায় ঢুকছে না, সরকারি চাকরি একবার পাওয়ার পরে, কোনো দোষ না করলে কিংবা নিজে থেকে ছেড়ে না দিলে, তা যাবে কী করে?

তাই গ্যাছে পালুবাবু। কী আর বলব আপনাকে! ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন পরীক্ষা দিয়ে, পাশ করে, সিলেক্টেড হয়ে চাকরি পেয়েছিল, তারমধ্যে বহু ফেল করা ক্যান্ডিডেট নাকি লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে সিলেক্টেড হয়ে ঢুকে গিয়েছিল। সেইসব একের পর এক এখন ধরা পড়ছে। কেস গ্যাছে সুপ্রিম কোর্টে।

বাপরে... এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! মাস্টাররা যারা স্কুলে পড়াবে...! তারপর এখন?

সুপ্রিম কোর্ট এখন সেইসব মাস্টার-মাস্টারনিদেরই চাকরি খারিজ করে দিয়েছে। তার মধ্যে অর্পিতা, সুখময়ও পড়েছে পালবাবু...। গলা ধরে এল অখিলেশের। - আমি হলফ করে বলছি, আমার মেয়ে-জামাই পরীক্ষায় পাশ করেই...। আর কথা বলতে পারল না অখিলেশ। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে গেল। ... ভাবা যায় না কী অবস্থা!

মন্মথ দিশাহারার মতো বললেন, এ কী সর্বনেশে ব্যাপার... এরা তাহলে ছেলেপুলে, ঘরসংসার নিয়ে যাবে কোথায় এখন! চোর-জোচ্চোর আর তাদের যারা ঢোকাল, তাদের জন্য এত হাজার হাজার মাস্টার... তাদের সংসার... দাঁড়াও দাঁড়াও অখিল...। একটু ভাবতে দাও। এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি!

ভাববার আর কিছু নেই পালবাবু। অপু-সুখময়রা নিশিপুর ফিরে গিয়ে চাষবাস করবে... বলছে। আর কিছু না হোক, গাঁয়ের বাড়ি আছে ওদের... মুটেমজুর, কুলিকামিনের কাজ করবে...। আমার তো সাধ্য নেই...।

মাথা ভনভন করতে লাগল মন্মথনাথের। স্কুলের মাস্টাররা সব পথে বসে গেল! মুটে-মজুর-চাষের কাজ করবে!

সরকারি কাজ করতে-করতে হঠাৎ সব নাকচ হয়ে গেল, এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে! কতজনের জীবনযাপনই তো কতরকমভাবে বদলে গেছে। বিয়ে করে ঘরসংসার করবে, ছেলেপুলে লেখাপড়া করছে... বাড়ির ছাদ ঢালাই, বাবা-মা'এর চিকিৎসা, লোন শোধ, শখ-আহ্লাদ, জীবনবিমা... কত কিছু। তার ওপর সরকারি চাকরি, এতকাল ধরে যা সব থেকে নিরাপদ বলে লোকে জেনে এসেছে। অথচ এমন ঘটনা ঘটেছে যে, সেই সরকারি চাকরিকেই বড় আদালত বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে! এ যে মরণের থেকেও বড় শাস্তি সেইসব ছেলেমেয়ের, যারা আজ বাপ-মা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীগুলোরই বা কী দশা হবে! তাদের পড়াবে কে?

ভাবতে গিয়ে সত্যি দিশাহারা হয়ে গেলেন মন্মথ। একটা থেকেই দশখানা দুর্ভাবনার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ছে। এ যে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার থেকেও মারাত্মক ঘটনা। সরকারের কি তাহলে কোনও দায়িত্ব নেই এই হাজার হাজার মানুষের জন্য! তাদের গাফিলতিতেই তো এরা আজ চাকরিহারা। কিন্তু তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইবে কে? চাইলেও দিচ্ছে কে!

নিজের ক্ষমতার দৌড় সম্বন্ধে সচেতন মন্মথ। ব্যবসা-পরিশ্রম-উপার্জন- সম্পত্তি করেছেন। কত ধানে কত চাল, ভালোই বোঝেন। তাই সময় থাকতে ছেলেদের মতিগতি বুঝেই ভাগবাঁটোয়ারা যা করার করে দিয়েছেন। এখন তো তিনি প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ। আগের সেই তেজ আর মেজাজ থাকলে, ছেলেমেয়ে দুটোকে নিজের কাজে, ব্যবসাতেই লাগিয়ে দিতেন। আর যাই হোক না কেন, ওরা অন্তত তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের মতো বড়লোকি চাল মারত না। কিংবা নাক উঁচু ভাব দেখাত না এলেবেলে কাজ করতে। কিছু না হোক তাঁর তো লোহালক্কড়, মনিহারি দোকান, কোল্ড স্টোরেজ, দপ্তরিখানা, ওষুধের দোকানও তো ছিল। ওদের মতো বিশ্বাসী আর শিক্ষিত তো বটেই, তাদের কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই জুড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে সবই তো গ্যাছে এখন। হ্যাঁ সম্পত্তি অনেক করেছেন পালবাবু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের হাতে কিছুই তো ধরে রাখেননি আর। নাহ, একেবারে কিছুই নেই, তা তো নয়! এই বাড়ি আর বাগানটুকু তো এখনও তাঁরই আছে। অর্পিতা আর ওর বরের ছোট্ট সংসারটা ধরে রাখার জন্য এরমধ্যে কি কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না!

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বললেন, আমায় একটু ভাবতে দাও অখিল। তোমার মেয়ে-জামাইকে বলো, আমার সঙ্গে কথা না বলে, এখনই যেন কোথাও চলে-টলে যাওয়ার কথা না ভাবে। পালালে চলবে না।

*****

বুদ্ধিমান মানুষ মন্মথনাথ। ঠান্ডা মাথা। আগে থাকতে ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবেন। স্কুল মাস্টারদের চাকরি হারানোর বিষয়টা ভাল করে খোঁজখবর করলেন। জানলেন। হাজার হাজার পরিবার যে অসহায়, অমানুষিক অবস্থায় পড়ে গেল- কোনো সভ্য দেশে এই ঘটনা ঘটে! অথচ যাদের চুরি, শঠতা...নাহ ওসব ভেবে তিনি কিছু করতে পারবেন না। তিনি একমাত্র কাছে থাকা এই পরিবারটিকেই বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারেন। তারপর দেখা যাক যদি আরও কাউকে...।

দু'দিন ভাবনার পরে , ছোট করে স্কুল খোলার ব্যবস্থাটাই সঠিক মনে হল মন্মথনাথের। ছেলেমেয়ে দুটোকে ভালোবেসে ফেলেছেন বলেই, যেটুকু সম্ভব ওদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা। বাগানে জায়গা আছে। চাকদা কেষ্টপুরের মতো, গাঁ-গঞ্জ এলাকায় লোকে এখনও এতটা শহুরে হয়ে যায়নি। যদিও মানুষ বোকা না, সচেতন এখন। অপু আর সুখময়কে ডেকে নিজের প্ল্যান আর ভাবনার কথা বললেন।

নিজেদের পরিচয় দিয়ে, চাকরি হারানোর কথা বলে লিফলেট ছাপা হবে। মদনপুর-চাকদা-শিমুরালিতে বিলোবে। তারপর কেষ্টপুরের এই বাড়িতে স্কুল খোলা হচ্ছে বলে জানাতে শুরু করবে। অবৈতনিক স্কুল বলেই জানাবে মফসসল আর শহরতলিতে। আর যাই হোক না কেন, ওরা যে শিক্ষক ছিল, সেই শিক্ষকতার কাজটাই অন্তত করবে, করতে পারবে। যে ক'টা ছাত্রছাত্রী হয়, তাই নিয়েই শুরু হবে। দেশে নেতা-মন্ত্রী বলে যারা পরিচিত, তারা না থাকলেও চলে, কিন্তু শিক্ষক না থাকলে সমাজ অচল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক... টিচার-মাস্টার-স্যর-দিদিমণি... যারা যা বলে।

মন্মথ এটাও বোঝেন, শিক্ষকদের বাঁচতে অর্থের প্রয়োজন। তবু অবৈতানিক স্কুলই তৈরি হোক। তারপর দেখা যাবে।

*****

সপ্তাহ ছয়েক সময় গেল, বাজেকদমতলা কেষ্টপুরের ইস্কুল চালু হতে।

টালিখোলার চাল দিয়ে ছ'খানা দোচালার মতো ঘর হয়েছে। বাকিটা খোলামেলা বাগানেই চট পেতে পড়ানোর ব্যবস্থা। জল খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আর প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য ছেলেমেয়েদের শৌচাগার। ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাস্টার, নামের খাতা। ছোট-মাঝারি-বড় তিন গ্রুপের ছেলেমেয়ে। আশ্চর্যভাবে এনার্জি পেয়েছে অর্পিতা আর সুখময়। একেবারে, যাকে বলে, আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। মন্মথ আর অখিলেশও বসে নেই। ইস্কুলে যোগ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের কথা, হেটোমেঠো গঞ্জের মানুষজন ছেলেমেয়েকে কেষ্টপুরের খোলাস্কুলে নিয়ে আসছেন। তাঁরাও জেনে গেছেন, ঘুষ দিয়ে শিক্ষক হয়ে যাওয়া অযোগ্যদের জন্য, সত্যি সত্যি মাস্টার দিদিমণিরা আজ চাকরিহারা। না খেতে পাওয়া মানুষের মতো তাঁদের পথে বসতে হয়েছে। এই স্কুল অবৈতনিক হলেও এই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাঁচাতে হবে। যে যা পারে, দিয়ে যায়। সবজি, চাল, পয়সা। দিনের পরে দিন যায়। মন্মথ ভাবছেন, ছেলেমেয়ের সংখ্যা আরও বাড়লে, এই বাগানে জায়গা দিতে পারবেন তো!

ধনেশ পাখির নামে রঙিন উৎসব

আয় মন বেড়াতে যাবি

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।' মহান কবি অতুলপ্রসাদ সেনের এই কবিতাটির সার্থক রূপায়ণ দেখতে হলে অতি অবশ্যই আপনাকে ছুটে যেতে হবে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাতে। দেখতে হবে এক অনবদ্য বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান যার নাম 'হর্নবিল ফেস্টিভাল'। প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা শহর সংলগ্ন 'কিসামা ভিলেজে' এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাগা লোক উপাখ্যানে 'হর্নবিল' (ধনেশ) একটি পবিত্র বিহঙ্গ। মূলত সেই কারণেই এই পাখির নামে অনুষ্ঠানটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। ২০২৪-এ ছিল এই অনুষ্ঠানের রজতজয়ন্তী বর্ষ। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই নাগাল্যান্ডের পর্যটন শিল্পে এই অনুষ্ঠান জোয়ার এনে দিয়েছে। শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয় গোটা ভারতবর্ষে নাগাল্যান্ডের 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নাগাল্যান্ডের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের নিজস্ব চিরাচরিত কৃষ্টি সংস্কৃতি লোকাচার ও সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠানে। নাগা জনজাতির এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রান্তবাসী জনজাতির সহজ সরল মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের মূল জনস্রোতের মানুষজনের আত্মিক মেলবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই অনুষ্ঠান বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গত বছরের ১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন এবং মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, নাগা জনজাতির পবিত্র ঘণ্টা বাজিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে নাগাল্যান্ড সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই শান্তি সৌহার্দ্য ও সংহতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সাখাওয়াত। সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

রাজধানী কোহিমা শহরের 'কিসামা ভিলেজে' রংবেরংয়ের পোশাক এবং পরম্পরাগত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাগাল্যান্ড এবং আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জনজাতির লোকশিল্পীদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে গত ১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল দশদিনব্যাপী ২৫তম 'হর্নবিল ফেস্টিভাল'। চলেছে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ বছর এই অনুষ্ঠানের অংশীদার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং ওয়েলস। সিকিম এবং তেলেঙ্গানা ছিল এই অনুষ্ঠানের স্থানীয় অংশীদার। ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দর্শক ও পর্যটক এই অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন কিসামা ভিলেজে। এরমধ্যে ২৩৭৫ জন ছিলেন বিদেশি।

আঙামি, আও, চাখেসাঙ, চ্যাং, টিখির, পচুরাই, কাছারি, গারো, রেংমা, সাংতাম, খিয়ামনিউনগান, কোনিয়াক, লোথা, ফম, সুমি, ইউমখিয়াং, কুকি ও জেলিয়াং, নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তের এই ১৮টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০০ লোকশিল্পী বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতিকে সমাগত অতিথি ও দর্শকদের সামনে বিকশিত করে তোলেন। উচ্ছল প্রাণের বন্যায় ভেসে যায় সমাগত দর্শকদের হৃদয়। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ভরে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গণ।

স্থানীয় শিল্পীদের লোকনৃত্য ও সংগীতের অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয় বিদেশি শিল্পীদের ব্যান্ডের অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আসক্ত আজকের নাগাল্যান্ডের যুব সমাজের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এই অনুষ্ঠান। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ৪০টি ব্যান্ডের দল ১০ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তাদের যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীত পরিবেশন করে তুমুল

ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

হর্ষধ্বনিতে দর্শক শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নেয়।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত দু'দফায় তাদের চিরাচরিত গান নাচ এবং প্রথাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করেন। বর্ণাঢ্য 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' উপলক্ষ্যে গোটা কোহিমা শহরকে ফুলে ফুলে আলোক মালায় সজ্জিত করে তোলা হয়েছিল। চারদিকে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রচুর সুদৃশ্য তোরণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল নাগাল্যান্ডের শিল্প ও সংস্কৃতি দপ্তর।

নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তিক পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতির বিচিত্র কৃষ্টি সংস্কৃতি যাপন ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য লোক সামগ্রীর প্রদর্শন ও বিপণনের জন্য বাঁশ এবং খরের ছাউনি দিয়ে প্রচুর নয়নাভিরাম কুটির নির্মিত হয়েছিল কিসামা পাহাড়জুড়ে। হস্তচালিত তাঁত, পশম সামগ্রী, বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, ঐতিহ্যবাহী রংবেরংয়ের পোশাক, আদিবাসী মুখোশ, হস্ত নির্মিত গহনা, কাঠের খোদাই করা দ্রব্যসামগ্রী, আদিবাসী কারুশিল্প এবং মৃৎশিল্পের সম্ভার প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। এছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব আহার্য সামগ্রী তৈরি করে ভিনদেশি পর্যটকদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিপণনের ব্যবস্থা করেছিল। কিসামায় গড়ে তোলা হয়েছিল রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী স্টল। সেখানে মৌমাছি পালন, ফল ফুল সবজি চাষ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়।

এই প্রথম নাগাল্যান্ডের দেশজ পদ্ধতিতে সৃষ্ট 'মিথুন' নামের বিশেষ এক ধরনের শুয়োর প্রদর্শিত হয়েছে পশুপালন দপ্তরের প্রদর্শনীতে। প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা করে প্রবেশমূল্য ধার্য হলেও প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের জন্য কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হয়নি। তবে আগেভাগে সংরক্ষণ না করলে বিখ্যাত এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই সময় নাগাল্যান্ডে বিশেষ করে কোহিমা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হোটেল এবং হোমস্টেগুলির ভাড়া বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। তবে ১ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার টার্গেট নেওয়া উচিত। সবুজ গালিচায় মোড়া স্টেডিয়ামে বসে এই অনুষ্ঠান দেখে নাগাল্যান্ডের সহজ সরল মানুষের উষ্ণ ও হার্দিক ভালোবাসায় নন্দিত হয়ে বুকভরা অক্সিজেন নিয়ে আপ্লুত হয়ে আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। দেশ-বিদেশে আমার জীবনে দেখা অসংখ্য ছোট-বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান নাগাল্যান্ডের 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' এ কথা হলফ করে বলতে পারি। নিউজলপাইগুড়ি থেকে ডিমাপুর যাওয়ার জন্য, অবধ আসাম এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেস সহ অনেক ট্রেন আছে। তবে বিকেল বা রাতের ট্রেনে উঠে পরদিন সকালে ডিমাপুরে নামলেই সুবিধা হবে। সেখান থেকে বাস বা ট্যাক্সি করে দুই/আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় কোহিমায়। অনুষ্ঠানের অন্তত ৫/৬ মাস আগে হোটেল অথবা হোমস্টে বুক না করলে সেসময় থাকার জায়গা পাওয়া দুষ্কর।

কবিতাগুচ্ছ

সমর রায়চৌধুরী

১

জাদু

হাওয়ায় কি ওড়ে শুধু তুলোর আঁশ, ফুলের রেণু বা পাখির পালক?
আমি তো দেখি কথাও ওড়ে, জনশ্রুতি বা গুজব
ওড়ে এমনকি কত কত দৃশ্যও — গ্যারি সোবার্সের ব্যাট,
গান্ধিজির গোল চশমা, ইহুদি মেনুহিনের ভায়োলিন
ভ্যান গগের তুলি, চার্লি চ্যাপলিনের লাঠি
জীবনানন্দের কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে
শালিকে হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছাটি
লেখার মুহূর্তটি ঝরে পড়ে যেমন—
আকাশের কার্নিশ থেকে আমার মাথার ওপর খসে পড়ে
অ্যারিস্তোস দ্য নাসিমান্তো পেলের পা থেকে ছিটকে আসা ফুটবল
ঝরে পড়ে, ঝরে চলে, ঝরে পড়ে, এরকম কত কিছুই না ঝরে চলে অবিরাম...

২

উপলব্ধি

কবরের নীচে শুয়ে আছেন মেরিলিন মনরো
কবরে নীচে শুয়ে আছেন জন এফ কেনেডি
কেউই ভোলেননি কাউকে
দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ দুর্নিবার
কেউ দেখুক না দেখুক, বুঝুক না বুঝুক —
টের পাচ্ছি আমি সবার অলক্ষে
মাটির তলা দিয়ে নীরবে
দুজনেরই মাটির আঙুল একে অপরের দিকে ধীরে ধীরে
সুরসুর বা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ
একে অপরের মাটির সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়...

৩

কেমিস্ট্রি

ভাঙচুর করে, এটার সাথে ওটা, ওটার সাথে সেটার মিশ্রণ ঘটিয়ে দেখতে চাই সম্পূর্ণ এক পৃথক যৌগ পাওয়া যায় কি না! তাই পৃথিবীর জলের সাথে আকাশের স্থলের, তাই সকল রূঢ় নিষ্ঠুর পুরুষদের ভেতর নারীর কিছুটা নম্রতা, সহনশীলতা ও মমত্ব, এবং মুসলমানদের ভেতর কিছুটা হিন্দুত্ব ও একই সাথে উলটোটাও; পরিশেষে এমন নেশায় আক্রান্ত যে গদ্যের ঝলমলে রৌদ্রে কখন যে কবিতার স্নিগ্ধ ছায়া এসে পড়ে 'আর ঢেকে দেয় তোমাকে আমাকে' নিজেরই অজান্তে তা আমি টের পাই না ।

৪

একটি না পাঠানো চিঠির খসড়া

এড়ুইনা প্রিয়তমাসু,
একটু বলে কয়ে দেখো না বাপু তোমার কর্তাকে, যাতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস বা উদ্যোগ থেকে তিনি বিরত থাকেন। না হলে এর মাশুল কিন্তু গুনতে হবে আমাকে এবং সেটা একদিক থেকে তোমাকেও ডার্লিং! কেননা তখন ভারতীয়দের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জোরদার ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শামিল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না! তখন কি আর আমাদের আগের মতো লুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি চালানো সম্ভব হবে? মাথার উপর 'ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম সবকো সম্মতি দে ভগবান' এর ধ্বজাধারী এবং অহিংসার পূজারি এক বাপুজি আছেন না, তাঁকে আমি খুবই সমীহ করি। সাবধান!

কবিতা

উত্তরহীন-জীবন

নন্দা হাংখিম

(নেপালি থেকে অনুবাদ কৃষ্ণ প্রধান)

জীবন একটা জুয়া না কি!
জয়-পরাজয় শেষ হওয়া,
জীবন এটা ধোঁয়া নাকি!
শ্মশানের উপর উড়ে যাওয়া,
কিছুই বলতে পারা যায় না
কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি?
কেউ কেউ বলে এটা একটা সংগ্রাম-
সংগ্রাম থেকে আমি কী পেয়েছি!
পৃথিবীতে যতই যুদ্ধ করি না কেন,
শত্রুতার দোষ পেয়েছি,
আর এই ক্ষতে পিষ্ট হয়ে
নরকে যেতে বসেছিলাম!
জীবন একটা যুদ্ধ নাকি!
বাংকারে লুকিয়ে থাকতে হবে!
জীবন একটা আরোহণ নাকি!
আরোহণের সময় পেরোতে হবে!
কেউ কেউ বলে শাস্তি, তাহলে
আমার অপরাধ কী ছিল?
যখন আমি পৃথিবীর উপকার করেছি,
কেন আমি দোষী হয়ে গেলাম?
এই দোষের জন্য চিন্তিত হয়ে,
স্বপ্নের আকাশে হারিয়ে গেছি!
জীবন কি মিষ্টি স্বপ্ন?
জীবন কি তিক্ত দুঃস্বপ্ন?
উত্তর খুঁজতে হারিয়ে গেলাম
এটি একটি উত্তরহীন জীবন।

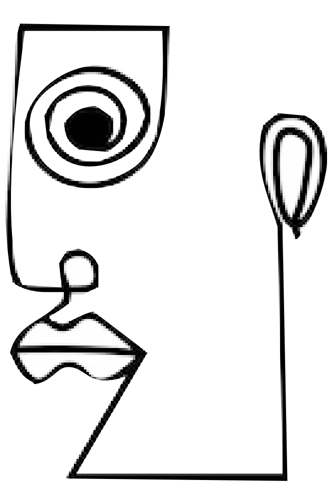

উমাসুন্দরী

কৌশিক সেন

কলপাড়ে এঁটো বাসন জড়ো হয় রোজ।

উমাদি আসে না বহুদিন।
জ্যোৎস্নার রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে,
শুনেছি।

থালার পর থালা, বাটির পর বাটি
মাছের কাঁটা ঠুকরে খায় কাক
বসন্ত ডাক দেয় পোড়া তেজপাতাকে।

চুল্লুতে চুর হয়ে নালার ধারে উমাদির প্রেমিক
পনেরোতলার ভাড়ার থেকে পড়ে গেছে উমাদির স্বামী
পঙ্গু এখন।

বাসনের পাহাড়। কলপাড়ে নিস্পন্দ আকাশ
তুষারাবৃত বাসনচূড়া,
হুহু হাওয়া দিলে পাখিরা ফিরে যায়
সরোবরে।

দেখেছিলাম, সেই শেষবার
পরিযায়ী পাখিদের দলে ভিড়ে গেছে
বাগদিপাড়ার উমাদি।

জন্মদাগ

মাধবী দাস

বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে
শীতার্ত বকুল ফুল। জীবিত ও মৃত।
আর পড়ে আছে কিছু মরকত রঙা
বকুলের পাতা।
মেঘলা ভেজা দিনে একটানা ভিজতে ভিজতে
পাতারা কি ভেবেছিল পরমায়ু এত কম কেন?

কোনও কোনও পাতা এত বৃষ্টি
বুকের ভেতর জমা করে রাখে -
সারাটা জীবন বৃষ্টি পড়ে সেই সব
গাছের তলায়। লেগে থাকে জন্মদাগ...
বর্ষাদিনে বকুলের তলায় তলায়
সেই জন্মদাগে খুঁজি মাকে!

পথে পথে শুয়ে থাকা বকুল ফুলেরা
কবে যে 'মা' হয়ে গেল বুঝিনি। বুঝি না!

কুহু

দীপশিখা পোদ্দার

বড় বাড়িতে ঢুকতে না-পারা তোমার বিষণ্ণ লেখাটির
নাম রাখো, 'কুহু',
তারপর তাকে বসন্তে উড়িয়ে দাও।
বাতাসের গায়ে চিরদিন অনন্তের নাম লেখা থাকে,
যেভাবে মানুষ ভেসে যায় আরেক মানুষে,
যেভাবে আলো ভেসে আসে চোখ-সওয়া অন্ধকারে
দূর থেকে গন্ধ আসে প্রিয় মানুষের,
কবিতারও রক্ত মাংস আছে,
প্রেম আছে,
কষ্ট পেলে শয্যা পায় তারও।
কবিতাও জানে কীভাবে অশ্রুর থেকে পিছোতে পিছোতে
সন্তরণ শিখে নিতে হয়।

বড় বাড়িতে ঢুকতে না-পারা বিষণ্ণ লেখাটির
নাম রাখো 'কুহু'।
আরও বেশি ভালোবাসো তাকে,
আরও নতুন নতুন আদর চেনাও,
যুদ্ধ কি শুধুই অস্ত্রে অস্ত্রে হয়?

অপমানে, অবজ্ঞায়
ফিরে যেতে যেতেই শক্ত হয় পায়ের তলার মাটি।
দাঁড়াবার জায়গায় কখনও তো বন্ধুও থাকে!

তোকে

অজয় মজুমদার

আদর মেখে জড়িয়ে ধরি বুকে
নরম আলো পিছলে যাচ্ছে গায়ে
মুঠোয় ভরা জ্যোৎস্না রাতের মতো
সমর্পণের ভাষা কি এমনই হয়

সোহাগ জলে ভিজতে থাকে আজ
অভিমানের ভার জমানো আঁখি
তোমার ঠোঁটের স্টেশন চত্বরেতে
আমার বাড়ির নতুন ঠিকানা লিখি

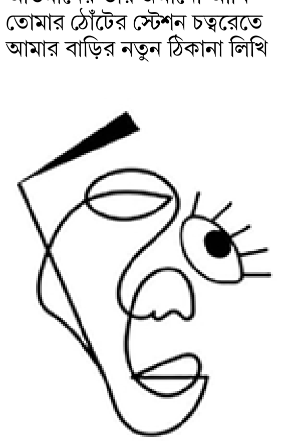

চোরকাঁটা

ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল

তীরগুলো ছুটে আসছে খুব
নরম মাটিতে আঘাত করছে
কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না।

তবু শিকারির প্রচেষ্টার শেষ নেই
সে যেন এর শেষ দেখেই ছাড়বে।

অবাচীনের বোধের বাইরে সবই
তীরগুলো চোরকাঁটার মতো ফোটে
তবু আঘাতের জায়গা থেকে
এদের তুলে দিতে পারলেই হল।

তখন খোলা আকাশের নীচে
মখমল ঘাসের ওপর নিশ্চিন্তে শুয়ে
আকাশের সাতটি প্রিয় তারা
দেখার সে কী সুখ!

সপ্তাহের সেরা ছবি

চিনের এক গ্রামে সম্পূর্ণ অন্যরকম বাড়ি। চিনা দর্শনের পাঁচটি দিক (ধাতু, কাঠ, জল, আগুন ও পৃথিবী) মেনে তৈরি হয় এই ধরনের বহুতল। নানজিং কাউন্টিতে তিয়ানলুয়োকেং, সাংবান গ্রামে।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কোচবিহারের রাজাদের গৃহদেবী

পূর্বা সেনগুপ্ত

কোচবিহার শহর আর শহরস্থিত রাজবাড়ি হল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এই রাজবাড়ির ইতিহাস ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। কোচবিহার রাজবাড়ির সঙ্গে মদনমোহন দেবের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আমরা মদনমোহনজিউয়ের কথা উচ্চারণ করলেই কোচবিহারে রাজবাড়ির কথা স্মরণ করি। কিন্তু আমরা জানি, এই কোচ বংশীয় রাজবাড়ির গৃহদেবী হলেন দেবী দুর্গা। রাজবাড়ির ভেতরে যেখানে মদনমোহনজিউ বিরাজিত তাঁর পাশে একটি দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। তিনি দেবী ভবানী রূপে পূজিতা হন। তিনি কিন্তু কোচ রাজবাড়ির গৃহদেবী নন, রাজবাড়ির গৃহদেবী ভিন্নস্থানে পূজিতা হন। এই দেবীর আকৃতি একেবারেই চিরাচরিত দেবী দুর্গার থেকে ভিন্ন। জনমানসের কাছে এই দেবী হলেন বড়োদেবী। তিনি বড়োদেবী নামে সর্বত্র পরিচিত। আমরা জানি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভান্ডানি দেবী নামে এক দেবী পূজিতা হন। এই দেবীর সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশে পূজিতা বড়োমার বেশ সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

জয়নাথ মুন্সির 'রাজোপাখ্যানের কথা' গ্রন্থে এক কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে। সে বহুকাল আগের কথা, কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ বা বিশু তখন কিশোর। অসমের চিকনা পাহাড় সংলগ্ন একটি গ্রামের গ্রামপ্রধানের ছেলে ছিলেন বিশ্বসিংহ। একদিন বিশু তাঁর ভাই চন্দ্রবদন ও অন্য বন্ধু অনুচরদের নিয়ে বনের মধ্যে পুজো পুজো খেলছিলেন। সেই সময় একটি ময়না গাছের ডালকে দেবী দুর্গার প্রতীক করে খেলার পুজো অগ্রসর হল। রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে দেবীর সম্মুখে বলি প্রদান পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। বিশু অনুচরদের মধ্যে একজনকে বলির পাঁঠা করে সামান্য কুশ দিয়ে বলি দিতে উদ্যত হলেন। কুশ যেই মুণ্ড স্পর্শ করল অমনি সেই অনুচরের ধর থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে গেল। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলে অবাক। এ কী করে সম্ভব? সামান্য কুশের আঘাতে কী করে জীবকে বলি দেওয়া যায়? এ দেবীর অলৌকিক খেলা মনে করে ভক্ত বিশু সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কাতর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর অনুচরের প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ দেবীকে একাগ্র মনে স্মরণ করতেই দেবী দুর্গা সেখানে আবির্ভূতা হয়ে বিশুকে তাঁরই ধারালো খড়্গ দান করে তাঁকে ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন। দেবীকৃপায় অনুচর প্রাণও ফিরে পেলেন।

এর পরের অধ্যায় হল ইতিহাস। ১৫০৭ সালে চিকনা গ্রামের শক্তিশালী ও অত্যাচারী গ্রামপ্রধান তুরকা কোতোয়াল বিশ্বসিংহের গ্রামে হামলা চালায়। বিশ্বসিংহের কাছে দেবী প্রদত্ত খড়্গটি ছিল। তিনি সেই খড়্গ দিয়ে এক কোপে তুরকা কোতোয়ালের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। তখন সকলে তাঁকে রাজা বলে মেনে নেন। বিশ্ব সিংহ নিজেকে দৈবিক কৃপায় বলবান জেনে রাজ্য জয় করতে বের হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইউনাইটেড কামতাপুর গঠন করেন। এইভাবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের বিশাল অংশজুড়ে ছিল এই রাজবংশের শাসন।

ভারতের অন্যান্য অংশে তখন বৈদেশিক শক্তি ঘাঁটি গেড়েছে। নিম্নবঙ্গে তখন ইসলামের শাসন কায়েম হয়েছে। বিশু হুসেন শাহকে পরাজিত করে নিবৃত্ত হলেন না। তিনি বারো ভুঁইয়াদের পরাজিত করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। বিশ্বসিংহয়ের সঙ্গে দেবীর একটি নিবিড় যোগ আমরা দেখতে পাই। যোগিনী তন্ত্রে বলা হয়েছে কামরূপ কামাখ্যায় অধিষ্ঠিত শাক্তপীঠের পীঠদেবী যখনই আক্রান্ত হবেন তখনই তাঁকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বসিংহের আবির্ভাব হবে। দেবী দুর্গা বা বড়োদেবী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানা কাহিনীর মধ্যে যে কাহিনীটি আমরা উপস্থাপিত করলাম সেই কাহিনীর অবস্থিতিও ভিন্ন শক্তিপীঠ আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করি।

কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বসিংহ। তিনি কেবল কোচবিহার নয়, উত্তরে অসম থেকে বর্তমান উত্তরবঙ্গের সবটুকু নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে রাজ্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরও পৃথক স্বাধীন রাজ্য রূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এদিক দিয়ে বিশ্বসিংহের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস বলে, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বসিংহ প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। কিন্তু ভিন্ন মতে তাঁর ভাই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। দেখা যায়, ১৫৬৩ পর্যন্ত দুর্গাপুজো হলেও কোনও বিগ্রহের দেখা পাওয়া যায় না। বিগ্রহ গঠিত হয়েছিল আরেকটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তখন রাজা ছিলেন বিশ্বসিংহের প্রথম পুত্র নরনারায়ণ এবং বিশ্বসিংহের আরেক পুত্র চিলারায় ছিলেন তাঁর সেনাপতি। চিলারায় বড় যোদ্ধা হলেও তাঁর মনের মধ্যে হঠাৎ অহংকারের সৃষ্টি হয়। তিনি রাজ্যের লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে রাজসভায় উপস্থিত হন। এই সময় তিনি দেখতে পান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নরনারায়ণের পিছনে দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন এবং তাঁকে সেই কাজ করতে নিষেধ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিলারায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে নরনারায়ণের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চান। কিন্তু সমস্ত কথা শুনে নরনারায়ণের প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত। তিনি চিলারায়ের ওপর ক্রুদ্ধ না হয়ে ভাবতে থাকেন যে, চিলারায় তাঁর থেকে বেশি ভাগ্যবান। কারণ, তাঁকে বধ করার ইচ্ছা নিয়ে এসেও চিলারায় কিন্তু দেবীর দর্শন পেয়েছেন। কিন্তু দেবীর দর্শন তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তিনি নিজেকে একান্ত দুর্ভাগা মনে করে অন্নজল ত্যাগ করেন এবং তিনদিন ধরে ক্রমাগত দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকেন। তিনদিন পর দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি যে রূপে নরনারায়ণকে দেখা দিয়েছিলেন সেই রূপে অষ্টধাতুর প্রতিমা তৈরি করে নরনারায়ণ দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। সঙ্গে নরবলি প্রথা। এই পুজো হত ডাঙ্গরআই নামে এক স্থানে। কালের নিয়মে এই নরবলি প্রথা বন্ধ হয়। উনিশতম কোচ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩) নরবলি প্রথা বন্ধ করেন। তার পরিবর্তে সন্ধিপুজোর সময় 'কামসানাইট' উপাধিধারী বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা আঙুল কেটে কয় ফোঁটা রক্ত দেবীর পদতলে সমর্পণ করে থাকেন। তার সঙ্গে থাকে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি প্রতীকী মানুষ। নবমী তিথিতে দেবীকে প্রধান অন্নভোগ দেওয়া হয়। তখন পাঁচটি পাঁঠাবলি হয়। এবং সঙ্গে থাকে বান বা মাগুর মাছ বলি।

শেষ পর্ব

এই কোচ রাজবাড়ির বড়োদেবী অন্য স্থানে পূজিতা দেবী দুর্গার থেকে রূপে ও গঠনে অনেক ভিন্ন আকৃতির। দেবীপুজোর আচারগুলির ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলতে পারি। এই দেবীর গায়ের রং লাল। এই দেবীরূপে উৎপত্তি কখন হয়েছিল? কথিত আছে, ১৫৬২ সালে রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ অসম জয় করতে রওনা হয়েছেন। পথের মধ্যে সংকোশ নদী। সংকোশের তীরে চামটা গ্রামে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নরনারায়ণ দেবী বিগ্রহ নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেবীর পুজোও করান। তাঁর বিজয়লাভের আশীর্বাদ চাই। সঙ্গে সঙ্গে দেবী সেখানে উপস্থিত হয়ে আদেশ দেন, অব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে ও অব্রাহ্মণ মতে যেন পুজো করা হয়। এই সময় যে রূপে নরনারায়ণ দেবীকে দেখেছিলেন সেই রূপেই বড়োদেবীর রূপকল্পনা প্রচলিত হয়। তিনি দেখেছিলেন রক্তাক্ত দেবীমুখ, সর্ব অঙ্গ তাঁর রক্তমাখা। তাই বড়োদেবীর গায়ের রং লাল। এই পুজোকে বাংলার সর্বাধিক প্রাচীন দুর্গাপুজো বলেও দাবি করা হয়। চামটা গ্রামের মাটি ছাড়া বড়োদেবীর মূর্তি তৈরি হয় না। বলা হয়, এই গ্রামের মাটি অতি পবিত্র। আসলে এই গ্রামেই যে দেবীমূর্তিটির উদ্ভব! তাই চিরকাল বড়োদেবীর সঙ্গে চামটা গ্রাম যুক্ত হয়ে রয়েছে। চামটা গ্রাম থেকে মাটি আনার সময় একটি পুজো করার রীতি রয়েছে, লাল আর সাদা ফুল দিয়ে এই পুজো করতে হয় এবং পুজোর পরে একজোড়া পায়রা বলিরও রীতি আছে। এই দেবী রূপে দেবী পরিবার-সমন্বিত নন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁর সঙ্গে থাকেন না। তাঁর সঙ্গে কেবল বিরাজিত তার দুই সখী জয়া আর বিজয়া। এই মূর্তিতে দেবীর বাহন কেবল সিংহ নন। চিতাবাঘও সিংহের সঙ্গে অসুর নিধনে দেবীকে সাহায্য করছে। অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ। দেবীর অবয়বে মঙ্গোলয়েড প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। ঘন লাল দেহের বর্ণ আর বড় বড় দুটি চোখ নিয়ে ১২ ফুট উচ্চতার দেবী অন্য মাত্রায় বিরাজ করেন। দেবী দশভুজা, তবে দুটি হাতই বেশি দৃশ্যমান। দেবীমূর্তিতে কেমন যেন এক জ্যামিতিক ছন্দ রয়েছে যেখানে গাছের শুকনো ডালের ছন্দ ধরা দেয়। ফলে দেবীমূর্তির মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যে মৌলিকতা একটি বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। একবার দেখলেই এই মূর্তি আর ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অসমের দরফ জমিদারিতেও নাকি এইরকম এক মূর্তির পুজো করা হয়। সেখানকার রাজা গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলিতে কোচবিহারের বড়োদেবীর ব্যাপারে লেখা রয়েছে, 'দশখান বাহু ব্যক্ত হয় একখান। / তিন গোটা চক্ষু অতি দেখিতে সুঠাম। / যুবতীর বেশ শোভে অলংকারগণ,/ সিংহের উপরত আছে দক্ষিণ চরণ। / মহিষপৃষ্ঠত বাম চরণ থাকিয়া / মহিষের কাঁটা গলে পুরুষ জন্মিলা।'

এই বড়োদেবীর পুজোয় দেবী একটি মণ্ডপে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি শুক্লাষ্টমী থেকে পূজিতা হন বা পুজোর জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। ডাঙ্গরআই মন্দির, দেবীবাড়ি ও মদনমোহন মন্দিরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি আচার পালিত হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠের যুগ বসিয়ে মায়ের পুজো শুরু হয়। যদিও ইতিহাস বলে, সেই সময় দেবীবাড়িতে এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল নাগাদ রাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দির প্রস্তুত করেন। আটটি রোমান থাম বসিয়ে তৈরি হয় দেবীবাড়িতে বড়োদেবীর মন্দির। আশ্বিনের মহাষ্টমী তিথি থেকে প্রায় দু'মাস আগে এই বড়োদেবীর পুজোর আয়োজন শুরু হয়। শ্রাবণের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সাড়ে সাত হাত ময়না গাছের ডাল কেটে আনা হয় সকালবেলায়। সেটিকে পুজো করে গাছটি দিয়ে একটি যুগ বা যূপ বসানো হয়। এই যুগকাষ্ঠ দেবীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার প্রতীক। আগে অবশ্য এই যুগ বসানোর ব্যাপারটি হত রাজপুরোহিতদের বাড়িতে। পরবর্তীকালে কোচবিহারের ডাঙ্গরআই মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে।

পুজো হওয়ার পর সেই যুগকাষ্ঠ এসে ওঠে মদনমোহন মন্দিরে। সেই মন্দিরে এক মাস ধরে পূজিতা হন যূপ বা যুগরূপী দেবী। ঠিক পরের শুক্লাষ্টমীতে সেই যূপকাষ্ঠ আনা হয় দেবীবাড়ির মন্দিরে। সেদিন তাঁকে স্নান করানো হয়। লোকে একে বলে 'মহাস্নান'। স্নান শেষ হলে হয় 'ধর্মপাঠ' নামে পুজো এবং পুজোর পরে যূপটি বসানো হয় একটি পাটাতনে। এটিকে বলে 'পাট-পার্বতী'। এরপর তিনদিন পাট-পার্বতীর পুজো চলে। তারপরে চিত্রকর মূর্তি গড়ার কাজে হাত দেন। এই সময় তুফানগঞ্জের চামটা গ্রামের মাটি ছাড়া বিগ্রহ তৈরি হয় না।

(সমাপ্ত)

দিস টাইম ফর আফ্রিকা

শাপমুক্তি ঘটিয়ে টেস্টে বিশ্বসেরা প্রোটিয়ারা

অস্ট্রেলিয়া-২১২ ও ২০৭
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৩৮ ও ২৮২/৫

লন্ডন, ১৪ জুন : ২০২৫ সাল ক্রীড়াবিশ্বে শাপমুক্তির বছর। সেই তালিকায় এবার জুড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার নামও। ২৭ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে অবশেষে ৯৭২২ দিন পর প্রোটিয়াদের ঘরে এল আইসিসি খেতাব।

দুই কোয়ার্টার ফাইনাল, একডজন সেমিফাইনাল ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল- আইসিসি ট্রফিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বারবার লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেও খালি হাতে ফেরার হতাশার কাহিনীতে এবার পূর্ণচ্ছেদ। শনিবার লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সঙ্গে চোকার্স তকমা ঘোচাল টেম্বা বাভুমা ব্রিগেড।

'দিস টাইম ফর আফ্রিকা।' প্রোটিয়ারা ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠার পর থেকেই শাকিরার এই বিখ্যাত গানের লাইন সামাজিক মাধ্যমে নতুন করে ভাইরাল হয়েছিল। বাভুমাদের ২৭ বছরের শাপমুক্তির পর বলা যায়, আজকের দিনটা সত্যিই আফ্রিকার।

আইডেন মার্করামের (১৩৬) দুরন্ত শতরানে খেতাব জয়ের স্ক্রিপ্ট প্রোটিয়ারা শুক্রবারই অনেকটা লিখে ফেলেছিল। শনিবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে তাদের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬৯ রান। হাতে ৮ উইকেট। কিন্তু দলটার নাম যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা তাই সিঁদুরে মেঘের আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন। সঙ্গে ২০০৪ সালের পর লর্ডসে ২৮২ রান তাড়া করে কোনও দলের টেস্ট জিততে না পারার পরিসংখ্যান বাভুমাদের চাপ বাড়াচ্ছিল।

২১৩/২ স্কোর থেকে খেলা শুরুর পর এদিন বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি বাভুমা (৬৬)। ব্যর্থ হন ট্রিস্টান স্টাবসও (৮)। জোড়া উইকেট তুলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল অজিরা। কিন্তু মার্করামকে টলানো যায়নি। ডেভিড বেডিংহাম (অপরাজিত ২১) ও মার্করামের ৩৫ রানের জুটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। কাইল ভেরেইনিকে (অপরাজিত ৪) নিয়ে বাকি কাজ সারেন বেডিংহাম। প্রোটিয়ারা ৫ উইকেটে ২৮২ রান তুলে নেয়।

২০২৩ সালে অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্টে হারের মুখ দেখেননি বাভুমা। দশটির মধ্যে নয়টি টেস্ট জিতে তিনি নিজের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখলেন। উলটোদিকে ২০১০ সালের পর প্রথমবার আইসিসি ট্রফির ফাইনালে হারল অজিরা। দলের পরাজয়ের দিনে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে দুইটি ফাইনালে হারের মুখ দেখলেন স্টিভেন স্মিথ।

অবশেষে স্বস্তি। ২৭ বছর পর আইসিসি ট্রফি জিতে ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে ফাইনালের নায়ক আইডেন মার্করাম।

কোলে ছেলে, হাতে টেস্ট বিশ্ব শাসনের দণ্ড। গর্বিত 'লর্ড' টেম্বা বাভুমা। শনিবার লর্ডসে।

নজরে পরিসংখ্যান

৯৭২২ দক্ষিণ আফ্রিকার দুইটি আইসিসি ট্রফির (১৯৯৮ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০২৫ সালের ডব্লিউটিসি) মধ্যে দিনের ব্যবধান।

২৮২ লর্ডসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানতাড়া করে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

৮ দক্ষিণ আফ্রিকা টানা আটটি টেস্ট জিতল। যা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক।

১৩৮ প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের স্কোর। যা অ্যাওয়ে টেস্ট জয়ের নিরিখে সর্বনিম্ন।

৩ দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় দল যারা ইংল্যান্ডে চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান তুলে জিতল। তাদের আগে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩৪৪, লর্ডস ও ২২৬, দ্য ওভাল) এবং ইংল্যান্ড (৩৬২, হেডিংলে)।

৯ অধিনায়ক হিসেবে টেম্বা বাভুমার টেস্ট জয়ের সংখ্যা। যা প্রথম দশ টেস্টের নিরিখে যুগ্ম সর্বাধিক।

১৩৬ প্রথম ইনিংসে শূন্য করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আইডেন মার্করামের স্কোর। প্রথম ইনিংসে খাতা খুলতে না পারার পর দ্বিতীয় ইনিংস শতরান করার নিরিখে মার্করামের স্কোর দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৩ টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে মার্করাম তিনটি শতরান করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

স্মরণীয় দিন, বলছেন বাভুমা

লন্ডন, ১৪ জুন : সবচেয়ে খারাপ রাস্তার নাম পাকিস্তান!

খেলার ছলে কোনওটার নাম দিয়েছিল মেলবোর্ন। পাড়ার চার মাথা মোড়ের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তার নাম ছিল লর্ডস। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেখানে ক্রিকেটের হাতেখড়ি। কেপটাউন লাগোয়া ছোট্ট শহরতলি লাঙ্গার 'নকল লর্ডস' থেকে ক্রিকেট-মক্কা আসল লর্ডসে সেরার মুকুট। বিদঘুটে চেহারা, খাটো শরীর, গায়ের কালো রঙের সেই টেম্বা বাভুমার কাঁধে চেপে দক্ষিণ আফ্রিকার চোকার্স বদনাম দূর করা।

ছোট থেকে শত বিদ্রুপের মুখে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের পুরস্কার। স্বপ্নপূরণ। ১৯৯৮ সালের পর ২০২৫-ক্রিকেট-মক্কায় অস্ট্রেলিয়ার আশায় জল ঢেলে ফের আইসিসি ট্রফি জয়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্মারক 'গদা' মাথার ওপর তুলে ধরে সতীর্থদের শ্যাম্পেনে স্নান। ঠাকুমার দেওয়া নাম টেম্বা। যার অর্থ আশা। সেই টেম্বার হাত ধরে আশাপূরণ।

কাইল ভেরেইনির উইনিং শটের পর ঐতিহ্যের লর্ডস ব্যালকনিতে বাভুমা হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। আবেগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। ব্যাস ওইটুকু। তারপর নির্লিপ্ত। যেন কিছুই হয়নি। টেস্ট স্মারক গদা নিয়ে মঞ্চে সবার সঙ্গে উচ্ছ্বাস। পরে ছেলেকে নিয়ে ভিকট্রি ল্যাপ। শুধু টেম্বার জীবনেই নয়, নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের চিরকালীন ছবি।

ম্যাচের নায়ক যদি হন আইডেন মার্করাম (দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৬), তাহলে চোট নিয়ে খেলা বাভুমার ৬৬ রানের ইনিংসকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। লক্ষ্যপূরণের খুশি নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাভুমা বলেছেন, 'শেষ দুই দিন সত্যিই স্পেশাল। আমার, গোটা দেশের জন্য। প্রচুর খেটেছি আমরা। কখনও বিশ্বাস হারায়নি, সবাই মরিয়া ছিলাম। কেজি (কাগিসো রাবাদা) দুর্দান্ত। মার্করাম অবিশ্বাস্য, একেবারে আইডেন-ইনিংস।'

সাফল্যের দিনে পালটা দিলেন সমালোচকদেরও। চোকার্স, চোকার্স বলে চিৎকার করা নিন্দুকদের জবাব দিতে পারার খুশি নিয়ে বাভুমার পালটা, ফাইনালে ওঠার পরও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। অবশেষে জুতসই উত্তর। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য উড়িয়ে দাবি করেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জয়। গোটা দেশ একত্রিত হয়ে উৎসবে শামিল হবে।

মার্করামের জন্য দ্বিতীয় আইসিসি ট্রফির স্বাদ। ২০১৪ সালে মার্করামের নেতৃত্বেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার তাঁর চওড়া ব্যাটে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। ব্যবধান গড়ে দেওয়া ইনিংসের খুশি নিয়ে মার্করাম জানান, তাঁর কেরিয়ারে সবচেয়ে মূল্যবান ইনিংস। প্রতিটি রানই দামি। প্রথম ইনিংসে শূন্য। ব্যর্থতা মুছে দিতে মরিয়া ছিলেন। কিছুটা ভাগ্য, বাকিটা সাফল্যের চেষ্টা-যোগফল ১৩৬।

মার্করামের বাড়তি খুশির কারণে কেরিয়ারের স্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণের মঞ্চ লর্ডস। বলেছেন, 'প্রতিটি টেস্ট ক্রিকেটারের কাছে লর্ডস স্পেশাল। সেখানে ফাইনালে খেলা এবং জেতা। আলাদা অনুভূতি। প্রচুর সমর্থক মাঠে ছিলেন। দেশে হাজারো, লাখো। সবার জন্য বিশেষ দিন। টেম্বার কথা বলব। গত ২-৩ বছর দলটাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। চোটের পরও মাঠ ছাড়েনি। ওর ইনিংস মানুষ মনে রাখবে দীর্ঘদিন।'

উলটো ছবি অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ম্যাচের স্ক্রিপ্ট শেষ দুইদিনে এত দ্রুত বদলে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, আশা করেননি প্যাট কামিন্স। ম্যাচ শেষে অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'সবকিছু দ্রুত বদলে গেল। আসলে কয়েকটা জিনিস আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বড় লিড নিয়েও তার সুবিধা নিতে পারিনি আমরা। আর সত্যি বলতে চতুর্থ ইনিংসে আইডেন-বাভুমারা আমাদের ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেয়নি। যোগ্য হিসেবে ওরা জিতেছে। হারলেও ফাইনালে ওঠা দলের জন্য কৃতিত্বের।'

শাপমুক্তির আনন্দ। জয়ের রান নেওয়ার পর কাইল ভেরেইনি ও ডেভিড বেডিংহাম। লর্ডসে শনিবার।

মার্করাম-বাভুমাকে নিয়ে গর্বিত সৌরভ-ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : দুর্দান্ত লড়াই লর্ডসে। শেষপর্যন্ত ক্রিকেট দুনিয়া পেল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নয়া চ্যাম্পিয়ন।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমাণ করেছে, তারা আর 'চোকার্স' নয়। এমন অবস্থায় আজ রাতের ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও ফাইনালে শতরানকারী আইডেন মার্করামকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যোগ্য দল হিসেবেই দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, 'মার্করাম চাপের মুখে জীবনের সেরা ইনিংস খেলেছে। অসাধারণ। আর বাভুমা প্রমাণ করেছে কীভাবে একটা দলকে চ্যাম্পিয়ান করতে হয়। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করে দেখাল দক্ষিণ আফ্রিকা।' প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া কেন হারল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সৌরভ। বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে জিততে হলে যেমন বিপক্ষের ২০টি উইকেট নিতে হয়, তেমনই রান করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া রান করতে পারেনি। তাছাড়া প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হবে, এমনও হয় না।'

> মার্করাম, বাভুমার অভিজ্ঞতার কাছে হেরেছি আমরা। কিন্তু তারপরও বলছি, প্রোটিয়াদের জন্য আমি খুশি। অনেক বছর ধরে ওরা ভালো ক্রিকেট খেলছে। একটা বড় ট্রফি ওদের প্রাপ্য ছিল।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

সৌরভের মতোই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়ের জন্য বাভুমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ধারাভাষ্য দেওয়ার কাজে ক্লার্ক এখন কলকাতায়। তারই মাঝে তাঁর নজর ছিল লর্ডসের ফাইনালের দিকে। নিজের দেশ রানার্স হওয়ায় দুঃখ রয়েছে ক্লার্কের। একইসঙ্গে মার্করাম, বাভুমাদের জন্যও গর্বিত প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। ক্লার্কের কথায়, 'মার্করাম, বাভুমার অভিজ্ঞতার কাছে হেরেছি আমরা। কিন্তু তারপরও বলছি, প্রোটিয়াদের জন্য আমি খুশি। অনেক বছর ধরে ওরা ভালো ক্রিকেট খেলছে। একটা বড় ট্রফি ওদের প্রাপ্য ছিল। ধৈর্য না হারিয়ে ওরা লড়াই চালিয়ে প্রমাণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাও পারে।'

রেকর্ড অর্থে লিভারপুলে রিৎজ

লন্ডন, ১৪ জুন : দলবদলের বাজারে বড় চমক লিভারপুলের। রেকর্ড অর্থের বিনিময়ে জার্মান তারকা ফ্লোরিয়ান রিৎজকে নিতে চলেছে তারা।

বেয়ার লেভারকুসেন থেকে রিৎজকে নিতে লিভারপুলের খরচ হবে ১১৬ মিলিয়ন পাউন্ড। যার মধ্যে ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে। তার জন্য কিছু শর্তও রেখেছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। যদি লিভারপুল আগামী মরশুমে সাফল্য পায়, তাহলেই এই বোনাস দেওয়া হবে। আর এই বোনাস দেওয়া হলে এটাই ব্রিটিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি হবে।

এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি-র রেকর্ড রয়েছে চেলসির। তারা ১০৭ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে বেনফিকা থেকে এনজো ফার্নান্ডেজকে দলে নিয়েছিল। এছাড়াও ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের মিডফিল্ডার মেয়েস কাইসেডোর জন্য ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে চেলসি। যেটা পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ড হতে পারে।

যশস্বীকে গুরুমন্ত্র কোচ জোয়ালার

'বিরাট-রোহিত নেই, দায়িত্ব নিতে হবে'

মুম্বই, ১৪ জুন : প্র্যাকটিসে তাঁর আড়া শট খেলার প্রবণতায় চটেছিলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। কড়া ধমকও দেন। যা মেনে নিতে না পেরে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখা গিয়েছিল যশস্বী জয়সওয়ালকে। অথচ এদিন কিছুটা গম্ভীরের সুরে সুর মিলিয়েই প্রিয় ছাত্রকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেন স্বয়ং যশস্বীর ছোটবেলার কোচ জোয়ালা সিং।

যশস্বীর মতো হিরেকে তুলে আনার কারিগরের মতে, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি অবসর নিয়েছেন। বিশাল শূন্যতা পূরণে দায়িত্বশীল ক্রিকেট খেলতে হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজে ইংল্যান্ডের 'বাজবল' ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যশস্বীর 'জাজবল'-এর কাছে। যদিও যশস্বীর কোচের মতে, এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলার প্রয়োজন।

জোয়ালা বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিং এখন অনেকাংশে নির্ভর করবে যশস্বীর ওপর। একসময় শচীন, দ্রাবিড় এবং পরে বিরাট যে দায়িত্বটা সামলেছে, যশস্বীকে এখন সেই ভূমিকা নিতে হবে। বয়স কম হলেও এই মুহূর্তে দলের অন্যতম সিনিয়ার ব্যাটার। আমার বিশ্বাস, দায়িত্বশীল ব্যাটিং দেখতে পাব ওর থেকে।' পাশাপাশি রোহিত-বিরাটের অনুপস্থিতির কথাও মনে করিয়ে দেন।

জোয়ালা বলেছেন, 'রোহিত ওপেনিংয়ে সবসময় যশস্বীকে গাইড করত। প্রথমবার ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর বিরাটও খুব সাহায্য করেছিল। এখন শুভমান গিল দলনায়ক। রোহিত, বিরাটরা নেই। দলের চেহারা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। জুনিয়ারদের গাইড করার মতো সেই অর্থে ব্যাটিং লাইনআপে কেউ নেই। ঋষভ পন্থ খারাপ শটে উইকেট খুইয়ে অতীতে সমালোচিত হয়েছে। অপেক্ষায় থাকব, তরুণ এই দল নিজেদের আগ্রাসন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মুখিয়ে রয়েছি ওদের পারফরমেন্স দেখার জন্য।'

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে যশস্বী।

শেষবার ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২০০৭ সালে। অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়। একই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন অজিত ওয়াদেকার (১৯৭১) ও কপিল দেব (১৯৮৬)। শুভমানের সামনে মহাতারকাদের ছোঁয়ার হাতছানি। যশস্বীর কোচের বিশ্বাস, অনভিজ্ঞ হলেও এই ভারতীয় দল সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

জোয়ালার যুক্তি, 'অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত সমস্যায় পড়েছে। এবার সেখানে একঝাঁক তারকা নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুভমান বেশ কিছুদিন কাটালেও নেতৃত্বের বাড়তি চাপ থাকছে। বাকিদের সামনেও বাড়তি দায়িত্ব। বিশেষত ব্যাটিং। রোহিত, বিরাটের মতো কিংবদন্তির অনুপস্থিতির চাপ কীভাবে ওরা সামলায়, সেটাই দেখার। ইংলিশ কন্ডিশনও ফ্যাক্টর। তবে আমার বিশ্বাস, যশস্বী ও ভারতীয় দল ভালো করবে।'

এখনই টেস্ট ফাইনাল পাচ্ছে না ভারত

দুবাই, ১৪ জুন : নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা।

আজ ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জয়ের এলিট তালিকায় নাম তুলল টেম্বা বাভুমার প্রোটিয়া ব্রিগেডও। গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস। এবার অপেক্ষা পরবর্তী ২০২৫-'২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তের। যে ফাইনালের আয়োজনের জন্য আগ্রহ দেখালেও ভারতের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রথম তিন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল (২০২১, ২০২৩, ২০২৫) হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত সহ বাকি দেশগুলি চাইছে, পরবর্তী ফাইনাল অন্যত্র সরানোর। যদিও খবর, পরবর্তী তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও (২০২৭, ২০২৯, ২০৩১) সম্ভবত ইংল্যান্ডের মাটিতেই বসতে চলেছে। আইসিসি ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এব্যাপারে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। জুলাইয়ে সিঙ্গাপুরে আইসিসি-র পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাপারে সিলমোহর পড়তে চলেছে।

ক্রিকেট নিয়মে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে। মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) প্রস্তাবমাফিক বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচের নিয়মে বদল আনা হচ্ছে। ইতি পড়বে বাউন্ডারি লাইনে 'বানি হপ' ক্যাচে। বর্তমান নিয়মে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে শরীর থাকলেও শূন্যে লাফিয়ে বলকে মাঠের ভিতরে পাঠিয়ে এবং পুনরায় মাঠে ঢুকে ক্যাচ ধরা যেত।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের পর যে ক্যাচ আর বৈধ থাকবে না। এরকম ক্ষেত্রে ব্যাটারদের বাউন্ডারি দেওয়া হবে। অবশ্য শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে বাউন্ডারির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল ভিতরে ছুড়ে দিয়ে পরে মাঠে ঢুকে নেওয়া ক্যাচের ক্ষেত্রে নিয়ম একই থাকছে।

বদল পুরুষদের ওডিআই ফরম্যাটে নতুন দুই বল ও কনকাশন সাব নিয়মেও। বর্তমানে ইনিংস পিছু দুইটি বল ব্যবহার করা হয় দুই প্রান্ত থেকে। নতুন নিয়মে ৩৪ ওভারের পর দুটির মধ্যে একটা বলই ব্যবহার করতে পারবে সংশ্লিষ্ট দল। অপরদিকে ম্যাচ শুরুর আগে কনকাশন সাবের নাম জানাতে হবে ম্যাচ রেফারিকে। গত জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে ব্যাটিং অলরাউন্ডার শিবম দুবের কনকাশন সাব হিসেবে বোলার হর্ষিত রানাকে খেলিয়েছিল ভারত। যা নিয়ে বিতর্ক হয়।

এদিকে, ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নতুন জেমস অ্যান্ডারসন-শচীন তেন্ডুলকার ট্রফির উদ্বোধন পিছিয়ে গেল। শনিবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মাঝে ট্রফি উন্মোচনের কথা ছিল। কিন্তু আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পরিবেশে তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। পাশাপাশি খবর, পতৌদির নামাঙ্কিত ট্রফির নাম বদলালেও প্রাক্তন কিংবদন্তিকে অন্যভাবে রেখে দেওয়ার কথাও নাকি ভাবছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, শচীনের অনুরোধেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা।

নয়া নিয়ম

- বাউন্ডারি লাইনের বাইরে শরীর থাকলেও শূন্যে লাফিয়ে বলকে মাঠের ভিতরে পাঠিয়ে এবং পুনরায় মাঠে ঢুকে ক্যাচ করলে বাউন্ডারি দেওয়া হবে।
- শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে বাউন্ডারির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল ভিতরে ছুড়ে পরে মাঠে ঢুকে নেওয়া ক্যাচের ক্ষেত্রে আউট হবে ব্যাটার।
- নতুন নিয়মে ওডিআইয়ে ৩৪ ওভারের পর দুইটির মধ্যে একটা বলই ব্যবহার করতে পারবে সংশ্লিষ্ট দল।
- খেলা শুরুর আগে কনকাশন সাবের নাম জানাতে হবে ম্যাচ রেফারিকে।

বদলাচ্ছে বাউন্ডারি নিয়ম

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এবার থেকে এভাবে ক্যাচ ধরলে বাউন্ডারি হবে।

পদপিষ্টের ঘটনায় কমিটি গঠন বোর্ডের

মুম্বই, ১৪ জুন : আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিজয়োৎসব ঘিরে পদপিষ্টের ঘটনায় নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরিতে নয়া পদক্ষেপ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এদিন বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়াকে মাথায় রেখে তিন সদস্যের কমিটি। বাকিরা হলেন প্রভতেজ সিং ভাটিয়া, রাজীব শুক্লা।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের সূচি ঘোষণা

১৫ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেবেন। যার ভিত্তিতে এই ধরনের বিজয়োৎসব সম্পর্কে নির্দেশিকা জারি করা হবে। অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকের শুরুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা ও বেঙ্গালুরুর পদপিষ্ট ঘটনায়। ২০২৫-'২৬ ঘরোয়া মরশুম শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি দিয়ে (২৮ অগাস্ট, ২০২৫)। এদিনের বৈঠকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২৬ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলা সাদা বলের হোম সিরিজের সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সফরে তিনটি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড।

বুধেই হয়তো লিগের সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সূচি ঘোষণা। লিগের খসরা সূচি তৈরিই ছিল। তবে ডুরান্ড কাপের সঙ্গে যাতে সংঘাত না হয় সেজন্যই এতদিন তা চূড়ান্ত করতে পারছিল না আইএফএ। এদিকে, শনিবারই ডুরান্ডের সূচি রাজ্য ফুটবল সংস্থার হাতে এসে পৌঁছেছে। তাতে দুই-একটি ম্যাচ নিয়ে সমস্যা থাকলেও তা পরিবর্তন করে দ্রুত সূচি ঘোষণা করা হবে। মঙ্গলবার এই নিয়ে আলোচনায় বসছে আইএফএ।

বাগান ছেড়ে কেরালায় আর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছেড়ে তিন বছরের চুক্তিতে কেরালা ব্লাস্টার্সে যোগ দিলেন গোলকিপার আর্শ আনোয়ার শেখ। ধীরাজ সিং মৈরাংথেম ও আর্শ চলে গেলেও আপাতত নতুন কোনও গোলকিপার নেওয়ার ভাবনা নেই বাগানের। বিশাল কেইথের ব্যাকআপ হিসেবে জাহিদ হুসেন ভুকারি রয়েছেন। পাশাপাশি যুব দলের গোলকিপার প্রিয়াংশ দুবেকে সিনিয়ার দলে আনা হচ্ছে।

সোমবার থেকে কলকাতা লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করছে মোহনবাগান যুব দল। তবে সিনিয়ার দলের অনুশীলন অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে হতে পারে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি আরও একজন বিদেশি স্ট্রাইকার নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে ছাড়তে চাইছে লাল-হলুদ। তাঁর কাছে ভারতের দুইটি ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বলে খবর।

রান পেলেন রাহুল, বল হাতে উজ্জ্বল শার্দূলও

লন্ডন, ১৪ জুন : ছবির মতো সুন্দর মাঠ। আর সেই মাঠেই রোমহর্ষক ক্রিকেট!

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ২০ জুন থেকে লিডসের হেডিংলের ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্ট সিরিজ। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে নেওয়ার পর ক্রিকেট দুনিয়ার মূল আকর্ষণে এখন শুধুই শুভমান গিলের 'নয়া' ভারত।

লিডসে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ কেমন হতে পারে? প্রবল জল্পনা চলছে। তার মধ্যেই লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামে চলছে শুভমানদের শেষ অনুশীলন ম্যাচ। সিনিয়ার টিম ইন্ডিয়া বনাম ভারত 'এ' দলের সেই ম্যাচ রুদ্ধদ্বার। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মঞ্চে সেই ম্যাচেই ব্যাট হাতে বড় রান পেয়েছেন লোকেশ রাহুল ও নয়া অধিনায়ক শুভমান। একইসঙ্গে বল হাতে শার্দূল ঠাকুরও চমক দিয়েছেন। তিনটি উইকেট নিয়ে শার্দূল চাপে ফেলে দিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডিকে। ফলে হেডিংলে টেস্টে শার্দূল না নীতীশের যুদ্ধ টেস্ট সিরিজের বল গড়ানোর আগেই আকর্ষণের কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছে।

মা অসুস্থ। হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি। গতকাল ভারতীয় দলের শেষ অনুশীলন ম্যাচ শুরুর আগেই কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর মায়ের অসুস্থতার খবর। সেই খবর পাওয়ার পরই গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমতি নিয়ে দিল্লি ফেরেন। বড় অঘটন না হলে আগামী সোমবারই তাঁর ফের বিলেতে পাড়ি দেওয়ার কথা। দলের প্রধান কোচকে ছাড়াই আজ সিনিয়ার টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় 'এ' দলের অনুশীলন ম্যাচের আসরে রান করে রাহুল স্বস্তি দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টকে। সম্ভবত রাহুলই লিডসে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংস শুরু করবেন। অধিনায়ক শুভমান কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন, তা নিয়েও চলছে চর্চা। অনুশীলন ম্যাচে চার নম্বরে ব্যাটিং করেছেন নতুন ভারত

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে অর্ধশতরান করলেন শুভমান গিল।

অধিনায়ক। রানও করেছেন। আর সেদিনই এক চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন কিংবদন্তি ভারতীয় অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন শুভমান প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'শুভমান ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ প্রশংসা পাওয়ার পাশে নয়া দায়িত্ব নিয়ে সবার নজর কেড়েছে, তারপর ওর জন্য পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে।'

শুভমানের মতো তরুণ অধিনায়কের জায়গায় যদি অশ্বীন থাকতেন, তাহলে তিনি কী ভাবতেন, সেই কথাও জানিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার। অশ্বীনের কথায়, 'শুভমানের মতো প্রবল চাপের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, তাহলে নিজের ব্যাটিংয়ে আরও জোর দিতাম। চাইতাম ব্যাটার হিসেবে বড় রান পেতে।' বিলেতের মাটিতে যেখানে শুরু থেকেই বল নড়াচড়া করে, তেমন পরিস্থিতি কোনও ভারতীয় ব্যাটারের জন্য সহজ নয়। কিন্তু তারপরও শুভমানে ভরসা রেখে অশ্বীন বলেছেন,

শুভমানকে পরামর্শ অশ্বীনের

'ইংল্যান্ড কোনও ভারতীয় ব্যাটারের জন্য সহজ রান করার জায়গা নয়। শুভমান যদি বিলেতের মাটিতে আসন্ন সফরে ব্যাট হাতে রান পায়, তাহলে ওর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যাবে। আর বাড়তি আত্মবিশ্বাস দলের অধিনায়ক হিসেবে ওর কাজটা সহজ করে দেবে।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে শুভমানকে ব্যাট হাতে রানও করতে হবে। নয়া ভারত অধিনায়ককে পরামর্শ দিয়ে অশ্বীন বলেছেন, 'ক্রিকেট বা জীবনে কোনও কিছুই চিরকালীন নয়। পরিবর্তন হবেই। আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। শুভমানের বিশেষ প্রতিভা। ব্যাট হাতে ও রান করতে পারলে ভারতের অনেক সমস্যা মিটে যাবে।'

গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে নাইটহুড সম্মান পেলেন ডেভিড বেকহ্যাম। লন্ডনে সেন্ট জেমস প্যালেসে শনিবার।

'নাইটহুড' বেকহ্যাম

লন্ডন, ১৪ জুন : 'স্যর' ডেভিড বেকহ্যাম। নাইটহুড সম্মানে ভূষিত হলেন কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলার।

বিশ্ব ফুটবলের 'গ্ল্যামার বয়' বললে শুরুতে তাঁর নামটাই মাথায় আসে। ফ্রি কিকে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সেই বেকহ্যাম বর্ণময় কেরিয়ারে সোনালি সময়টা কাটিয়েছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। তিনটি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের নেতৃত্বের ভার ছিল তাঁর কাঁধে। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে মাঝমাঠের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসাবেও গণ্য করা হয় বেকহ্যামকে। পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানানোর পরও খেলাধুলো, ব্যবসা, সমাজসেবামূলক কাজ, সবমিলিয়ে গোটা বিশ্বে আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। সেই সুবাদেই আরও একটা পালক জুড়ল তাঁর মুকুটে।

> মাঠের বাইরেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা আমার সৌভাগ্য। এই সবকিছুর জন্য আজ যে সম্মান পেলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ।
>
> **ডেভিড বেকহ্যাম**

আনুষ্ঠানিকভাবে নাইটহুড সম্মানে ভূষিত হলেন বেকহ্যাম। রাজা তৃতীয় চার্লসের হাত থেকে স্বীকৃতি অর্জনের পর প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার বলেছেন, 'মাঠের বাইরেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা আমার সৌভাগ্য। এই সবকিছুর জন্য আজ যে সম্মান পেলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ।' এর আগে ইংল্যান্ডে ২০১২ অলিম্পিক গেমস আয়োজনে অবদান রাখায় বেকহ্যামকে নাইটহুড দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। নানান জটিলতায় তখন তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে প্রায় এক যুগ পর 'স্যর' উপাধি জুড়ল ডেভিড বেকহ্যামের নামের আগে।

ফের দুই ভাগে রনজি, শুরু ২৫ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : অ্যাকশন রিপ্লে!

সব ঠিকমতো চললে ২০২৫-'২৬ সালের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমে রনজি ট্রফি শুরু হতে চলেছে ২৫ অক্টোবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২৪-'২৫ মরশুমের মতোই রনজি ট্রফি দুই ভাগে হতে চলেছে। অক্টোবর-নভেম্বরে হবে লিগ পর্বের পাঁচটি ম্যাচ। মাঝের সময়ে বিজয় হাজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটের সাদা বলের এই দুই মূল প্রতিযোগিতা শেষের পরই জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ফের শুরু হবে রনজি। বোর্ডের একটি সূত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, রনজি শুরুর ও দুইভাগে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলেও প্রতিযোগিতার পুরো সূচি এখনও তৈরি হয়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেই সূচি তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা শেষ মরশুমের পর দুই ভাগে রনজি হওয়া নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এমন নিয়মে রনজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যদিও ফের একই পথে হাঁটতে চলেছে বিসিসিআই।

আসন্ন রনজিতে বাংলার গ্রুপে রয়েছে ত্রিপুরাও। এলিট গ্রুপ 'সি'-তে তাদের সঙ্গী গুজরাট, হরিয়ানা, সার্ভিসেস, রেলওয়েজ, উত্তরাখণ্ড ও অসম।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন চয়ন টাবু। ছবি : অভিরূপ দে

জোড়া গোল দীপঙ্করের

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের ফুটবলে শনিবার আয়োজকরা ৪-০ গোলে মা কানির ঘাটকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা দীপঙ্কর রায় জোড়া গোল করেন। বাকি গোল দুইটি দেবাশিস রায় ও তন্ময় রায়ের। সোমবার খেলবে ভুজারিপাড়া এফসি ও রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি।

প্রথম জয় কিংসের

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : নর্থবেঙ্গল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ইন্ট্রা কোচিং সেন্টার অনূর্ধ্ব-১৪ টি২০ সিরিজের বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় ম্যাচ টসের মাধ্যমে জিতে জয়ের খাতা খুলল কিংস দল। দুই দলের এই সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচ জিতেছিল ওয়ারিয়র্স। এবিপিসি ময়দানে শনিবার সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ শুরু হলেও বৃষ্টির কারণে তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। ফলে আয়োজকদের তরফে টসের মাধ্যমে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ।

জিতল টাউন

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার টাউন ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে মালবাজার এটিও-কে। টাউনের জোড়া গোল করেন আনিস কেরকেট্টা। এটিও-র একমাত্র গোল অলউইন তির্কির। ম্যাচে সেরা হয়েছেন টাউনের হিমান বর্মন।

সচিব হয়ে মহিলা দলের প্রতিশ্রুতি সৃঞ্জয়ের

গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে একাত্ম করতে চান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জুন : সচিব পদে দায়িত্ব নিয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে একাত্ম করার কথা বললেন সৃঞ্জয় বসু।

শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সৃঞ্জয় সহ নবনির্বাচিত ২২ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধানের দায়িত্বে থাকা বিচারপতি অসীমকুমার রায়। সাড়ে তিন বছরেরও কিছু বেশি সময় পরে তিনি আবারও সচিব পদে ফিরলেন। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এর আগে তিনি সচিব পদে ছিলেন। সেবার নিজের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে নিজেকে সরিয়ে নেন সৃঞ্জয়। মাস চারেক সহসচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় চালানোর পর ২০২২ সালের মার্চে নতুন সচিব হন দেবাশিস দত্ত। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ক্লাবে ঢোকেন নতুন সচিব। তার আগে থেকেই সৃঞ্জয়ের অনুগামীরা ক্লাব তাঁবুতে জড়ো হতে শুরু করেন। এরপর ৬টা নাগাদ অসীমকুমার রায় তাঁর এবং বাকি ২১ জনের নাম ঘোষণা করেন। এদিন অবশ্য বিদায়ি সচিবকে ক্লাবে দেখা যায়নি। আসেননি ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট সচিব শিলটন পাল ও সহসচিব সত্যজিৎ। ঘোষণার পর সৃঞ্জয়কে ঘিরে অনুগামীদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। মালা পরানো, মিষ্টি বিলি করা, গোলাপির পাপড়ি ছড়ানো থেকে আকাশে আতশবাজির রোশনাই দিয়ে সৃঞ্জয়ের ফিরে আসা উদযাপন করেন তাঁরা। সবুজ-মেরুন টি-শার্ট পরা সৃঞ্জয়কে এতদিন বাদে ফিরে এসে দৃশ্যতই খুশি দেখাচ্ছিল। এদিন ক্লাবে ঢোকার সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী নীলাঞ্জনা এবং আগে থেকেই ছিলেন বড় পুত্র অরিঞ্জয়। পরে নীলাঞ্জনা বলেছেন, 'আমাদের আরাধ্য জগন্নাথদেব চেয়েছেন বলেই আজ আমার সৃঞ্জয় সচিবপদে ফিরতে পেরেছে।'

> মহিলা ফুটবল দল হোক, এটা আমাদের সব সদস্যই চাইছেন। তাই আমরা এবার মহিলা দল গড়তে চলেছি।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**

মোহনবাগানের সচিব হয়ে স্ত্রী নীলাঞ্জনা ও পুত্র অরিঞ্জয়ের সঙ্গে সৃঞ্জয় বসু।

পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেছেন, 'আগে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে হবে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে আরও একাত্ম করার চেষ্টা করতে হবে। ওঁকে বোঝাতে হবে, এই ক্লাবটা আপনারও।' সোমবারই তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডেকেছেন। সম্ভবত ওইদিনই সভাপতি হিসাবে দেবাশিসকে এবং ছয়জন সহ সভাপতিকে বেছে নেওয়া হবে। টুটু বসুর জন্য কোনও বিশেষ পদ তৈরি করা হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করা হলে সৃঞ্জয় এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দেন, 'টুটুবাবু সবসময়ই আমাদের সঙ্গে আছেন মাথার উপরে।' কলকাতা লিগ, আইএফএ, মহিলা দল নিয়েও তিনি নিজের ভাবনার কথা জানান, 'কলকাতা লিগে আমাদের জুনিয়ার দল খেলাই ভালো। কারণ এতে নতুন ফুটবলার উঠে আসে। আমরা তার উপকারও পেয়েছি। আইএফএ-কে বুঝতে হবে যে লিগ শেষ না করতে পারলে বা লম্বা সময় চললে ছোট ছোট ক্লাব খুবই সংকটে পড়ে যায়। আর মহিলা ফুটবল দল হোক, এটা আমাদের সব সদস্যই চাইছেন। তাই আমরা এবার মহিলা দল গড়তে চলেছি।' তিনি নিজেদের মাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই মাঠ তৈরি করতে অনেক খরচ করতে হয়। সেখানে একাধিক খেলা দিলে মাঠ খারাপ হয়ে যায়। আমরা আমাদের মাঠেই খেলতে চাই। অন্যদের খেলা দেওয়া যাবে না।' শুধুই নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়, তা বাস্তবায়িত করতে প্রথম দিন থেকেই উদ্যোগী হতে দেখা গেল সৃঞ্জয়কে।

কাবাডিতে শেষ চারে জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি সংস্থার সহযোগিতায় মহকুমা কাবাডি সংস্থার উত্তরবঙ্গ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শনিবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে শুরু হয়েছে। দিনরাতের এই প্রতিযোগিতার প্রথমদিনে মালদা ৪২-৩১ পয়েন্টে হারিয়েছে শিলিগুড়ির 'এ' দলকে। উত্তর দিনাজপুর ৬০-৪৪ পয়েন্টে জিতেছে কোচবিহারের বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ি ৩৮-৩৫ পয়েন্টে আলিপুরদুয়ারকে হারিয়ে দেয়। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে জলপাইগুড়ি মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ির 'বি' দলের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মালদা ও উত্তর দিনাজপুর খেলবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কাবাডির সচিব কিশোর পাত্র, মহকুমা কাবাডির সচিব নান্টু পাল, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, ইন্টারন্যাশনাল টেকনিকাল অফিসার দিলীপ পালিত প্রমুখ। পরে নান্টু বলেছেন, 'আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত ও শিলিগুড়ির প্রাক্তন কাবাডি খেলোয়াড় সুব্রত পালের স্মরণে খেলা শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংবর্ধিত করা হয়েছে জাপানে খেলে আসা হায়দরপাড়ার দুই কাবাডি খেলোয়াড় পূর্ণিমা দত্ত ও ছবি বসু বসাককে।'

হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে শনিবার শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ।

জয়ী স্পোর্টিং ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার গ্রুপ 'এ'-তে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫-৩ গোলে হারিয়েছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে শ্যামল মিনজ ও মণীশ কাছুয়া জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি পেনাল্টি থেকে করেন সুরজ মিনজ। নরেন্দ্রনাথের হয়ে অমিত রায়ের জোড়া গোল রয়েছে। অন্যটি উদিত সাহানির। ম্যাচের সেরা হয়ে শ্যামল পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। রবিবার গ্রুপ 'এ'-তে অগ্রগামী সংঘ মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের।

বিবেকের ৫ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার আরবিএস ৯৯ রানে জিতেছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে। টসে হেরে আরবিএস ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৩৪ রান করে। অনীশ বিশ্বাস অপরাজিত থাকে ৫৮ রানে। অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ৪৯ ও বিবেক রায় ৪৫ রান করেছে। রোহন সিংহ ৩৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। জবাবে সরোজিনী ১৮ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। শম্ভু রায় ২৮ ও রাহুল খাদারিয়া ২৭ রান রেখে এসেছে। ম্যাচের সেরা বিবেক ২৬ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট।

শ্রীসংঘ ক্লাবের সুরভি কোচিং ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জয়ন্ত ভৌমিক। -রামপ্রসাদ মোদক

শ্রীসংঘের কোচিং ক্যাম্পে জয়ন্ত

রাজগঞ্জ, ১৪ জুন : নতুন ঋদ্ধিমানের খোঁজে গ্রামীণ এলাকায় চোখ পাপালির কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পৌঁছান রাজগঞ্জের শ্রীসংঘ ক্লাবের সুরভি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে। এই বছর শুরু হল এই কোচিং ক্যাম্পের পথ চলা। এখানে কোচিং নিতে আসে ৮২ জন খুদে ক্রিকেটার। তাদের মধ্যে দশজন মেয়ে। শনিবার সন্ধ্যায় জয়ন্ত কোচিং ক্যাম্পের পিচ, খেলার মাঠ এবং কীভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে সেটা ঘুরে দেখেন। কথা বলেন খুদে ক্রিকেটার সহ কোচিং ক্যাম্পের দুই কোচ কাজল সরকার এবং দুলন চন্দের সঙ্গে। জয়ন্ত আশ্বাস দিয়েছেন সময় পেলে ক্যাম্পে আসবেন। এছাড়াও নিয়মিত আসবেন শিলিগুড়ি অগ্রগামী ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের দুইজন কোচও।